সমন্বিত শিখন উন্নয়নে উত্তরণ

সর্বশিক্ষা অভিযান

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত

সমন্বিত শিখন উন্নয়নে উত্তরণ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত

সর্বশিক্ষা অভিযান

মুর্শিদাবাদ

প্রকাশ :
মার্চ ২০০৬

সম্পাদনা, পরিবেশনা ও বাস্তবায়নে :
সর্বশিক্ষা অভিযান, মুর্শিদাবাদ জেলা।

কান্তি বিশ্বাস

মন্ত্রী

শিক্ষা বিভাগ (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সত্যমেব জয়তে

নং - ২৩৬/ম (শুভেচ্ছা)/শিক্ষা (প্রাঃ মাঃ মাঃ) /০৫

তারিখ : ১৯/১২/০৫

শুভেচ্ছা

'সর্বশিক্ষা অভিযান' প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষিত করার এক সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার যে-হার পশ্চিমবাংলা সেই বিবেচনায় পিছিয়ে আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই প্রশিক্ষণের মূল্য অত্যন্ত বেশি। এই প্রশিক্ষণের সাহায্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ স্বীয় কর্তব্য পালনে আরো বেশি যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবেন – সেই বিশ্বাস আমার আছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যে-সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশ গ্রহণ করবেন, আশা করি তাঁরা এই শিবিরের পরে অধিকতর দক্ষতা নিয়ে স্ব স্ব ভূমিকায় নিজ কর্তব্য সম্পাদন করতে সক্ষম হবেন।

এই শিবিরের আমি সাফল্য কামনা করছি।

(কান্তি বিশ্বাস)

১৭/১২/২০০৫

রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা,

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা।

পর্ষদের কথা

যে-সব শিক্ষিকা-শিক্ষক সমন্বিত শিখন উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত নন, তাঁদের প্রাথমিক অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে এই প্রশিক্ষণ সম্ভারটি ব্যবহারের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে সর্বশিক্ষা অভিযানে বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এই লক্ষ্য পূরণে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সহযোগী এবং সহায়ক সংস্থা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং অন্যান্য কয়েকটি সংস্থাও পর্ষদপ্রবর্তিত ও গৃহীত প্রকল্প রূপায়ণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বর্তমানে সমন্বিত প্রয়াসেই প্রাথমিকের সমস্ত শিক্ষামূলক ব্যবস্থা রূপায়ণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই ভাবেই কর্মপরিকল্পনা রূপায়িত হবে।

এমনই একটি কর্মসূচি হল 'সমন্বিত শিখন উন্নয়ন কর্মসূচি'। এই কার্যক্রমে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যৌথভাবে। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গির দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থীর স্বশিখনের উপর গুরুত্ব দিয়ে সমন্বিত শিখন উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষণ সম্ভারটি প্রণীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কিছু সংখ্যক পড়ুয়া এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। তাদের পাঠে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করার জন্য গৃহপরিবেশে খুব বেশি কাউকে পাওয়া যায় না। এই প্রয়োজনকে মাথায় রেখে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার্থীর নিয়মিত ও স্বাভাবিক প্রথাবদ্ধ পঠনপাঠনকে ব্যাহত না করে, পর্ষদ প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী এই প্রশিক্ষণ সম্ভারের আয়োজন। সর্বশিক্ষা অভিযানে নির্বাচিত কিছু বিদ্যালয়ে শিখন-পাঠন সম্ভারগুলি পরীক্ষামূলক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচলন করার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
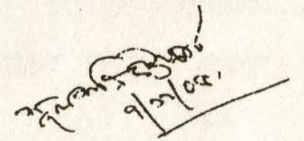
প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটি শিশুর কাম্য সামর্থ্য অর্জন করার মাধ্যমে সুসংহত বিকাশকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, প্রশিক্ষণসম্ভার শিক্ষকা-শিক্ষকের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি প্রচলিত প্রথাবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার সহায়ক ও পরিপূরক মাত্র। পর্ষদ প্রণীত পাঠ্য পুস্তক অবলম্বন করেই এই প্রশিক্ষণ সম্ভার ব্যবহার করতে হবে। মূলত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের যৌথ পরিকল্পনায় গৃহীত এই সমন্বিত শিখন উন্নয়ন কর্মসূচিটি সাফল্য লাভ করবে আশা রাখি।

ডিসেম্বর, ২০০৫
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ভবন
ডি. কে. ৭/১, সেক্টর – ২
বিধাননগর, কলকাতা – ৭০০০৯১

(ডঃ শূলপাণি ভট্টাচার্য)
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

বিষয় সূচি

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুক কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না – বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, **শিক্ষার হেরফের**, শিক্ষা, পৌষ ১২৯৯

ভিত্তিপত্র

Jacques Delors – এর নেতৃত্বে International Commission of Education for 21st Century (1996) শিক্ষাকে সবথেকে গভীর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মানব উন্নয়নের উপায় হিসাবে দেখতে চেয়েছেন; যার সহায়তায় অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হয়, চিরকালের জন্য শোষণ ও যুদ্ধ দূরীকরণের উদ্যোগ সাফল্য লাভ করে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার চারটি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে :

১. জানতে শেখা

২. করতে শেখা

৩. বিকশিত হয়ে ওঠা

৪. একসঙ্গে বাঁচতে শেখা।

বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে একসঙ্গে বাঁচার শিক্ষাই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। শিক্ষিকা-শিক্ষকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা, আত্মবিশ্বাস ও নৈপুণ্য ছাড়া শিক্ষার সামগ্রিক গুণগত উন্নয়ন পরিকল্পনা সাফল্যের গৌরব লাভ করতে পারে না। সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়মমাফিক ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের অধিক। তার প্রাণপ্রেরণা দেশাত্মবোধ ও সমাজসেবার মহান আবেগ। সেই অনন্য যাদুকাঠিতে শিক্ষিকা-শিক্ষকরা নিজের শিশুর সঙ্গে বিদ্যালয়ে সকল শিশু মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। শিশুর প্রতি ভালোবাসার আবেগে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠে শিক্ষিকা-শিক্ষক। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে নিরন্তর খুঁজে ফেরেন শিশুর আকর্ষণীয় আনন্দদায়ক, আগ্রহ চাহিদা ও রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আধুনিক শিখন কলাকৌশল। সংবেদনশীল মনের মাধুরী মিশিয়ে নিপুণতার সঙ্গে সকল শিক্ষার্থীকে পৌঁছে দেন কাঙ্ক্ষিত মানে।

আমাদের শিক্ষিকা-শিক্ষকরা শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানোর লক্ষ্যে আন্তরিক ও দায়বদ্ধ। তার প্রমাণ মিলেছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক অনুসারে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশুর সক্রিয়তা ও স্বশিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ২০০১ – ২০০২ শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি জেলায় কিছু নির্বাচিত বিদ্যালয়ে 'বিদ্যালয়ভিত্তিক শিখন উন্নয়ন কর্মসূচি' SLIP গৃহীত হয়। তার প্রতিপুষ্টি নিয়ে ২০টি জেলায় বেশ কিছু বিদ্যালয়ে ২০০২ – ২০০৩ থেকে চালু হল 'সমন্বিত শিখন উন্নয়ন কর্মসূচি' ILIP। বর্তমানে ঐ কর্মসূচিভুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৯০৩, সিনিয়র মাদ্রাসা ১০২। প্রশিক্ষিত শিক্ষিকা-শিক্ষকের সংখ্যা ১০৬৭২। বিদ্যালয়গুলোর পঠনপাঠনের গুণমান আশাব্যঞ্জক। তার ইতিবাচক দিকগুলি সারসংকলন করে পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির সকল শিক্ষকা-শিক্ষককে অণুপর্যায় থেকে ব্যাপকস্তরে প্রশিক্ষণের আশুপরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসাধনের ক্ষেত্রে এটি একটি সহায়ক পদক্ষেপ। প্রত্যাশা, এই কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন প্রাণসঞ্চার করবে।

প্রথম অধ্যায়

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল সর্বজনীন নথিভুক্তিকরণ, সর্বজনীন শিক্ষাদান ও গুণগত মান উন্নয়ন। এই অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণে শিক্ষার্থীদের শিখনের মানকে ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে শ্রেণিকক্ষে পাঠ্য পুস্তকের পরিপূরক হিসাবে কিছু শিখন উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন। প্রত্যেকটি শিশুকে তার কাম্যসামর্থ্যে উন্নীত করার জন্য মূল সামর্থ্যের ছোটো ছোটো স্তরের শিখনকাজের কর্মপত্র "শিখন-পাঠন সম্ভার" গুলি শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ও উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর শেখাকে আরো দৃঢ়তর করার প্রয়াসে এই সম্ভারের আয়োজন। এটি 'সমন্বিত শিখন উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে' সহয়তা দান করে।

- প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রস্তাবিত পাঠ্যপুস্তকে উল্লিখিত সামর্থ্যগুলো যাতে প্রতিটি শিশু যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারে তার জন্যে ছোটো ছোটো স্তরের শিখন কাজের কর্মপত্র 'শিখন-পাঠন সম্ভার'। স্বশিখনের কাজের সহায়ক - রূপে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠন- সম্ভারগুলোর ব্যবহার।
- শিক্ষিকা-শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষণ থেকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ।
- শিক্ষার্থীকে পর্ষদের পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি সম্ভারের ছোটো ছোটো স্তরের শিখন কাজের মধ্য দিয়ে মূল সামর্থ্যে পৌঁছে দেওয়া।
- প্রতিটি শিশুর প্রতি নজর দেওয়া যাতে প্রতিটি শিশু এই সম্ভারের সহায়তায় তাদের কাম্যসামর্থ্যে পৌঁছতে পারে।
- এই সম্ভারের ছোটো ছোটো স্তরের (Graded) কাজ করার সময় প্রতিটি শিশুর নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন সামর্থ্যকে সনাক্ত করতে হবে।
- শিশুরা এই সম্ভারের শিখনকাজগুলোতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং তার সমাধানের মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য অর্জন করবে।
- শিখন কর্মপত্র ব্যবহারের সময় শিক্ষিকা-শিক্ষকরা যে ঘাটতি চিহ্নিত করবেন, সেই ঘাটতি বা সমস্যা দূর করার জন্য সংশোধনমূলক কাজের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- শিক্ষিকা-শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে আদরের, ভীতির নয়। শিক্ষার্থী যেন শিক্ষিকা-শিক্ষকের কাছে নিরাপত্তা (Safety) পায়। এই আচরণিক পরিবর্তন প্রথম প্রয়োজন।

শিখন উন্নয়নের জন্য প্রকৌশল প্রয়োগ
(পাঠন-সম্ভারের ব্যবহার)

শিশুর প্রারম্ভিক শিখনস্তর ⟶ শিখন ফলাফল

নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ও সংশোধনমূলক কাজ
শিশুর শিখনের অগ্রগতি

শিশুশিক্ষার নতুন দিগন্ত

দার্শনিক-সমাজতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

'What the child can do in cooperation today he can do alone tomorrow'
-- L. S. Vygotsky

শিক্ষা হল প্রয়োগমূলক সমাজবিজ্ঞান। বলাবাহুল্য বিজ্ঞানমাত্রেই গতিশীল। সমাজদর্শন বদলানোর সঙ্গে বদলে যায় সমাজকাঠামো, শিক্ষার প্রয়োগক্ষেত্রেও আসে নতুনত্ব। শিক্ষার যে কোনো বৈপ্লবিক কর্মসূচির বুনিয়াদ রচিত হয় এক বা একাধিক দর্শনকে আশ্রয় করে। কর্মসূচির পরিকাঠামো যদি অবয়ব হয়, তবে দর্শন তার প্রাণচেতনা। সমন্বিত শিখন উন্নয়ন কর্মসূচি বা বিদ্যালয় ভিত্তিক শিখন উন্নয়ন কর্মসূচির মূলেও সমন্বিত হয়েছে প্রায়োগিক শিক্ষাদর্শন, মনস্তত্ত্ব এবং সমাজতত্ত্ব।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে, সমন্বিত শিখন উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্গত তত্ত্বদর্শনের প্রয়োগ অতিসাম্প্রতিক কালে। বিগত দু দশক থেকে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করা গেলেও এর উদ্ভব বিগত শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে। আভিধানিক পরিভাষায় একে বলা হয় নির্মিতিবাদ (Constructivism)। দার্শনিক জ্য পিয়াজে এর উদ্গাতা। জেনেভায় ৫০ বছর ধরে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির কয়েকশো শিশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে পিয়াজে ও তার সহযোগীরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, শিশুর সৃজনশীল ক্ষমতা ও তার মননশক্তি আস্তে আস্তে তার বয়সের সঙ্গে বাড়ে। শিশুর প্রতিভা বিকাশে যদি সহায়তা করা যায় তাহলে তার শিখন ত্বরান্বিত হয়। সেক্ষেত্রে শিশুর বৃদ্ধির স্তর অনুযায়ী সে তার সামর্থ্যগুলো অর্জন করতে সমর্থ হয়। আমাদের দেশের বেশির ভাগ বিদ্যালয়ের শিশুরা বয়স অনুযায়ী তাদের কাম্য সামর্থ্যের নীচে থাকে। তাদের সামর্থ্যগুলো চিহ্নিত করা, কোন বয়সে কোন সামর্থ্য তারা অর্জন করতে পারে, তার জন্য কী ধরণের শিখন পরিবেশ বা কী ধরণের শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষিকা-শিক্ষকরা সহায়তা করতে পারেন – তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। এই গবেষণায় জানা গিয়েছে একটা স্তরে গিয়ে শিশুরা সৃজনশীল ভাবে অনেক বেশি জ্ঞান অন্বেষণ করতে পারে এবং জ্ঞান নির্মাণ করতে পারে; এটাই হল নির্মিতিবাদ। কারণ শিশুর অভিজ্ঞতার জগৎ, তার উপস্থিত জ্ঞানের জগতের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের জগতের একটা ব্যবধান আছে। প্রতিটি শিশু তার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, উপলব্ধজ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন জ্ঞানকে গ্রহণ করে। তাই প্রতিনিয়ত তার বর্তমান জ্ঞানকে সে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনার চেষ্টা করে। জ্ঞানকে ধারণ করার জন্য একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করলে সেই নতুন নতুন জ্ঞানকে পুরনো জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে ধারণ করার ক্ষমতা জন্মায়। দুটো উপলব্ধ জ্ঞানের সংমিশ্রণ করে একটি জায়গায় গিয়ে সমন্বয় (Synthesis) করতে পারে, পূর্ব জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নতুন জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করে। সেজন্যে বলা হচ্ছে, শ্রেণিকক্ষে শিশুরা মিলিত হয়ে পারস্পরিক আলাপ আলোচনায় জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারে, জ্ঞান সৃজন করতে পারে। এই পরিধিবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এর আগে শিখনের যে-প্রক্রিয়া ছিল তা হচ্ছে আচরণতত্ত্ব (behaviourist theory)। অর্থাৎ শিশুদের আচরণ পরিবর্তন করা যায়, যদি আমরা তার মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগাই, যদি যথার্থ জ্ঞানকে পরিবেশন করা হয়, তবে শিশুর মধ্যে ব্যবহারগত পরিবর্তন ঘটবে। ব্যবহারগত পরিবর্তনের দিকে ঝোঁক দেওয়ার কারণটা হচ্ছে, অনেক পশুপাখির ওপর গবেষণা করে দেখা গিয়েছে তাদের এভাবে চালিত করা যায়। তাদের স্বতঃস্ফূর্ততাকে (reflex) নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই আচরণতত্ত্বের যুগ অতিক্রম করে পিয়াজে জ্ঞাননির্মাণের নতুন তত্ত্ব রাখলেন।

১৫ বছর ধরে লি. ভিগোৎস্কি রুশদেশের সমাজকে পুনর্গঠনের জন্য শিক্ষাতত্ত্বের ওপর অনেক গবেষণামূলক কাজ করেছিলেন। তিনি গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবিষ্কার করেছিলেন শিশুরা – কী করে কতটা শিখতে পারে এবং কতটা সাহায্য পেলে তার চেয়ে বেশি শিখতে পারে। একজন বয়স্ক শিক্ষকের সহায়তায় একটা শিশু অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে যদি শিশুকে সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করা যায়। আগে ভাবা হত এ ধরণের সমস্যা সমাধানের কথা শিশু

ভাবতেই পারে না। এখন শিশুর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা হচ্ছে। কিছুটা হাত ধরে এগিয়ে গিয়ে হাত ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং শিশুকে আরও এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেওয়া হচ্ছে। একে বলা হচ্ছে সামাজিক নির্মিতিবাদ (Social Constructivism)। যার মর্মবস্তু শিশুকে স্বশিখনের স্তরে উত্তরণ। বর্তমানে সারা বিশ্বে এই তত্ত্ব অভিনন্দিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনায় এই পদ্ধতির অনেক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টরেখ। তিনি আজীবন প্রচলিত বিদ্যা গেলানোর যান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতির ঘোর বিরোধিতা করে গেছেন। শিশুর শিক্ষায় শিক্ষিকা-শিক্ষক সহায়ক মাত্র। প্রমথ চৌধুরী শিক্ষিকা-শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রীছাত্রের দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক নিয়ে শুধু কটাক্ষই করেননি, স্বশিখনের ক্ষেত্রে তুলে ধরেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকার সদর্থক ভূমিকা। "শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেগ করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদবোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জন করে" (বই পড়া, শ্রাবণ ১৩২৫)। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর আগ্রহ, অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তি ও আত্মপ্রত্যয় জাগানোই শিক্ষিকা-শিক্ষকের মূল - কাজ যা অনায়াসেই শিশুর উত্তরণ ঘটাবে স্বশিখনের বিস্তৃত ভূমিতে।

স্বশিখনের নতুন পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষে যে-সামাজিক আদানপ্রদানের প্রক্রিয়া চলে তা শুধু শিশুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, শিশু ও শিক্ষিকা-শিক্ষকদের মধ্যেও ঘটে। এই পদ্ধতিতে আদানপ্রদানমূলক শিখন (Reciprocal Learning), পারস্পরিক শিখন (Cooperative learning), দলগত শিখন (Group learning), ছোটোদলে শিখন (Small Group learning) ইত্যাদি খুব গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে ত্বরান্বিত হয় শিখন প্রক্রিয়া। তবে যে-সমস্ত জায়গায় দ্রুত কাজ হচ্ছে সেখানে দেখা গেছে এই ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠ্য বইয়ের ধারণাগুলোকে, সূত্রগুলোকে, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিল রেখে কতিপয় সমস্যায় তারা ঘাবড়ে যাচ্ছে, সমাধান করতে পারছে না। এই ক্ষেত্রে শিক্ষকের মধ্যস্থতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যস্থতা (mediation) মানে তাকে বলে দেওয়া নয়। মধ্যস্থতার ভূমিকা, তাকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করার পদ্ধতি। মধ্যস্থতা, তর্কবিতর্ক, আলোচনা, অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান নতুন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় শিশু নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারছে। আমরা খুবই আশাবাদী অনুন্নত সমাজে যেখানে টেকনোলজি যায়নি, বিদ্যুৎ যায়নি সেখানেও এই অভিনব মধ্যস্থতার প্রক্রিয়ায় আমরা শিশুদের ক্ষমতায়িত করতে পারি। একে বলা যায় আত্মনির্মিতিবাদ (Self-constructivism)। ভিগোৎস্কি বারম্বার বলেছেন – শিশু কোথাও ভাবে 'আমিওতো এটা পারি', আর একটা জায়গা আছে 'আমি এটা পারি না'। মধ্যস্থতার ভূমিকা এই পারা না পারার মাঝখানে। শিশু ভাবে আমি যা পারি তাকে আরেকটু বাড়াই, আর যা পারি না তার ভেতরে আস্তে আস্তে ঢোকার চেষ্টা করি। পুরানো পদ্ধতিতে বলা হয় – শিশু এটা পারবে, এটা পারবে না। ধারণাগুলোকে আগেই দিয়ে দেওয়া হয়। সাদা কালোতে গন্ডি টেনে দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত পড়ানো যাবে, এ পর্যন্ত পড়ানো যাবে না। এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে প্রকৃতপক্ষে শিশুর গন্ডি অনেক বড়ো – তার যাতায়াতের ক্ষমতাও অনেকটা।

সাহসের সঙ্গে সমস্যার সমাধান করার জন্য একটা উত্তরণ ঘটে। একে বলা হয় লক্ষ্য স্থলে উন্নীতকরণের এলাকা (Zone of Proximal development) যেখানে শিশু মনে করে সে যেতে পারবে না, সেখানটাকে সে অন্ধকার ভাবে। ভিগোৎস্কি বলেছেন শিশু যেখানে ভাবছে এটাই তার পরিসীমা, ঠেলেঠুলে সেই গন্ডিকে পার করিয়ে দেওয়াই শিক্ষকের মধ্যস্থতার কাজ। যে-ক্ষেত্রে সে আত্মবিশ্বাসী নয়, কারুর সহায়তায় সামাজিক আদান-প্রদানের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সে গন্ডি অতিক্রম করতে সাহস পায়। শিশুর আত্মপ্রত্যয়ের জাগরণ ঘটিয়ে এই এলাকার সীমানাটাকে বাড়িয়ে দেওয়াই সমন্বিত শিখন উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্দেশ্য। এখান থেকে শুরু হয় শিশুর অনন্ত সম্ভাবনার রাজ্যে যাত্রা।

Teaching for Construction of Knowledge

In constructivist perspective learning is a process of construction of knlowledge. Learners actively construct their own knlowledge by connecting new ideas to the exsting ideas on the basis of materials / activities presented to them (experience). For example, using a text or a set of pictures / visuals on transport system coupled with discussions young learners can be facilitated to construct the idea of transport system. Initial construction (mental representation) may be based on the idea of road transport system and a child from a remote rural setting may form the idea centered around bullock cart. Learners construct mental representations (images) of external reality (transport system) through a given set of activities (experiences). Structuring and restructuring of ideas are essential features as the learners progress in learning. For instance, initial idea of transport system built around road transport will be reconstructed to accommodate other types of transport system -- sea and air using appropriate activities. Engagement of learners further, through relevant activities can facilitate in constructing mental images of the relationships (cause-effect) between transport system and human life / economy. However, there is a social aspect in the construction process in the sense that knowledge needed for a complex task can reside in a group situation. In this context, collaborative learning provides room for negotiation of meaning, sharing of multiple views and changing internal representation of external reality. Construction indicates that each learner individually and socially construct meaning as he / she learns. Constructing meaning is learning. Constructivist perspective provides stategies for promoting learning by all.

The teachers' own role in children's cognition could be enhanced if they assume a more active role in relation to process of knowledge construction in which children are engaged. A child constructs her / his knowledge while engaged in the process of learning . Allowing children to ask questions, that require them to relate what they are learning in school to things happening outside, encouraging children to answer in their own words and from their own experiences, rather than simply memorising and getting answers right in just one way -- all these are small but important steps in helping children develop their understanding. 'Intelligent guessing' must be encouraged as a valid pedagogic tool. Quite often children have an idea arising from their everyday experiences, or because of their exposureto the media, but they are not quites ready to articulate it in ways that a teacher might appreciate it. It is in this 'zone' between what you know and what you almost know that new knowledge is constructed. Such knowledge often takes the form of skills,which are cultivated outside the school, at home or in the community. All such forms of knowledge and skills must be respected. A sensitive and informed teacher is aware of this and is able to engage children through well chosen tasks and questions, so that they are able to realise their developmental potential.

National Curriculum Framework -2005, NCERT, page 15 -16.

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রয়োগ কৌশল

শ্রেণিকক্ষ পরিচালন ব্যবস্থাপনা (Classroom Management)

শিখন উন্নয়নের জন্য পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক হিসাবে শিখন পাঠন সম্ভারগুলো ব্যবহৃত হবে। সম্ভারগুলো শ্রেণিকক্ষে কখন এবং কীভাবে শিক্ষিকা-শিক্ষক শিশুদের স্বশিখনের জন্য প্রয়োগ করবেন, সেজন্য একটি সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এগুলো ব্যবহারের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক ও প্রয়োগ-কৌশলের সংক্ষিপ্ত একটি ধারণা দেওয়া হল।

➢ শ্রেণিকক্ষ পরিচালন ব্যবস্থাপনায় শিক্ষণ নয়, প্রতিটি শিশুর শিখনের উপরে জোর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

- শিক্ষণ ⟶ শিখন
- শিক্ষিকা-শিক্ষককেন্দ্রিক ⟶ শিশুকেন্দ্রিক
- শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার গুণগত পরিবর্তন
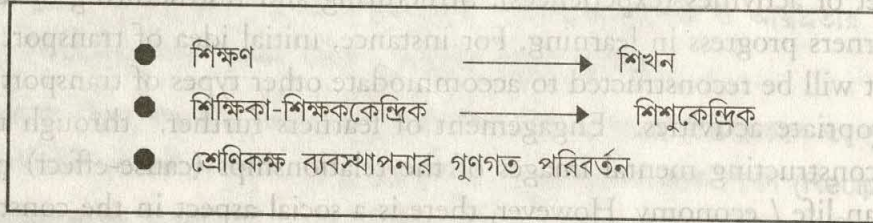
➢ শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, শিক্ষার্থীরা যাতে শিখনের কাজ নিজেরা পরিচালনা করতে পারে।

- আনন্দদায়ক শিখন-পরিবেশ সৃষ্টি → শিশুরা নিজেদের কাজ নিজেরা করতে পারে।

➢ প্রত্যেকটি শিশু যাতে ছোটো ছোটো শিখনকাজের মাধ্যমে মূল সামর্থ্য অর্জন করতে পারে, তার জন্য পাঠ্যপুস্তকের সম্পূরক হিসাবে শিখন-পাঠন সম্ভারগুলোর ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
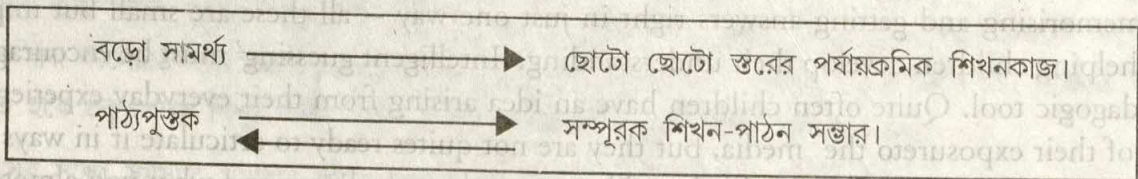
➢ শ্রেণিকক্ষ পরিচালন ব্যবস্থাপনায় শিখন উপযোগী পরিবেশ, শিক্ষিকা-শিক্ষকের ভূমিকা ও উপস্থাপনা, শিক্ষিকা-শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর শিখন উপযোগী সম্পর্ক স্থাপন, প্রত্যেকটি কাজের সময় বিভাজন, স্বশিখন, দলগত শিখন, সহযোগিতামূলক শিখন, দলনেতার ভূমিকা, পাঠ্যপুস্তকের সাথে সম্ভারের যোগসূত্র, শিখন-সমস্যা সনাক্তকরণ ও তার সংশোধন, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, সম্ভারের বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষিকা-শিক্ষকের ভূমিকা

⇩

- শিক্ষিকা-শিক্ষককে সুদক্ষ শিখন পরিচালকের এবং সহায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।
- তিনি একজন সুদক্ষ পর্যবেক্ষক হিসাবে প্রতিটি শিশুর শিখনের মান ও অগ্রগতির উপর নজর রাখবেন।
- শিক্ষার্থী কোন্ সামর্থ্যে পিছিয়ে আছে তা চিহ্নিতকরণ ও উপযুক্ত সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- একটি শ্রেণিতে সমগ্র পাঠক্রমে সামগ্রিক শিখনসামর্থ্য ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে ধারণা রেখে, এক-একটি পাঠ্য বিষয়ে শিখনকাজগুলো সাজাবেন।
- এই শিখনকাজগুলো শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী ছোটে ছোটো দলে সমাধান করতে দেবেন।

শিক্ষিকা-শিক্ষকের সুস্পষ্ট উপস্থাপনা

⇩

- শ্রেণিকক্ষে যে-কোনো বিষয়ে সঠিক ও সুস্পষ্ট উপস্থাপন।
- বিভিন্ন মানের শিশুর জন্য সহজ-সরল উদাহরণ ও TLM-সহ উপস্থাপন।
- প্রতিটি শিশু উপস্থাপিত বিষয়টি বুঝছে কি না তা পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে নির্দেশনার পুনরাবৃত্তি বা পরিবর্তন।

শিক্ষিকা-শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক

⇩

- শিক্ষিকা-শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ভীতিহীন ও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে।
- প্রতিটি শিশুর কাছে পৌঁছনো, যাতে শিশুর শিখন-ঘাটতি ও চাহিদা জানা যায়।
- শিশুর স্বশিখনের বাধা দূর করে স্বনির্ভর শিক্ষার্থী হতে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষিকাশিক্ষককে শিক্ষার্থীর সঙ্গো এক স্বতঃস্ফূর্ত শিখনসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

স্বশিখন ও দলগত শিখন

প্রচলিত শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতির মান্নোয়নের প্রেক্ষাপটে শিখনের গুণগত মানোন্নয়ন বা Quality Improvement - এর জন্য শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজন শিক্ষার্থীর স্বশিখন, আর তা সম্ভব হয় শিশুকেন্দ্রিক শিখনপথ অবলম্বন করে।

স্বশিখনে উত্তরণের আবর্তনটি নিম্নরূপ

স্বশিখন (Self-learning) ← পরিণতি ← দলগত শিখন পদ্ধতি / মাধ্যম

সম্ভব হতে লাগে

↓

দায়িত্ববোধের বিকাশ

↓

দায়িত্বগ্রহণের আগ্রহ গঠন → ফলস্বরূপ → সহযোগী মনোভাব

↑ সম্ভব করে

সহযোগী শিখন

↑

দলগত শিখন পদ্ধতি / মাধ্যম

এক নজরে শিখনকাজ পরিচালনার প্রয়োগ কৌশল

দলগত শিখন

শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ পদ্ধতি

- প্রয়োজনে ছোটো ছোটো দল করে পঠন-পাঠন চলতে পারে।
- শিক্ষিকা-শিক্ষক বড়োদলে বিষয়ের উপস্থাপনা করবেন ও কাজের নির্দেশনা দেবেন।
- শিশুরা ছোটোদলে কাজের মাধ্যমে দলগত শিখনে উন্নীত হবে।

ছোটোদল গঠনের নিয়ম

- ৫-৬ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে একটি করে **'ছোটোদল'** গঠিত হবে।
- শিখনসামর্থ্যের বিভিন্ন স্তরের কয়েকজন শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত হবে এক একটি 'ছোটোদল'।
- প্রতি দল থেকে একজন করে 'দলনেতার' নির্বাচন।
- কিছু দিন (৭-১০) অন্তর অন্তর দলনেতার পরিবর্তন।
- শ্রেণিকক্ষের মেঝেতে কোনো আসন (অথবা পাটি) -এ 'গোল গোল' দল করে বসার ব্যবস্থা।
- একজোড়া বেঞ্চে মুখোমুখি বসিয়ে শিক্ষার্থীদের একত্রিত ভাবে কাজের ব্যবস্থা।

ছোটোদল গঠনের উদ্দেশ্য

- সকল শিক্ষার্থীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া।
- শিখনসামর্থ্য বিশেষে পিছিয়ে পড়া / দুর্বল শিক্ষার্থীকে চিহ্নিতকরণ।
- সহযোগী মনোভাব গঠন।
- স্বশিখনে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দুর্বল শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যভিত্তিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দলনেতার সক্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে অন্যান্য শিখন পদ্ধতি (সহযোগী, দলগত, সামাজিক ইত্যাদি) ত্বরান্বিত করার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

দলনেতা নির্বাচন ও তার ভূমিকা

- প্রারম্ভে প্রতিদলে মেধাবী, পরোপকারী, সহযোগী মনোভাবাপন্ন ও সক্রিয় শিক্ষার্থীকে দলনেতা হিসাবে নির্বাচন বাঞ্ছনীয়।
- দলনেতার নির্বাচনে লিঙ্গ বৈষম্য ব্যতিরেকে অগ্রাধিকার কাম্য।
- শ্রেণিকক্ষ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আরোপ।
- অনুপস্থিতির হার কমানোর জন্য বিশেষ দায়িত্ব পালন।
- শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনের সমাগ্রী বন্টন ও নির্দিষ্ট স্থানে সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ।

সামর্থ্য : পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক, শিখন-পাঠন সম্ভারের প্রায়োগিক দিক

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হল, শিশুর অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করা এবং শিশুকে তার সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প: ব: প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত হয়েছে। পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীর কাম্য সামর্থ্যগুলি বলা হয়েছে :

১। জ্ঞানমূলক ও বোধমূলক

২। প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক

৩। দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতার পরিবর্তনমূলক

পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি বিষয়ের এককে উপ-এককে কাম্য সামর্থ্যের তালিকা দেওয়া আছে। পাঠ্যপুস্তকের এই মূল সামর্থ্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে আয়ত্ত করানোর প্রয়োজনে শিখন-পাঠন সম্ভারের অবতারণা। শিখন-পাঠন সম্ভারের প্রয়োজনীয়তা ঃ-

→ সামর্থ্যের ছোটো ছোটো স্তরভিত্তিক কাজ করার মাধ্যমে মূল সামর্থ্যে উপনীত হবে।

→ প্রতিনিয়ত শিখনকাজের মধ্যে দিয়ে সামর্থ্যের সমস্যা সমাধান করার ফলে শিক্ষার্থীর মনে কাম্য সামর্থ্য দৃঢ় ও স্থায়ী হবে।

→ শিক্ষার্থী অন্যের শিখন-সম্ভারের শিখন-সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে নিজের ভুল সংশোধন করতে পারবে এবং পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনীর কাজ নিজেই করতে পারবে।

→ শিখন-পাঠন সম্ভারের অনুশীলনের পর মূল পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর কাছে অনেক সহজবোধ্য হবে।

→ শিক্ষিকা-শিক্ষক মূল সামর্থ্য আয়ত্ত করানোর প্রয়োজনে শিখন-পাঠন সম্ভারে ছোটো ছোটো যে-শিখনকাজ দেবেন, সেই কাজের মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ভিত্তিক ঘাটতি সনাক্ত করতে পারবেন এবং সেই অনুযায়ী সংশোধনমূলক কাজ দেবেন।

→ শিক্ষিকা-শিক্ষক যে-সামর্থ্যের কাজ বড়োদলে উপস্থাপন ও স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন, সেই সামর্থ্যে শিক্ষার্থী পৌঁছতে পারল কি না তার মূল্যায়নও তিনি শিখন-পাঠন সম্ভারের মাধ্যমে করতে পারবেন।

শিখন-পাঠন সম্ভার অনুশীলনের ফলে শিক্ষার্থীর কাম্য সামর্থ্য আয়ত্ত করা সহজ হয় এবং তার ফলে পাঠ্যপুস্তক নিজে নিজে পড়ার ও অনুশীলনীর কাজ করার মতো আত্মবিশ্বাস অর্জন করবে। শিক্ষার্থীর ঘাটতি নিরূপণের ফলে নিরাময়মূলক কাজের প্রস্তুতির পরিকল্পনাও শিক্ষিকা-শিক্ষক করতে পারবেন। দলগত ভাবে শিখন-পাঠন সম্ভারের অনুশীলনের ফলে শিক্ষার্থী শিখনের দিকে অগ্রসর হবে।

সময় বিভাজন ও পরিকল্পনা

সামর্থ্যভিত্তিক পঠন-পাঠন কালে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষিকা-শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কাছে যে-বিষয়টি প্রধান ভূমিকা নেয় তা হল সময় বিভাজন বা Time Management।

সামর্থ্যভিত্তিক কাজ করার সময় শিক্ষিকা-শিক্ষককে এই সময়ের কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। কারণ,

- নির্ধারিত সময়সূচির মধ্যে কাম্য শিখনসামর্থ্য শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করতে হবে।
- শিক্ষিকা-শিক্ষককে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শিশুদের শিখনঘাটতিগুলো নির্দিষ্ট সময়ে দূর করতে হবে।

একটি আদর্শ সামর্থ্যভিত্তিক শ্রেণির নমুনা সময় বিভাজন পরিকল্পনা – যে কোনো একদিন (৪০ মিনিটের একটি পিরিয়ড)

বড়োদলে	ছোটোদলে	মূল্যায়ন
শিক্ষকের শিক্ষণ-শিখন উপকরণসহ সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন, নির্দেশনা সময় : ১০ মিনিট	শিখন উপকরণ ও শিখন-পাঠন সম্ভারসহযোগে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ সময় : ২০ মিনিট	বড়োদলে ও ছোটোদলে লিখিত/মৌখিক ভাবে মূল্যায়ন (Feedback) সময় : ১০ মিনিট

এই সময় পরিকল্পনাকে মাথায় রেখে শিক্ষিকা-শিক্ষক প্রতিদিনের শ্রেণি পরিচালনার জন্য একটি পাঠ পরিকল্পনা করবেন। এই পাঠ পরিকল্পনা বা প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিকে ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষিকা-শিক্ষককে যে-যে বিষয় মাথায় রাখতে হবে তা হল :

- প্রতিটি ক্লাসকে সার্থক করার জন্য পূর্বপরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষিকা-শিক্ষক বিশেষ প্রকৌশল গ্রহণ করবেন, ছোটো ও বড়োদলের সময় নির্ধারণ করবেন, উপস্থাপনার মূল বিষয় প্রভৃতি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে।
- উপস্থাপনা ছাড়া শিক্ষিকা-শিক্ষক বড়োদলে ছোটোদলে কী করতে হবে সে বিষয়ে সংক্ষেপে নির্দেশ দেবেন। ছোটোদলেও কাজের সময় সহায়তার জন্যে নীচু স্বরে কিছু নির্দেশনা দিতে পারেন।
- শিক্ষিকা-শিক্ষক পরিকল্পনার মধ্যেই সময়ের হিসাব ও কাজের পরিকল্পনা করবেন, যাতে শিশুরা বুঝতে পারে কোন কাজে কত সময় লাগবে।
- পাঠপরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের বিশেষ করে মাথায় রাখতে হবে যে, এমন ভাবেই পাঠ পরিকল্পিত হবে, যেখানে শিখন শ্রেণিকক্ষেই সম্পন্ন হবে যাতে শিশুদের বাড়িতে যেন পরিপূরক সহযোগিতার প্রয়োজন না হয়।

কোনো একটি পিরিয়ডের পাঠ-পরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ্য :

১. শিখনের অভীষ্ট লক্ষ্য (Learning Object)

২. শিখনকাজ (Learning task) : ছোটোদলে শিখনকাজ

৩. শিক্ষিকা-শিক্ষকের নির্দেশনা বোঝা : কথ্যভাষা থেকে আলাদা, যে-ভাষাতে কথা বলা হচ্ছে তা বোঝার ক্ষমতা। নির্দেশনা মতো কাজ করা।

৪. বোধের বিভিন্নতা : যা প্রতিটি শিশুর মধ্যে থাকবে।

৫. শ্রেণিকক্ষের বিন্যাস ও পরিকল্পনা (Classroom organisation & management)

৬. শিক্ষিকা-শিক্ষকের আচরণ : শিক্ষার্থীর আচরণ (Teachers' behaviour -- Learners' behaviour)

৭. শিক্ষিকা-শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে সময় ব্যবহারের পরিকল্পনা, (Time management by the teacher & by the student)

৮. চলমান মূল্যায়ন : ছোটোদলে কাজের সময়ে ও বিদ্যালয়ে সমস্ত কাজে শিশুদের মূল্যায়ন করা।

৯. শিশুদের সামর্থ্য অনুযায়ী অবস্থান চিহ্নিত করতে হবে।

১০. অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের কাজ কয়েকটি ক্লাসে হবে না। অর্থাৎ একটি সামর্থ্য অর্জন করতে যদি তিনদিন সময় লাগে তবে সেই তিনদিনের কর্মপরিকল্পনা করতে হবে।

এই শিখন প্রক্রিয়াতে শিশুকে কতটা সচেতন করা গেল তা জানা দরকার। শিক্ষার্থীর উদ্দীপনা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করা দরকার।

- পাঠ পরিকল্পনার সময় শিক্ষিকা-শিক্ষককে মনে রাখতে হবে শিশুর মনে আগ্রহ সৃষ্টি করা ও তা ধরে রাখাই হল পাঠপরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য।
- শিশুদের আনন্দদায়ক ও অর্থপূর্ণ ভাবে ধরে রাখাই হল শ্রেণিকক্ষে পাঠপরিচালনার মূল উদ্দেশ্য।
- পাঠদানের সময় প্রতিটি স্তরের শিখনফল (Learning outcome) শিক্ষিকা-শিক্ষককে বুঝতে হবে।

বিষয় ভিত্তিক কাম্যসামর্থ্যকে মাথায় রেখে শিক্ষিকা-শিক্ষক যে-পাঠ পরিকল্পনা করবেন তার একটি নমুনা দেওয়া হল :

বিষয় :

কাম্য সামর্থ্য	সময়		উপকরণ		পদ্ধতি		মূল্যায়ন, সামর্থ্যগতভাবে পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণ ও নিরাময়মূলক কাজের পরিকল্পনা
	বড়োদল	ছোটোদল	বড়োদল	ছোটোদল	বড়োদল	ছোটোদল	

শিখন উপকরণের ব্যবহার

এই শিখনপ্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিশুর শিখনআগ্রহকে জাগিয়ে দেওয়া এবং স্বশিখনের উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন রকম উপকরণের সহায়তা নেওয়া হবে।

উপকরণ :

- পর্ষদপ্রণীত পাঠ্যপুস্তক।
- চার্ট (ছবির চার্ট, ছড়ার চার্ট, সংখ্যার চার্ট প্রভৃতি)।
- কার্ড।
- পকেটবোর্ড।
- চক্রচার্ট।
- চেনাজানা বস্তু। যেমন – তেঁতুল বীজ, কাঠি, ছোলা ইত্যাদি।
- কর্মপুস্তিকা বা শিখন-পাঠন সম্ভার।
- স্লেট, পেন্সিল, খাতা, ব্ল্যাকবোর্ড, চক ইত্যাদি।

শিখন উপকরণ (TLM) ব্যবহারের উদ্দেশ্য :

- প্রতিটি শিশু যাতে হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিতস্তরে পৌঁছতে পারে তার জন্য TLM প্রয়োজন।
- TLM পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা, যা তার সামর্থ্য-গত ঘাটতিপূরণের সহায়ক।
- চাহিদা অনুযায়ী, অঞ্চল ভিত্তিক শিখন উপকরণ ব্যবহার করে পাঠকে আরো সহজতর ও সরলীকরণ করে শিশুর বোধগম্য করে তোলা যায়।
- সব শিশু এক ভাবে শেখে না। তারা নানা ভাবে শেখে, তাই বিভিন্ন ধরণের TLM-এর মাধ্যমে শিখনকার্য সম্পন্ন করা খুব সহজ।
- শিশুরা স্বনির্ভরভাবে TLM-এর সাহায্যে হাতে-কলমে কাজ করে যখন কোনো সামর্থ্যকে আয়ত্ত করবে সেটি অনেক বেশি স্থায়ী হবে।
- শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ের ধারণা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ তার অভিজ্ঞতাকে বাড়াবার জন্য TLM খুবই গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক।
- প্রতিটি শিখন-সম্ভারে যে-কর্মপত্রগুলো আছে তা ব্যবহারের নির্দেশনা শিক্ষিকা-শিক্ষকদের জন্যে কর্মপত্রের উপর দেওয়া আছে। এর সাথে প্রতি ক্ষেত্রে চার্ট, কার্ড, চক্রচার্ট ইত্যাদি শিখন উপকরণ ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

ব্যবহার :

এই শিখন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে শিশুকে স্বশিখনের উপযোগী করে তোলা হবে। কোনো বিষয়ে শিখনের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকক্ষে বর্ণচার্ট, চক্রচার্ট বিভিন্ন ধরণের কার্ডের ব্যবহার, পকেট বোর্ড, গণনার জন্য বিভিন্ন বাস্তববস্তু যেমন – তেঁতুল বীজ, কাঠির ব্যবহার, বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মপুস্তিকায় নিজেরা করবে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে নানা রকম শিখন উপযোগী উপকরণ নিয়ে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন কালে দলনেতা তার দলে কাজ করবে। প্রতিদিনের কাজের শেষে এই উপকরণ শিশুরা আবার বিদ্যালয়ে গুছিয়ে রাখবে।

শিক্ষণ-শিখন উপকরণের (TLM) কিছু নমুনা ও তার কাম্য শিখন

বর্ণ ও শব্দ, বাক্য, ছবি, কার্ড

ভাষা	শিখন সামর্থ্য
প্রথম সেট : কল আম ঘর	→ ছবি = শব্দ (মিলকরণ) → চিত্রধর্মী পঠন (Logographic Reading)
দ্বিতীয় সেট : ছবি, গল্পকার্ড একটি গল্পকে তিনটি অংশে ভাগ করে বড়ো কার্ডে একটি ছবি (কোনো ঘটনা) তিনটি আলাদা ছবির কার্ড, (গল্পের ক্রমানুসারে) ভাষার সীমাবদ্ধতা থাকলেও বুদ্ধির বিকাশ ঘটানো যায় ছবি দেখে গল্প বলার মাধ্যমে।	→ ছবি দেখা → ছবি পড়া → ছবি দেখে গল্প বলতে পারা → গল্পের ক্রম অনুসারে ছবি সাজানো → গুছিয়ে কথা বলতে পারা
তৃতীয় সেট : কল মল বর অমল মহৎ কমল ঈগল আকবর সরবৎ	→ শব্দের বর্ণ ভেঙে উচ্চারণ করতে পারা। → শব্দের মধ্যেকার ধ্বনিগুলো আলাদা আলাদা করে উচ্চারণ করতে পারা। → প্রথম শ্রেণিতে একটা সময় পরে এই কার্ড শব্দ দেখে একেবারে শব্দটি উচ্চারণ করতে পারা। → সক্রিয়তা সৃষ্টি (Developing automaticity)
চতুর্থ সেট : শব্দ ভাঙাগড়ার খেলা আতা → আ তা কমল → ক ম ল তোতাপাখি → তোতা পাখি	→ শব্দভাঙা → বর্ণ থেকে শব্দ → শব্দ থেকে বর্ণ → ধ্বনি সচেতনতা

পঞ্চম সেট

ক, খ, ন, ফ, ছ, জ — ল — কল, খল, নল, ফল, ছল, জল

→ বর্ণকার্ড থেকে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করা

ষষ্ঠ সেট :

শব্দ ও কার্ড থেকে বাক্য গঠন ও সম্প্রসারণ :

আমি	রোজ	ফুটবল	খেলি

আমি	রোজ	বিকেলে	ফুটবল	খেলি

→ শব্দক্রম অনুসারে সঠিক বাক্য গঠন (Syntax)

→ পর পর শব্দকার্ড সাজিয়ে ধীরে ধীরে ছোটো বাক্য থেকে বড়ো বাক্য তৈরি করতে পারা।

উদাহরণ : আমি রোজ ফুটবল খেলি।

আমি রোজ বিকেলে ফুটবল খেলি।
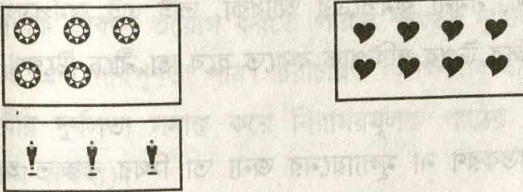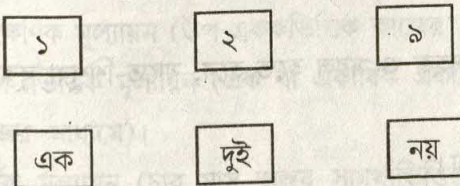
বিঃ দ্রঃ – উপরে শিক্ষিকা-শিক্ষকগণ কী ধরণের কার্ড তৈরি করতে পারেন তার কিছু নমুনা দেওয়া হল।

শিখন-পাঠন সম্ভারের কর্মপত্র

শিখনকাজ :

- শিক্ষার্থীর শোনা, বলা, পড়া ও লেখা হাতেকলমে কাজের মধ্য দিয়ে পাঠ্যক্রমে উল্লিখিত সামর্থ্য পাঠ্যপুস্তকে সজ্জিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে অর্জন করাকে শিখনকাজ বলে।
- শিক্ষিকা-শিক্ষক কোনো একটি সামর্থ্যকে কী ধরণের শিখনকাজের মধ্যে দিয়ে শিশুদের কাম্যসামর্থ্যে পৌঁছবেন তা একান্ত তাঁর পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। তাই বিভিন্ন ধরনের শিখনকাজের নমুনা শিখন-সম্ভারে রয়েছে। যেমন :
  - ❑ শোনা ও বলার জন্য – ছড়া ও গল্প (বাংলা ও পরিবেশ) শিখন-পাঠন সম্ভার প্রথম শ্রেণি।
  - ❑ শোনা ও বলার জন্য – নামতা ও সংখ্যার নামের চার্ট (শিখন-পাঠন সম্ভার গণিত প্রথম শ্রেণি)।
  - ❑ পড়ার জন্য – ভিত্তিপাঠ : বাংলা (শিখন-পাঠন সম্ভার প্রথম শ্রেণি)।
  - ❑ লেখার জন্য – হাতের লেখা (কিশলয় ও শিখন-পাঠন সম্ভারের কর্মপত্রে বাংলা প্রথম শ্রেণি), মানস মানচিত্র (সম্ভারে) ছবিদেখে লেখা (সম্ভারে, বাংলা) পরিবেশ ডায়েরি (এখানে স্বলিখনের জন্যে জায়গা রাখা আছে)।
- কোনো একটি সামর্থ্যে শিশুরা উন্নীত হল কি না তার মূল্যায়নপত্র ও শিখন-সম্ভারে পাওয়া যাবে। যেমন – স্বরচিহ্নের পরিচিতির পর শিশুরা স্বরচিহ্নের প্রয়োগে শব্দাংশের উচ্চারণ ও চেহারা-যে বদলে যায় তা বুঝে শব্দ তৈরি করতে, পড়তে ও লিখতে পারছে কি না তা মূল্যায়নের জন্য প্রথম শ্রেণির বাংলা শিখন সম্ভারের ৪৪ পৃষ্ঠা ব্যবহার করা যেতে পারে।
- যে কোনো সামর্থ্যের কাজ বার বার অনুশীলনের ফলে শিশুরা সেই সামর্থ্যে আরো দক্ষ হয়ে ওঠে। সেই জন্যে কিছু নমুনা কাজ বাংলা (হাতের লেখা), গণিত (অতিরিক্ত অনুশীলনী), পরিবেশের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে।

কর্মপত্র প্রস্তুতি – কর্মপত্রের কয়েকটি বিশেষ দিক

- শিখন-সম্ভারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে, নমুনা কর্মপত্রের আধিক্য, তাই এই কর্মপত্রগুলো তৈরি করতে গেলে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের কোন বিশেষ দিকগুলির উপর দৃষ্টিপাত করতে হবে তা নীচে উল্লেখ করা হল।
- কর্মপত্রটি কোন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে – শিখনমানে উন্নীতকরণ না মূল্যায়নের জন্য তা স্থির করতে হবে।

শিখন মানে উন্নীতকরণের জন্য কর্মপত্র প্রস্তুতি

- শিশুদের জানা জ্ঞানের উপর রচিত হবে।
- কর্মপত্রের কাজটি যেন স্বনির্দেশিত হয়। কর্মপত্রের নির্দেশনা সহজ ও সরল হতে হবে, যাতে শিশুরা বুঝতে পারে কী করতে হবে।
- এক সঙ্গে অনেকগুলো কাজের অবতারণা যেন না করা হয়।
- সমস্যায় পড়ে শিশুরা ধীরে ধীরে কাজের মাধ্যমে স্বশিখনের জায়গায় যেতে পারে এমন কাজ দিতে হবে।
- নির্দেশিত কাজটিতে তারা যেন একাধারে আকর্ষণ বোধ করে এবং মনোযোগী হতে পারে, আবার নিজস্ব চিন্তাভাবনাকে প্রয়োগ করে সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে পারে তার সুযোগ রাখতে হবে।

মূল্যায়ন কর্মপত্র প্রস্তুতি

- শিশুরা কতটা সামর্থ্যে উন্নীত হয়েছে যাচাই করতে হলে মূল্যায়ন কর্মপত্র ব্যবহার করা দরকার।
- এই কর্মপত্রের কাজ এমন হবে যেখানে শিশুটিকে কোনো একটি বড়ো সামর্থ্যে যাচাইকরণের সুযোগ থাকে। এই কাজের মাধ্যমে শিশুটির ওই সামর্থ্যের ঘাটতি সনাক্তকরণ এবং অগ্রগতির অবস্থান যাচাই করা সম্ভব হবে।

শিখন-পাঠন সম্ভারে পাঠ্যপুস্তকের উল্লিখিত সামর্থ্যকে ছোটো ছোটো স্তরের কাজের (কর্মপত্রের) মাধ্যমে বিন্যস্ত করা আছে। এগুলিকে নমুনা হিসাবে ব্যবহার করে প্রয়োজনে এগিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য এবং একই সামর্থ্যে পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য আরোও শিখনকাজ সমন্বিত কর্মপত্র প্রস্তুত করে নেওয়া যেতে পারে। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী শিক্ষিকা-শিক্ষকরা নমুনা কর্মপত্র প্রস্তুত করবেন।

মূল্যায়ন

পঠন-পাঠন এবং অন্যান্য কর্মনির্ভর বিষয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল মূল্যায়ন। শিক্ষার্থীদের যে-সামর্থ্য অর্জিত হল সেই সামর্থ্যে তার অগ্রগতি পরিমাপ করে দেখার জন্য সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন অপরিহার্য। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হবে –

- সামর্থ্যভিত্তিকভাবে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা সনাক্তকরণ,
- এই দুর্বলতা দূর করার জন্য সংশোধনমূলক কাজ করানো,
- সামর্থ্যভিত্তিক এগিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের স্তর অনুযায়ী সমৃদ্ধ করার জন্য শিখনকাজ দেওয়া।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, পরীক্ষাব্যবস্থা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি কিন্তু এক নয়। পরীক্ষা ব্যবস্থায় মুখস্থ করানো বা rote learning-এর উপর জোর দেওয়া হয় এবং একটি প্রান্তীয় পরীক্ষাতেই ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষার্থী পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে থেকে যে-সামর্থ্য অর্জন করে সেই সামর্থ্যকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারার ক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, মানসিকতা ও মূল্যবোধের বিকাশের ক্ষমতা অর্জনের সাহায্যে এক পরিপূর্ণতা পায়। চিরাচরিত পরীক্ষাব্যবস্থার সঙ্গো মূল্যায়নের পার্থক্য এখানে। সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের কারণেই শিক্ষার্থীর দুর্বলতা সনাক্ত করে নিরাময়মূলক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের মানোন্নয়ন করা সম্ভব (প্রাথমিক পর্যদের পাঠ্যক্রম দ্রষ্টব্য)।

মূল্যায়ন পদ্ধতি চার রকমের :

১. তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন (উপ-এককভিত্তিক কাজের শেষে – লিখিত, মৌখিক, হাতে-কলমে কাজ বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে)।

২. একক ভিত্তিক মূল্যায়ন (এক বা একাধিক এককের শেষে [অনধিক ৩টি একক] – মৌখিক, লিখিত বা হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে)।

৩. পার্বিক মূল্যায়ন (চার মাস অন্তর সামর্থ্যভিত্তিক ভাবে মৌখিক, লিখিত বা হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে)।

৪. সামগ্রিক মূল্যায়ন (শিক্ষাবর্ষের শেষে তৃতীয়পর্বভিত্তিক লিখিত ও মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে)।

প্রারম্ভিক শিখনস্তর থেকে মূল্যায়ন পর্যন্ত

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখনের সঠিক গুণমান সুনিশ্চিতকরণের দিকে নজর দেওয়া হয়। গুণমানের অগ্রগতি নিরূপণ করতে গুণমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক কাম্যসামর্থ্য অথবা গুণমান নির্দেশক সূচকগুলো নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এই নির্ধারিত ও প্রত্যাশিত সামর্থ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামর্থ্যগত ঘাটতি নিরূপণ করা দরকার। সেইসঙ্গে জানা প্রয়োজন শিক্ষার্থীর জানা-অজানা স্তরের সীমারেখা।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত দুর্বলতাগুলো ধরা পড়ে পার্বিক মূল্যায়ন অথবা সামগ্রিক মূলায়নের ফলাফলে। এই সময়ে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা জানা গেলেও তা দূর করার মতো প্রয়োজনীয় সময় থাকে না। প্রগতির নিরিখে এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে পড়া শিশুদের বৈষম্য বেড়েই চলে। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বর্তমান শিখনব্যবস্থায় ভিত্তিনির্ণায়ক সমীক্ষা করা হয়। এই সমীক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি শিখন-বর্ষের শুরুতে শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়ের বর্তমান শিখনস্তর যাচাই করা হয় এবং সেই অনুযায়ী বিজ্ঞানসম্মত শিখনপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুত করা হয়।

প্রারম্ভিক শিখনস্তর সমীক্ষার উল্লেখযোগ্য দিক (Base Line Study)

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বর্তমান শিখনস্তর জানা,
- শিক্ষার্থীদের শিখনসামর্থ্যস্তর অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণ,
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিখনকাজ ও শিখন উপকরণের ব্যবহার ও শিখনঘাটতি দূরীকরণ,
- শিশু-বান্ধব শিখন পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে (দলভিত্তিক শিখন) এগিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের দ্বারা পিছিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদের সহায়তা দান,
- পরিকল্পিতভাবে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন মানের শিক্ষার্থীদের শিখনস্তরের বৈষম্য হ্রাস,
- শিক্ষাবর্ষের সমাপ্তিতে শিক্ষার্থীদের শিখন উন্নয়ন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পরিমাপ।

শিক্ষিকা-শিক্ষকের ভূমিকা

- সামগ্রিক ও পার্বিক মূল্যায়নগুলোকে সামনে রেখে বিষয়ভিত্তিক প্রত্যাশিত শিখনসামর্থ্য যাচাই,
- প্রত্যাশিত শিখনসামর্থ্যকে ধাপে ধাপে ভেঙে অনুস্তরের সামর্থ্য নিরূপণ,
- সর্বনিম্ন প্রত্যাশিত সামর্থ্য অনুযায়ী সমীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করা। মনে রাখতে হবে, এই প্রশ্নপত্রের উত্তর করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর যেন পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন না থাকে।

উপরের অংশটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রারম্ভিক শিখনস্তর সমীক্ষার হাতিয়ার হিসাবে মূল্যায়ন তথা প্রশ্নপত্র তৈরি একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মূল্যায়ন প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক একটি নির্দিষ্ট দিনে অথবা তিন বা চারদিনেও করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের বিষয়ের শিক্ষিকা-শিক্ষক এবং সামগ্রিকভাবে প্রধান শিক্ষিকা বা প্রধান শিক্ষক এই মূল্যায়ন তথা সমগ্র সমীক্ষাটি পরিচালনা করবেন। সর্বোপরি প্রারম্ভিক শিখনস্তর সমীক্ষার জন্য মূল্যায়ন তখনই সার্থক হয় যখন বিদ্যালয়ের প্রচলিত অন্যান্য মূল্যায়ন/অভীক্ষাগুলোর সঙ্গে ভিত্তি নির্ণায়ক মূল্যায়নের যথাযথ সংযোগ রচিত হয়।

এক নজরে

প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে মূল্যায়ন যে পদ্ধতিতে চলতে পারে
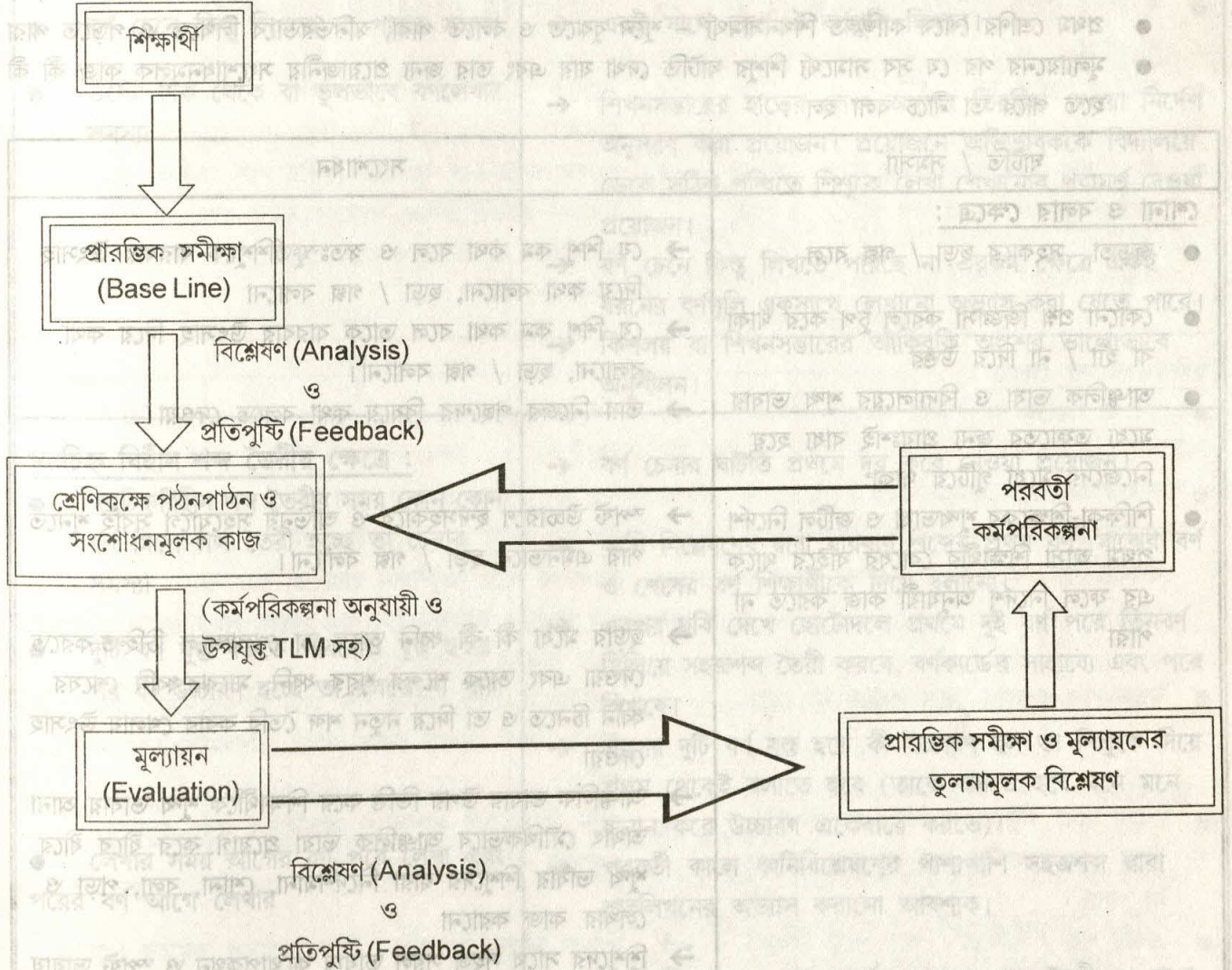
প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে মূল্যায়ন পদ্ধতি :

- প্রারম্ভিক সমীক্ষার মাধ্যমে (Base Line Study) প্রতিটি শিশুর প্রতিটি বিষয়ের শিখনস্তর নির্ধারণ,
- এই প্রারম্ভিক সমীক্ষার ফলাফলকে বিশ্লেষণ,
- এই বিশ্লেষিত ফলাফলের নিরিখে শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনের জন্য সময়ভিত্তিক পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা রচনা (প্রয়োজন অনুযায়ী এইগুলো পরিবর্তনশীল),
- রচিত পরিকল্পনার মধ্যে শিশুর শিখনস্তর ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষণ-শিখন উপকরণ (TLM) প্রস্তুত করা,
- এই সকল শিক্ষণ-শিখন উপকরণ বিষয়গত পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, যা তার সামর্থ্যগত ঘাটতিপূরণের সহায়ক।

তৃতীয় অধ্যায়

সামর্থ্যগত ঘাটতি সনাক্তকরণ ও নিরাময়মূলক কাজ

মাতৃভাষা – প্রথম শ্রেণি

- প্রথম শ্রেণির শেষে কাঙ্ক্ষিত শিখনসামর্থ্য – শুনে বুঝতে ও বলতে পারা, স্বনির্ভরভাবে লিখতে ও পড়তে পারা
- মূল্যায়নের পর যে সব সামর্থ্যে শিশুর ঘাটতি দেখা যায় এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক কাজ কী কী হতে পারে তা নীচে বলা হল :

ঘাটতি / সমস্যা	সংশোধন
শোনা ও বলার ক্ষেত্রে :	
● জড়তা সহকারে ছড়া / গল্প বলে	→ যে শিশু কম কথা বলে ও স্বতঃস্ফূর্তশিশুকে বারবার উৎসাহ দিয়ে কথা বলানো, ছড়া / গল্প বলানো
● কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে চুপ করে থাকা বা হ্যাঁ / না দিয়ে উত্তর	→ যে শিশু কম কথা বলে তাকে বারবার উৎসাহ দিয়ে কথা বলানো, ছড়া / গল্প বলানো।
● আঞ্চলিক ভাষা ও বিদ্যালয়ের শুদ্ধ ভাষার মধ্যে তফাতের জন্য প্রায়ঃশই বাধ্য হয়ে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে থাকা	→ তার নিজের পছন্দের বিষয়ে কথা বলতে দেওয়া।
● শিক্ষিকা-শিক্ষকের শুদ্ধভাষা ও জটিল নির্দেশ প্রথম আসা শিক্ষার্থীর বোধের বাইরে থাকে এর ফলে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে না পারা	→ স্পষ্ট উচ্চারণে ছন্দসহকারে ও অভিনয় সহযোগে সবাই শুনতে পায় এমনভাবে ছড়া / গল্প বলানো। → ছড়ার মধ্যে কী কী ধ্বনি আছে তা খেলাচ্ছলে চিহ্নিত করতে দেওয়া এবং তাকে শব্দের শুরুর ধ্বনি, মাঝের ধ্বনি শেষের ধ্বনি চিনতে ও তা দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করার খেলায় উৎসাহ দেওয়া → আঞ্চলিক ভাষার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীকে শুদ্ধ ভাষায় আনা অর্থাৎ মৌখিকভাবে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করে ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভাষায় শিশুদের দ্বারা নির্দেশমানা, শোনা, বলা, পড়া ও লেখার কাজ করানো → শিশুদের সাথে সহজ সরল ভাষায় কথোপকথন ও স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিতে হবে। → ছড়ার ছবির সাহায্যে ছড়া বলানো।
বর্ণ চেনার ক্ষেত্রে :	
● সব বর্ণ আলাদা ভাবে এবং ক্রম অনুযায়ী চিনতে না পারা	→ শব্দ থেকে বর্ণে এবং বর্ণ থেকে শব্দের সাথে পরিচিত হওয়া এবং বর্ণ ও শব্দের প্রতীকের সাথে পরিচিত হওয়া।
● বর্ণের ধ্বনির সাথে প্রতীক মেলাতে না পারা অর্থাৎ মুখে 'ক' বললেও কোন বর্ণটি 'ক' তা দেখে চিনতে না পারা	→ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রথমে বর্ণমালার ছড়াছবির চার্ট দেখিয়ে দুটি / চারটি করে বর্ণ চেনানো ও পরে ছোটোদলে বসিয়ে দলনেতার তত্ত্বাবধানে বর্ণকার্ড সাজিয়ে আঙুল দিয়ে প্রত্যেককে পড়তে দেওয়া ও যাচাইকরা।

	অ আ ই ঈ ইত্যাদি ক্রমানুযায়ী এবং আলাদা ভাবে -- চিনতে সমর্থ হচ্ছে কিনা যাচাই করা।
● বর্ণ চেনে কিন্তু লিখতে না পারার সমস্যা	→ একই সাথে তারা ঐ বর্ণগুলি লিখবে।
● উল্টো দিক থেকে বা ভুলভাবে বর্ণলেখার সমস্যা	→ শিখনসম্ভারের হাতের লেখা অংশের তিরচিহ্ন দেওয়া নির্দেশ অনুসরণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে অভিভাবককে বিদ্যালয়ে ডেকে সঠিক পদ্ধিতে শিশুকে লেখা শেখানোর পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন। → বর্ণ চেনে কিন্তু লিখতে পারছে না এরকম ক্ষেত্রে একই ধরনের বর্ণগুলি একসাথে লেখানো অভ্যাস করা যেতে পারে। → কিশলয় বা শিখনসম্ভারের আঁকিবুকি অংশের ভালোভাবে অনুশীলন।
স্বরচিহ্ন বিহীন শব্দ তৈরীর ক্ষেত্রে : ● স্বরচিহ্নবিহীন শব্দ তৈরীর সময় কোন্ কোন্ বর্ণ মিলে শব্দ তৈরী হচ্ছে তা চেনার সমস্যা	→ বর্ণ চেনার ঘাটতি প্রথমে দূর করে নেওয়া প্রয়োজন। → ধ্বনি বিশ্লেষণের দ্বারা বারবার শব্দের প্রথম বর্ণ, মাঝের বর্ণ ও শেষের বর্ণ শিক্ষার্থীকে দিয়ে বলানো।
● দুটি বর্ণ যুক্ত করতে পারলেও যুক্ত হবার পর কী উচ্চারণ হচ্ছে তা বলতে না পারা	→ এরপর ছবি দেখে ছোটোদলে প্রথমে দুই বর্ণ পরে তিনবর্ণ মিলিয়ে সহজশব্দ তৈরী করবে, বর্ণকার্ডের সাহায্যে এবং পরে লিখবে। → এরপর দুটি বর্ণ যুক্ত হয়ে কী উচ্চারণ হল তা শিশুকে দিয়ে প্রথম থেকেই বলাতে হবে (তাকে বলতে হবে মনে মনে বানান করে উচ্চারণ একেবারে করতে)।
● লেখার সময় আগের বর্ণ পরে লেখা এবং পরের বর্ণ আগে লেখার	→ পরবর্তী কালে ধ্বনিবিশ্লেষণের পাশাপাশি সহজশব্দ দ্বারা শ্রুতলিখনের অভ্যাস করানো আবশ্যক।
● স্বরচিহ্নবিহীন ছোটো বাক্য বা শব্দগুচ্ছ তৈরী করতে না পারা	→ ধ্বনি বিশ্লেষণ ও বর্ণ কার্ডের সাহায্যে শব্দ তৈরী ও লেখা আগের মতো একই ভাবে হবে। → প্রথমে মৌখিকভাবে, কার্ডের সাহায্যে এবং শেষে লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
স্বরচিহ্নের ক্ষেত্রে : ● স্বরচিহ্নের ধ্বনির সাথে প্রতীক মেলাতে না পারার সমস্যা ● স্বরচিহ্ন ব্যঞ্জনবর্ণের কোনদিকে যুক্ত হয় সে বিষয়ে অস্বচ্ছতা	→ কর্মপত্র এবং কার্ডের মাধ্যমে কোন্ স্বরবর্ণের প্রতীক হিসাবে কোন স্বরচিহ্ন ব্যবহার হয় তা চিনতে শিখবে। → জানালা কার্ড বা বোর্ডের সাহায্যে স্বরচিহ্ন একই রেখে ব্যঞ্জনবর্ণ বারবার পরিবর্তন করে ওই স্বরচিহ্নের কোনদিকে যুক্ত হয় এবং হবার পর কী উচ্চারণ হয় শিক্ষার্থীদের দ্বারা ছোটোদলে অভ্যাস করানো, যেমন -- কা, খা, গা ইত্যাদি

সমস্যা	সমাধান
• ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে কোন স্বরচিহ্ন যুক্ত হলে কী উচ্চারণ হয় সে বিষয়ে অস্পষ্টতা	➔ একই ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে বিভিন্ন স্বরচিহ্ন যুক্ত হলে কি ভাবে ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ বদলে যায় তার অভ্যাস করানো কা, কে, কি, কী ইত্যাদি স্বরচিহ্ন চার্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন।
• স্বরবর্ণের প্রতীক হিসেবে স্বরচিহ্নকে চিনতে না পারা	➔ বারোক্ষরী চার্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।
• স্বরচিহ্ন লেখার সময়ে সঠিকদিকে না লেখা	➔ স্বরচিহ্ন সঠিক দিকে লেখার অভ্যাস পড়ার পাশাপাশি চলবে।
• দুই / তার বেশি ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে একাধিক স্বরচিহ্ন যুক্ত হলে সেই শব্দ পড়তে না পারা	➔ শব্দের প্রথম বর্ণে স্বরচিহ্ন, দ্বিতীয় বর্ণে স্বরচিহ্ন, দুই বর্ণে স্বরচিহ্ন ইত্যাদি শিখন সম্ভারের নমুনা দেখে হাতের লেখা, শ্রুতিলিখন ও না দেখে মনে করে লেখার কাজ পড়ার পাশাপাশি চলবে।
স্বনির্ভরপঠনের ক্ষেত্রে :	
• বর্ণ বা স্বরচিহ্ন না চেনার সমস্যা	➔ বর্ণ বা স্বরচিহ্ন না চিনলে আগে সেই অসুবিধা দূর করা জরুরী।
• পড়ার সময় শব্দ বানান করে পড়া, একেবারে উচ্চারণ না করতে পারা / গোটা বাক্যটি পড়ে কী হল তা বলতে না পারা	➔ শব্দ প্রথম থেকেই মনে মনে বানান করে মুখে একেবারে উচ্চারণ করার জন্য শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেওয়া (প্রথমে সময় লাগলেও পরে অনুশীলন দ্বারা তা কম সময়ে করা যাবে।) ➔ এই অভ্যাস স্বরচিহ্নবিহীন শব্দ পড়ার সময় থেকেই শিশুকে দিয়ে অভ্যাস করাতে হবে।
• নতুন শব্দ একবার দেখে বলতে না পারা	➔ ছোটোদলে একই ধ্বনির শব্দ মুখে মুখে বানাতে দেওয়া ও লেখার কাজ দেওয়া যেতে পারে। (শিখনসম্ভারের কর্মপত্র দ্রষ্টব্য)
• গোটা বাক্য পড়তে না পারা বা বাক্যটি পড়ে তার মধ্যে কী বলা আছে তা বলতে না পারা	➔ ধ্বনি বিশ্লেষণের পাশাপাশি শ্রুতলিখন এবং তারপর শব্দগুলি পুনরায় পড়াতে হবে।
• একটি গল্প / কবিতা / পাঠ পড়ে বিষয়টি বলতে না পারা	➔ শিক্ষক মহাশয় প্রয়োজনে শিখনসম্ভারের 'হাতের লেখা'র অংশটি ব্যবহার করতে পারেন, এটি প্রথমে পড়ার কাজে, পরে লেখার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে নীচের নিয়ম অনুযায়ী
পঠনে সমস্যা (Miscue)	
• নতুনপাঠ সরবপঠনের সময় বর্ণ স্বরচিহ্ন মোটামুটি জানা আছে এমন শিক্ষার্থীর যে অসুবিধাগেলি হয় সেগুলি এরকম : ১. শব্দ প্রতিস্থাপন অর্থাৎ পাঠের ঐ নির্দিষ্ট শব্দটির বদলে তার কাছাকাছি দেখতে বা শিশুর শব্দ ভান্ডারে আছে এরকম শব্দ পড়া ২. অচেনাশব্দ বাদ দিয়ে পড়া ৩. নতুনশব্দ যোগ করে পড়া	➔ যে কোনো পাঠ পড়ার সময় প্রথমে শিক্ষক মহাশয় ধীরে ধীরে সরবে পড়ে দেবেন। ➔ শিক্ষক মহাশয় নতুন শব্দ Flash Card এ দেখাবেন। ➔ শিক্ষার্থী মনে করে বই বন্ধ করে যেন লিখতে পারে।

৪. ভুলশব্দ পড়ে নিজেই সংশোধন করা ৫. শব্দের পুনরাবৃত্তি বা একই শব্দ দুবার পড়া ৬. শব্দটি পড়তে ইতস্তত করা	➔ লেখা হলে নিজেরাই বইয়ের সাথে নিজেদের লেখা মেলাবে ও ভুলসংশোধন করবে। ➔ পিছিয়ে পড়া শিশুকে ধীরে ধীরে ছোটো ছোটো সহজ শব্দের ভিত্তিপাঠ দিয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা যেতে পারে (শিখন সম্ভার দ্রষ্টব্য)। ➔ নতুন পাঠ পড়ার যে অসুবিধাগুলির কথা বলা হয়েছে সেখানে ৪, ৫, ৬ নং সমস্যা শিশুকে নিজের ভুলসংশোধনে সাহায্য করে। বাকিগুলির জন্য বারবার পাঠটি পড়া দরকার অন্যান্য ঘাটতি থাকলে সেগুলি দূর করা প্রয়োজন।
<u>স্বলিখনের ক্ষেত্রে :</u> ● বর্ণ স্বরচিহ্ন ইত্যাদি উল্টোদিক থেকে লেখা ● নিজে ভেবে কোনো কিছু লিখতে না পারা ● বাক্যগঠনের ত্রুটি ● দুটি বাক্যকে জুড়ে একটি বাক্য লেখার বদলে বারবার শব্দগুচ্ছ বা ছোটোবাক্য লেখা ● ছবি দেখে স্বনির্ভরভাবে লিখতে না পারা	➔ প্রথমে বর্ণ, স্বরচিহ্ন চেনা ও সঠিকভাবে বামদিক থেকে ডানদিকে লেখার অভ্যাস অত্যন্ত জরুরি, শিখনসম্ভারের হাতের লেখা অংশে তিরচিহ্ন দিয়ে দিক নির্দেশ দ্রষ্টব্য পিছিয়ে পড়া শিশুকে দিয়ে দরকার হলে লেখার ওপর দাগা বোলানোর অভ্যাস করাতে হবে। ➔ এছাড়া শব্দ তৈরী, শব্দ বাড়িয়ে বাড়িয়ে বাক্যতৈরী (স্বরচিহ্নবিহীন ও স্বরচিহ্নযুক্ত) ইত্যাদি শিশুর পক্ষে আগে অভ্যাস করা প্রয়োজন। ➔ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য শিক্ষার্থীকে বেশি উৎসাহ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলার জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। ➔ ছবি দেখিয়ে দলগত ভাবে আলাপ আলোচনার সুযোগ করে দেওয়া অগ্রগতির ধাপ।। ➔ পিছিয়ে পড়া শিশুকে দিয়ে বেশি করে ছড়া / গল্প / কথা বলানো এবং প্রয়োজনমতো এই ধরনের শিশুকে সরল সমস্যা দিয়ে বারবার উৎসাহিত করে জটিল সমস্যার কাজ করার দিকে এগিয়ে দিতে হবে। ➔ ছড়া / গল্পের মধ্যে কী কী শব্দ আছে, সেই শব্দে প্রথম ধ্বনি কী, দ্বিতীয় ধ্বনি কী (যেমন, আ তা) তা শিশুদের দিয়ে প্রথমে বলিয়ে প্রকাশ করার অভ্যাস গঠন অত্যন্ত জরুরি। ➔ শব্দে বর্ণের সঠিক বিন্যাস, বাক্যে শব্দের সঠিক বিন্যাস মানা এই সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রেও শিখন সম্ভার দ্রষ্টব্য। ➔ পিছিয়েপড়া শিক্ষার্থী **মানস মানচিত্র** ইত্যাদি থেকে কোনো বাক্যকে আরো কী ভাবে ভালোভাবে লেখা যায় -- (সর্বনাম দিয়ে বা দুটি বাক্যকে জুড়ে ইত্যাদি)
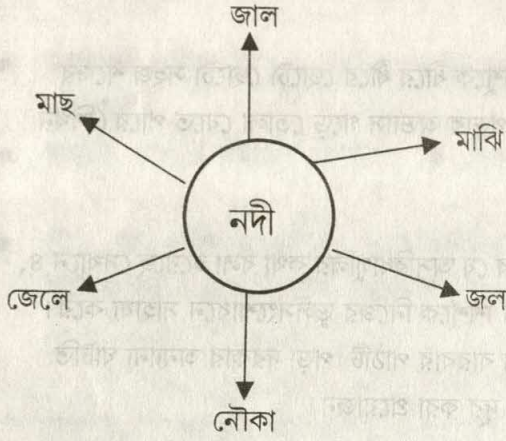
যেমন, নদীতে জল আছে। নদীতে নৌকা ভাসে। নদীতে জেলেরা মাছ ধরে। -- বারবার 'নদী' লেখার বদলে – নদীর জলে, নৌকা ভাসে, সেখানে জেলেরা মাছ ধরে, এভাবে ধীরে ধীরে তাদের লেখার গুণগত মানোন্নয়নের জায়গায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

→ এর জন্য বিভিন্ন দল থেকে কোন লেখাগুলি ভালো হয়েছে, ভালো লেখার বৈশিষ্ট্যগুলি কী ইত্যাদিও দলে নিজেদের লেখার পারস্পরিক মূল্যায়নের দ্বারাও আলোচনা দরকার।

→ প্রথমে লিখতে গিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুর বানান ভুল হওয়া সম্ভব অথবা সে নিজস্ব উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় কোন্ শব্দের বানান লিখতে পারে, সে ক্ষেত্রে তার ভাব প্রকাশের দিকটিকেই প্রথমে উৎসাহিত করতে হবে, বানান ভুল পরবর্তীকালে সংশোধন করতে হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণি

সমস্যা		প্রতিকার
● পাঠটি পড়ার সময় যে অন্য চেহারার বর্ণ (শিক্ষিকা-শিক্ষক প্রথমদিকে যুক্তবর্ণ না বলে অন্য চেহারার বর্ণ বা গায়েজোড়া বর্ণ বলবেন)। যে গুলি শিশু আলাদা করছে তখন তার মধ্যে কোন কোন বর্ণ আছে তা স্বাধীনভাবে শিশুর চেনায় অসুবিধা	→	শিক্ষার্থীর বর্ণ / স্বরচিহ্ন সঠিক ভাবে না চেনার ঘাটতি দূর করতে হবে।
● বর্ণজ্ঞান আছে বা সামান্য আছে কিন্তু যুক্তাক্ষর লিখতে গেলে কোন্ বর্ণ উপরে নীচে, পাশে যুক্ত হয়, কোন্ কোন্ বর্ণের উচ্চারণ পরে হচ্ছে এই ধারা পরিষ্কার নয়	→	ধ্বনি বিশ্লেষণ, বর্ণ বিশ্লেষণ এবং শিশুকে নিজস্ব বানান পদ্ধতির মাধ্যমে লিখতে দেওয়া এবং পরে সংশোধন করার প্রয়াস নিতে হবে।
● যুক্তাক্ষরের সাথে স্বরচিহ্নের যোগের উচ্চারণ না জানা	→	বিভিন্ন স্বরচিহ্ন যোগে যুক্তাক্ষরটির উচ্চারণ অভ্যাস, প্রয়োজনে স্বরচিহ্নযুক্ত যুক্তাক্ষরের চার্ট ব্যবহার করতে হবে।
● যুক্তবর্ণের যে বর্ণটি লেখার সময় লিখলেও উচ্চারণের সময় অনুচ্চারিত থাকে	→	যুক্তবর্ণ লেখার সময় কোন বর্ণ অনুচ্চারিত থাকছে সে সম্বন্ধে শিশুকে সচেতন করে দেওয়া প্রয়োজন।
● যুক্তবর্ণ লেখার সময় কোন বর্ণ আগে যুক্ত হয়, কোন বর্ণ পরে যুক্ত হয়, লেখার সময় কোনদিকে শেষ হয় ইত্যাদি বিষয়ে ঘাটতি	→	যুক্তবর্ণ লেখার সময় উচ্চারণ অনুযায়ী আগের বর্ণ, পরের বর্ণ কি ভাবে উপর নীচে পাশাপাশি বা গায়ে গায়ে যোগ হচ্ছে এবং বর্ণ শেখার সঠিক পদ্ধতি করে দিতে হবে।

গণিতের বিশেষ কিছু সমস্যা ও সমাধান

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে

সমস্যা / ঘাটতি	সমাধান
১. গণনা : শিশুর প্রাথমিক স্তরে গণনার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা যায়। ক্রমানুযায়ী গোণার ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা যায়।	→ বিভিন্ন বাস্তববস্তু, আধাবাস্তব বস্তু ও শেষে মূর্ত বা প্রতীকের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করা যায়।
২. স্থানীয় মান ঃ- স্থানীয় মানের ধারণায় শিশুদের নানা সমস্যা দেখা যায়। কোন দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখতে গেলে কোনটি কোন একক / দশক স্থানে বসবে তার ধারণা কম দেখা যায়।	সংখ্যার চার্ট পড়া, সংখ্যার নামের মধ্য দিয়ে একক দশক চেনা এবং হ্যানয়টাওয়ারের সাহায্যে দুই অঙ্কের সংখ্যার মানগুলো জানা, যোগের নামতার সাহায্যে স্থানীয়মান জানা যায়।
৩. সমস্যার অঙ্ক : প্রশ্নের অঙ্কের ভাষা পড়ে দেওয়া গাণিতিক সমস্যা এবং তার কী সমাধান হবে তা অনেক সময়েই শিক্ষার্থীরা বুঝে উঠতে পারে না।	→ মানসাঙ্ক ঃ প্রশ্নের অঙ্কের ভাষার সঙ্গে মুখে মুখে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। যেমন যোগের ভাষা -- মোট, একসাথে ইত্যাদি। বিয়োগের ভাষা – পড়ে গেল, উড়ে গেল ইত্যাদি। ছবির ব্যবহার, ভাষা সরল করা, যোগের ও বিয়োগের ভাষার চক্রচার্ট ব্যবহার। ছোটো ছোটো ভাষার সাহায্যে গাণিতিক প্রক্রিয়া বোঝা,
৪. বারবার যোগের মাধ্যমে গুণের ধারণা বোঝার ক্ষেত্রে ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।	→ ছবি দিয়ে ও সমস্যা দিয়ে এই ধারণা রপ্ত করতে হবে। → প্রথমে চেনা জিনিস, পরে ছবির ব্যবহার করে ঘাটতি দূর করা যেতে পারে।
৫. বার বার বিয়োগের মাধ্যমে ভাগের ধারণার ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।	→ বাস্তব বস্তুর সাহায্যে, ছবির সাহায্যে ভাগের ধারণা আয়ত্ব করাতে হবে।
৬. ভাগশেষের ধারণার ক্ষেত্রেও ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।	→ চেনা জিনিসের সাহায্যে, যেমন-- সমপরিমাণ কাঠি কয়েক জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার পর কতগুলি বাঁচলো এই ভাবে ভাগ শেষের ধারণা দেওয়া
৭. পরিমাপের একক গুলির রূপান্তরের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা যায়।	→ গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত অনুশীলন
৮. দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণিতকে প্রয়োগ করতে না পারার ঘাটতিও থাকে।	→ ব্যাবহারিক গণিত (টাকা পয়সা ইত্যাদি) চর্চার সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে।
৯. হাতে রাখা বিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়।	→ এক্ষেত্রে স্থানীয়মানের ধারণা স্পষ্ট হতে হবে, হ্যানয়টাওয়ারের মাধ্যমে অভ্যাস করাতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকে মূল সামর্থ্যের ছোটো ছোটো স্তরের শিখনকাজ (Graded task) এই পাঠনসম্ভারে আছে, যাতে প্রত্যেকটি শিশু তাদের কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য অর্জন করতে পারে। সম্ভারে প্রত্যেকটি কর্মপত্রের উপরে কাজের নির্দেশাবলি উল্লিখিত আছে।

- প্রত্যেকটি কর্মপত্রের কাজই শিশুদের স্বনির্ভরভাবে ছোটোদলে করতে হবে।
- শিক্ষিকা-শিক্ষকদের প্রথমে শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বিষয়ের সামর্থ্য অনুযায়ী ধারণা দিতে হবে।
- প্রদত্ত সামর্থ্যের ধারণা যাতে শিশুরা অর্জন করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন বাস্তব উপকরণ ও কর্মপত্রের মাধ্যমে স্বশিখনের কাজ করবে। সমস্যা সমাধান করতে করতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যা তাদের পরবর্তী সময়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহজ হবে। তারা দক্ষতার সাথে বিভিন্ন সামর্থ্যে উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হবে।
- নমুনা কর্মপত্র বা শিখনকাজ শিক্ষিকা-শিক্ষক নিজ এলাকার পরিপ্রেক্ষিতে, বিভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী, শিশুদের স্তর অনুযায়ী, ঘাটতি অনুযায়ী (আরো শিখনকাজ, কর্মপত্র, সক্রিয়তা মূলক কাজ) করাতে পারেন, অবশ্যই সামঞ্জস্য রেখে।
- প্রতিটি সম্ভারই প্রত্যেক শিক্ষার্থী রোজ ব্যবহার করবে। কোনো কর্মপত্রের কাজই আগে থেকে করে ফেলবে না। অর্থাৎ কর্মপত্র পূরণ করে ফেলবে না। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষিকা-শিক্ষক নির্দিষ্ট সামর্থ্য অনুযায়ী উপস্থাপন করবেন ও নির্দেশ দেবেন, শিক্ষর্থীরা কর্মপত্রের কাজ করবে।
- শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে (ছোটোদলে) আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিখন-কাজ করবে। কাজের পর তারা একে অপরের শিখন-কাজ (কর্মপত্র) দেখবে। প্রয়োজনে শিক্ষিকা-শিক্ষক যে-কোন একটি সম্ভার দেখে দেবেন এবং বাকিরা মিলিয়ে নেবে।
- শ্রেণির কয়েকটি শিক্ষার্থীদের দিয়ে বলাবেন, তারা সেই দিন শ্রেণিতে কী কী কাজ করল।
- পাঠ্য পুস্তকের কয়েকটি পাঠ অর্থাৎ কিছু সামর্থ্যের কাজের পর শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে হবে। যেমন -- কিশলয়ের 'শোনা ও বলা' অধ্যায়ের ছড়া ও গল্পগুলোর পাঠ 'আতা গাছে তোতা পাখি', হবার পর দেখতে হবে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাল ছন্দ সহ স্পষ্ট উচ্চারণে ছড়া বলতে পারছে কি না, 'এসো বর্ণ চিনি ১ --১৬' পাঠ হবার পর সঠিক মাত্রা দিয়ে সব বর্ণ লিখতে পারছে কি না।
- **প্রথম দিকে তারা পরস্পরকে শিখন-কাজের সময় অনুকরণ করলেও লক্ষ রাখতে হবে পরবর্তী সময়ে তা যেন অভ্যাসে পরিণত না হয়।**
- তারা যখন শিখন-কাজ করবে শিক্ষিকা-শিক্ষক ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন। কেউ যদি নির্দেশ বুঝতে না পারে তবে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখন-কাজ করার সময়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ওই বিষয়ে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সনাক্ত করে নিরাময়মুলক কাজ করাবেন। প্রয়োজনে পরবর্তী দিনের জন্য পাঠপরিকল্পনা ও উপযুক্ত TLM বা শিখন-কাজ প্রস্তুত করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

পঠন-পাঠন পদ্ধতির বিষয়গত বৈশিষ্ট্য

মাতৃভাষা : বাংলা

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা ও পঠন-পাঠনের মাধ্যম। প্রাথমিকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বাংলা ভাষায় পড়া ও লেখা শেখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। যদি আমরা পাঠপুস্তক দেখি তাহলে বুঝতে পারব প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বাংলায় পাঠ্যবস্তুর বিষয় বৈচিত্র্য ও ভাষার দুরূহতা কম। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মূলত বাংলাভাষার বর্ণ, শব্দ, বাক্য অনুচ্ছেদ, ছোটোগল্প ইত্যাদি চেনা, পড়া, লেখা, পড়ে বোঝা, বুঝে বলা ইত্যাদির চর্চা করা হয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পরবর্তী শ্রেণিগুলোতে বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জন করে থাকে। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা বিষয়ের পঠন-পাঠনের সাথে তৃতীয়, চতুর্থ ও পরবর্তী শ্রেণিগুলোর মূলগত কতকগুলি পার্থক্য দেখা যায়। পার্থক্যগুলো হল :

- পাঠ্যবইতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্য বইতে প্রায় দশ হাজার নতুন শব্দ ও তার বোধগম্যতার মুখোমুখি হতে হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে বিভিন্ন রকম বিষয়ের গদ্য ও পদ্য রয়েছে।
- তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে বাংলায় বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকের সাহিত্যকর্ম শিক্ষার্থীদের পাঠের জন্য রয়েছে।
- তৃতীয়, চতুর্থ ও পরবর্তী শ্রেণির বাংলা-বিষয়ক পাঠের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত সাহিত্য প্রতিভা জাগ্রত করার প্রয়াস রয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বাংলা পঠন -পাঠনের যে মূল দিকগুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে সেগুলো নীচে বর্ণিত হল :

- শোনা, বলা, পড়া ও লেখা একটি শ্রেণি-সময়ের মধ্যে সমান্তরাল ভাবে চর্চা করলে শিশুদের শিখন অনেক মজবুত হয়।
- প্রথম শ্রেণিতে বছরের শুরুর দিকে শোনা বলার কাজ বেশি সময় ধরে ও অল্প লেখার কাজ করানো যেতে পারে। পরের দিকে শোনা বলা কমিয়ে পড়া ও লেখার কাজে বেশি সময় দেওয়া যেতে পারে।
- বানানের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শব্দের ধ্বনি সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। মুখে মুখে শব্দ ভাঙা ও বর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করার চর্চা করা যাতে শব্দের মধ্যে বর্ণের ধ্বনি চিনতে পারে সে দিকে জোর দিতে হবে।
- প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে শিশুদের বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের হাতের লেখার চর্চার কাজ শ্রেণিতে রাখা প্রয়োজন। হাতের লেখা দেখে দেখে লেখা হতে পারে বা পড়ে নিয়ে লেখা হতে পারে বা শুনে শুনে লেখা হতে পারে। শব্দের মধ্যে বর্ণের মাপ, বর্ণের মাত্রা প্রয়োগ, ছেদ ও যতি চিহ্নের ব্যবহার, দুটি বর্ণ এ দুটি শব্দের মধ্যে ফাঁক ইত্যাদি বিষয়গুলোর দিকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে শিশুদের বাংলা পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে পঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। শ্রেণি উপযোগী ও মান উপযোগী পাঠ্যবই বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে পাঠের সুযোগ শ্রেণিতে থাকলে শিশুদের পঠনের শুদ্ধতা ও দ্রুততা বাড়বে। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভিত্তিপাঠের ব্যবহার আবশ্যক।

- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে মনের ভাব ও কোনো বিষয় সম্পর্কে গুছিয়ে লেখা বা ছবি দেখে লেখার ক্ষেত্রে প্রথমে গুছিয়ে চিন্তা করা শিশুদের শেখানো প্রয়োজন। তার জন্য ছোটোদল ও বড়োদলে আলোচনা ও **মানস মানচিত্রের** ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম শ্রেণিতে ভাষা শিখনের সমান্তরাল কাজ (Slot distribution)

প্রথম কাজ	দ্বিতীয় কাজ	তৃতীয় কাজ
• শোনা ও বলার কাজ ছড়া / গল্প	• ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ, ধ্বনি বিশ্লেষণ দ্বারা ধ্বনি সচেতনতার অভ্যাস, বর্ণ পরিচিতি, স্বরচিহ্ন পরিচিতি ইত্যাদি।	• হাতের লেখা • স্বপঠন ও স্বলিখন • ছবি দেখে লেখা • মানস মানচিত্র • ভিত্তি পাঠ

বাংলা ক্লাস পরিচালনার তিনটি ধাপ (প্রতিদিন সমান্তরালভাবে চলবে। সময় প্রয়োজনে পরিবর্তন হতে পারে। কাজ চলাকালীন ও শেষে মূল্যায়নের জন্য ৫ মিনিট সময় থাকবে)।

প্রথম কাজ	দ্বিতীয় কাজে (ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ)	তৃতীয় কাজ (লেখার কাজ)
১০ মিনিট (পরে কমে আসবে)	১৫ মিনিট	১০ মিনিট
ছড়া / গল্প কিশলয়ের ১ -৬ পৃষ্ঠা শিখন পঠনসম্ভার ১ -৭ পৃষ্ঠা এছাড়াও সহজ পাঠের ছড়া, গল্প এবং প্রয়োজনে শিক্ষিকা-শিক্ষক অতিরিক্ত ছড়া / গল্প বলতে পারেন।	আনুষঙ্গিক কাজ	আঁকিবুঁকি কিশলয়ের ১ -৬ শিখনসম্ভার ৬৩ - ৬৪ পৃষ্ঠা
	এসো বর্ণ চিনি কিশলয়ের ৭ - ৩৯ পৃষ্ঠা শিখনসম্ভার ৮ -১০ পৃষ্ঠা	এসো বর্ণ চিনি (হাতের লেখা) কিশলয়ের ৭ - ৩৯ পৃষ্ঠা শিখনসম্ভার ৬৫ - ৭২ পৃষ্ঠা
	বর্ণমালা কিশলয়ের ৪০ - ৪১ পৃষ্ঠা শিখনসম্ভার ১২ -২০ পৃষ্ঠা এবং ১০-১১ পৃষ্ঠা (যে কোন বর্ণমালার ছড়া ব্যবহার করা যেতে পারে) সহজ পাঠ ৩ -১২ পৃষ্ঠা	বর্ণমালা শিখনভার ৭৩ - ৮১ পৃষ্ঠা
	স্বরচিহ্নহীন শব্দ কিশলয়ের ৭ -৩৯ পৃষ্ঠা শিখনসম্ভার ২১ - ২৭ পৃষ্ঠা	স্বরচিহ্নহীন শব্দ (হাতের লেখা) শিখনসম্ভার ৮২ - ৮৮ পৃষ্ঠা

	স্বরচিহ্নহীন বাক্য কিশলয় ১ , ৪২ - ৪৩ পৃষ্ঠা শিখনসম্ভার ২৬-২৭ পৃষ্ঠা	স্বরচিহ্নহীন বাক্য (হাতের লেখা) কিশলয় ৪২ -৪৩ পৃষ্ঠা শিখনসম্ভার ২১ -২৭ পৃষ্ঠা থেকে শ্রুতিলিখন দেওয়া যেতে পারে।
	স্বরচিহ্ন যুক্ত শব্দ ও বাক্য (া আ-কার যোগে বাক্য) কিশলয় ৪৪ -৪৫ পৃষ্ঠা নিজে পড়ো পাঠ একক ১৮ নিজে করো -২ সহজ পাঠ শিখন সম্ভার ২৮ -২৯ পৃষ্ঠা (া আ-কার যোগে শব্দ)	স্বরচিহ্ন যুক্ত শব্দ ও বাক্য (লেখা) (া আ-কার যোগে বাক্য লেখার কাজ) কিশলয় পৃষ্ঠা ৪৪, শ্রুতিলিখন / পড়ে শিখনসম্ভার পৃষ্ঠা ৮৯, নমুনা১ (সামর্থ্য- শিক্ষিকা-শিক্ষক পড়াবেন, শিশুরা মেলাবে, নিজেরা পড়বে, বই বন্ধ করে মনে রেখে লিখবে ও মেলাবে)
		বই বন্ধ করে মনে করে লেখার কাজ ও নিজে করো - ২
	(ে-একার যোগে বাক্য) কিশলয় ৪৬ -৪৭ পৃষ্ঠা নিজে পড়ো পাঠ একক ১৯ নিজে করো ৩ (ে-একার যোগে শব্দ) শিখন সম্ভার ৩০ -৩১ পৃষ্ঠা	ে-একার যোগে বাক্য (লেখার কাজ) কিশলয় ৪৬ পৃষ্ঠা, শ্রুতিলিখন/পড়া মনে রেখে লেখার কাজ ও নিজে করো ৩ ে-একার যোগে শব্দ (লেখার কাজ) শিখন সম্ভার পৃষ্ঠা ৮৯, নমুনা -৭ (সামর্থ্যে-আগের মত)
	(ি- ই-কার / ী-ঈ-কার যোগে বাক্য) কিশলয় ৪৮ - ৪৯ পৃষ্ঠা নিজে পড়ো পাঠ একক ২০ নিজে করো ৪ (ি-ই-কার ও ী -ঈ-কার যোগে শব্দ) শিখন সম্ভার ৩২ - ৩৪ পৃষ্ঠা	ি-ই-কার ও ী-ঈ-কার যোগে বাক্য (লেখার কাজ) কিশলয় ৪৮ শ্রুতিলিখন/পড়ে মনে রেখে লেখার কাজ ও নিজে করো ৪ ি-ই-কার ও ী-ঈ-কার যোগে শব্দ (লেখার কাজ) শিখন সম্ভার ৮৯ পৃষ্ঠা, নমুনা ২, ৩
	(ু-উ-কার ও ূ - ঊ-কার যোগে বাক্য) কিশলয় ৫০ -৫১ পৃষ্ঠা নিজে পড়ো পাঠ একক ২১ নিজে করো ৫	-উ-কার ও ূ-ঊ-কার যোগে বাক্য (লেখার কাজ) কিশলয় ৫০ পৃষ্ঠা, শ্রুতিলিখন/পড়ে মনে রেখে

	(ু-উ-কার ও ূ-উ-কার যোগে শব্দ) শিখন সম্ভার ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা, ৩৭ পৃষ্ঠা আংশিক	লেখার কাজ ও নিজে করো ৫ ু- উকার ও ূ-উ-কার যোগে শব্দ (লেখার কাজ) শিখন সম্ভার ৮৯ পৃষ্ঠা, নমুনা ৪৫
	(ো-ও-কার যোগে বাক্য) কিশলয় ৫২-৫৩ পৃষ্ঠা নিজে পড়ো পাঠ একক ২২ নিজে করো ৬ (ো-ও-কার যোগে শব্দ) শিখন সম্ভার ৩৮ পৃষ্ঠা	ো - ও-কার যোগে বাক্য (লেখার কাজ) কিশলয় ৫২ পৃষ্ঠা, শ্রুতিলিখন / পড়ে মনে রেখে লেখার কাজ ও নিজে করো ৬ ো -ও -কার যোগে শব্দ (লেখার কাজ) শিখন সম্ভার ৯০ পৃষ্ঠা, নমুনা ৯
	ৈ-ঐ-কার ও ৌ-ঔ-কার যোগে বাক্য কিশলয় ৫৪ পৃষ্ঠা, নিজে পড়ো পাঠ একক ২৩, নিজে করো ৭ ৈ-ঐ-কার ও ৌ-ঔ-কার যোগে শব্দ শিখন সম্ভার ৩৯ পৃষ্ঠা ঔকার যোগ অংশ এবং ৪০ পৃষ্ঠা	ৈ-ঐ-কার ও ৌ-ঔ-কার যোগে বাক্য (লেখার কাজ) কিশলয় ৫৪ পৃষ্ঠা শ্রুতিলিখন/পড়ে মনে রেখে লেখার কাজ ও নিজে করো ৭ ৈ-ঐ-কার ও ৌ-ঔ-কার যোগে শব্দ (লেখার কাজ) শিখন সম্ভার ৯০ পৃষ্ঠা, নমুনা ৯
	ঋ-কার যুক্ত অংশ কিশলয় ৫৫ পৃষ্ঠা নিজে পড়ো পাঠ একক ২৪ নিজে করো ৮ (ৃ-ঋ-কার যোগে শব্দ) শিখন সম্ভার ৩৭ পৃষ্ঠা	কিশলয় ৫৫ পৃষ্ঠা শ্রুতিলিখন / পড়ে মনে রেখে লেখার কাজ ও নিজে করো ৮ ৃ-ঋ-কার যোগে শব্দ (লেখার কাজ) শিখন সম্ভার ৯০ পৃষ্ঠা, নমুনা ৬
	চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যোগে কিশলয় ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা নিজে পড়ো পাঠ একক ২৫ নিজে করো ৯ শিখন সম্ভার ৪১ পৃষ্ঠা	চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যোগে কিশলয় ৫৬ পৃষ্ঠা শ্রুতিলিখন / পড়ে মনে রেখে লেখার কাজ ও নিজে করো ৯
	সব স্বরচিহ্ন যোগে কিশলয় ৪৪-৫৭ পৃষ্ঠা নিজে পড়ো পাঠ একক ১৮-২৫ একত্রে শিখন পঠন সম্ভার ৪২-৫৩ পৃষ্ঠা সহজ পাঠ	যে কোন রকম লেখার কাজ শিখন সম্ভার ৯১ -৯৫ পৃষ্ঠা এবং পড়ে মনে রেখে লেখার কাজ ৫২-৫৬ পৃষ্ঠা

	কিশলয় নিজে পড়ো ১০ থেকে পড়ার পূর্বে শিখন সম্ভারে স্বপঠনের অংশটি ৯৬-১১০ পৃষ্ঠা (সামর্থ্য ভিত্তিক পাঠ) ও স্বলিখনের ১১১-১১৪ পৃষ্ঠা শিক্ষক মহাশয় করিয়ে নিতে পারেন	
	কিশলয় ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠা নিজে পড়ো পাঠএকক ২৬ 'বোলপুরে রবি'	শিখন সম্ভার ১১৫ পৃষ্ঠা
	কিশলয় ৬০ পৃষ্ঠা নিজে পড়ো পাঠ একক ২৭ 'ছুটি'	শিখন সম্ভার ১১৬-১১৯ পৃষ্ঠা
	কিশলয় ৬১-৬২ পৃষ্ঠা নিজে পড়ো পাঠ একক ২৮ 'দুখু মিঞা'	শিখন সম্ভার ১১৯-১২০ পৃষ্ঠা
	কিশলয় ৬৩ পৃষ্ঠা নিজে পড়ো পাঠ একক ২৯ 'ভোর হল'	শিখন সম্ভার ১২১-১২২ পৃষ্ঠা
	কিশলয় ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা নিজে পড়ো পাঠ একক ৩০ 'মহুয়া তলার মাঠ'	শিখন সম্ভার ১২২-১২৫ পৃষ্ঠা

* সহজ পাঠের কোন অংশটি কখন শিক্ষক মহাশয় পড়াবেন তা তাকে ভেবে নিতে হবে।

লক্ষণীয় বিষয়

১. কিশলয় সামর্থ্যগুলিকে ভেঙ্গো শিখন-সম্ভারে ছোটো ছোটো সামর্থ্যে ভাগ করা হয়েছে। সুতরাং যেখানে প্রয়োজন সেখানে আগে কিশলয় করিয়ে শিখন-সম্ভারে যাওয়া যেতে পারে অথবা কিশলয়ের বড় সামর্থ্য অর্জনের জন্য আগে শিখন-সম্ভারে ছোট সামর্থ্য অর্জন করিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

২. ছড়া / গল্প থেকে ধ্বনি বিশ্লেষণ, ধ্বনি থেকে বর্ণ চেনা ও তা দিয়ে শব্দ গড়া বা শব্দ থেকে বর্ণ চেনার কাজ প্রতিটি ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে।

৩. ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরচিহ্ন যোগ হলে কোনদিকে বসে এবং কি উচ্চারণ হবে, এই অভ্যাসের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। যেমন - শিখন সম্ভার ৪২-৪৪ পৃষ্ঠা, এই কাজটি ঠিকমত হলে স্বরচিহ্নযুক্ত শব্দ পড়ার কাজটি অনেক সহজ হয়ে যায়।

৪. কিশলয়ের 'নিজে পড়ো' বা শিখন-সম্ভারে ভিত্তিপাঠ যখন শিশু পড়বে তখন সে যেন শব্দের বানান মনে মনে করে মুখে একবার উচ্চারণ করে তার উপর জোর দিতে হবে। এই অভ্যাস স্বরচিহ্ন শব্দ পড়ার সময় থেকে করানো যেতে পারে।

৫. স্বনির্ভরভাবে লেখার পূর্বে মুখে মুখে বার বার শব্দ ও বাক্য বলানো প্রয়োজন।

বাংলা
শ্রেণি --দ্বিতীয়
কিশলয় ও সম্ভারের যোগসূত্র

কিশলয় পাঠ একক	পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা সংখ্যা	সম্ভারের পৃষ্ঠা সংখ্যা
ছড়া	১-২	-
পিঁপড়ে ও ফড়িং	৩-৪	-
আনন্দবাবুর মস্ত বাগান	৫-৬	১-৪, ৭৯,৮০
মাকড়সার জালে	৭-৮	৫-৭, ৮০-৮২
খুকি ও কাঠবেরালি	৯-১০	৮-১০, ৮৩
নেমন্তন্ন	১১-১২	১১-১৩, ৮৩,৮৪
পরিবেশ ও আমরা	১৩-১৪	১৪-১৬, ৮৫,৮৬
হিংসার ফল	১৫-১৬	১৭-১৯, ৮৬,৮৭
আসল কথা	১৭-১৮	২০-২৩
হরিণের সিং	১৯-২০	২৪-২৭,৮৮
দর্জি ও জাদুকর	২১-২২	২৮-৩১
কৃষ্ণনগর	২৩-২৪	৩২-৩৫, ৮৯,৯০
শ্যাম ময়রার প্রথম জিলিপি	২৫-২৬	৫০-৫৩, পূর্বপাঠ
পিকনিক	২৭-২৮	৩৯-৪১
কারখানা	২৯-৩০	৪২-৪৪
খেলার মাঠ	৩১-৩২	৪৫-৪৭, ৯৩,৯৪
আমার মা	৩৩-৩৪	৪৮,৪৯,৯১-৯২
আমরা করব জয়	৩৫-৩৬	৩৬-৩৮, ৯১,৯২
আকাশে ওড়া	৩৭-৩৮	৫৪,৫৫,৯৫
তপোবন	৩৯-৪০	৫৬-৫৯
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৪১-৪৩	৬০-৬২, ৯৫,৯৬
দুর্গার মুক্তি	৪৪-৪৫	৬৬-৬৮, ৯৬
কাঁদুনি	৪৬-৪৭	৬৩-৬৫
পরেশনাথ পাহাড়ের ঢালে	৪৮-৪৯	৬৯-৭১
এ কেমন খেলা	৫০-৫২	৭২-৭৫
সুস্থ শরীর সুস্থ মন	৫৩-৫৫	—
দুই বন্ধু	৫৬	—
চাষ করি আনন্দে	৫৮-৫৯	৭৬,৭৭
১. ফাল্গুন, ২. খুড়োর কান্ড	৬০	—
হাতের লেখা	—	৭৯-৯৬ (প্রত্যেক পাঠের শেষে করবে)
শিখন-সম্ভারে হাতের লেখা অংশে প্রধান প্রধান যুক্তাক্ষরগুলোর লেখার অভ্যাসের কাজ দেওয়া আছে। অন্যান্য / একই ধরণের যুক্তাক্ষরগুলো হাতের লেখার কাজ খাতায় করানো প্রয়োজন।		
স্বপঠন ও স্বলিখন		৯৮-১১৪

গণিত

শ্রেণি -- প্রথম ও দ্বিতীয়

গণিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে যে কোন সামর্থ্যকে অর্জন করতে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করতে হবে :

-- প্রথমত 'মূর্ত' অথবা 'বাস্তববস্তুর' ব্যবহার, যেমন - বীজ, কাঠি ইত্যাদি যে কোন আঞ্চলিক ভাবে সংগৃহিত বস্তু

-- দ্বিতীয়ত 'অর্ধমূর্ত' অথবা 'আধাবাস্তব বস্তুর' ব্যবহার, যেমন- ছবির কার্ড, যে কোন সংখ্যক বস্তুর ছবি বিশিষ্ট কার্ড / চার্ট

-- আর সর্বশেষে উত্তীর্ন হতে হবে প্রতীকের জগতে অর্থাৎ 'সংখ্যার' জগতে

শিক্ষার্থীদের কিছু দুরূহ সামর্থ্যকে অর্জন করানোর উদ্দেশ্যে শিখন সম্ভারে অনুশীলনের সুযোগ করা আছে,

-- স্থানীয় মানের ধারণা

-- ঊনবিশিষ্ট সংখ্যার ধারণা

-- সমস্যার অঙ্কে বিশেষ ভাষা প্রয়োগের ধারণা

-- বারংবার যোগের মাধ্যমে গুণের ধারণা

-- বারংবার বিয়োগের মাধ্যমে ভাগের ধারণা

-- ভাগশেষের ধারণা

-- ভগ্নাংশের ধারণা

-- পরিমাপের এককগুলির আন্তরূপান্তর (Interchange)

-- দৈনন্দিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণিতকে প্রয়োগ করতে পারার ধারণা, যেমন -- টাকা-পয়সা, সেকেন্ড-মিনিট-ঘন্টা, সপ্তাহ-মাস-বছর।

শিখন সম্ভার প্রথম শ্রেণির নির্দেশিকা

গণিত

➤ শিক্ষিকা-শিক্ষক নির্দেশিকা – পৃ ৪,৫,৬

সামর্থ্য – গণনা করতে পারা

উপকরণ – মূর্ত – কাঠি, বীজ

অর্ধমূর্ত – ছবির কার্ড –
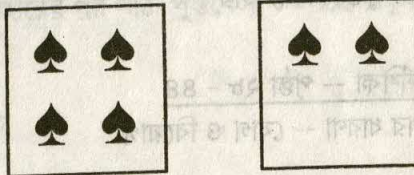
পদ্ধতি –

- পকেট বোর্ডে উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষক কর্তৃক বড়োদলে উপস্থাপন,
- কিছু শিক্ষার্থী দ্বারা পুনরায় উপস্থাপন,
- বীজ / কাঠি -- কার্ড মিলিয়ে, ছোটোদলে কর্মপত্র সমাধান

➤ **নব গণিত মুকুল পৃষ্ঠা ঃ ৯ -১৭, নির্দেশিকা -- পৃঃ ৭ -১০**

সামর্থ্য -- গণনা, সংখ্যার পরিচিত অর্জন করতে পারা

উপকরণ -- ✦ **সংখ্যার ছড়া (উদাহরণ সংযোজন --৫)**
✦ ছবির কার্ড, সংখ্যা কার্ড

পদ্ধতি--

- পকেটবোর্ডে ছবির কার্ডের সঙ্গো সংখ্যাকার্ড মিলিয়ে শিক্ষক কর্তৃক বড়োদলে উপস্থাপন
- সংখ্যা লেখার পদ্ধতির প্রতি ব্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষক কর্তৃক নির্দেশ
- ছোটোদলে কার্ডে ছবির সংখ্যার সঙ্গো সংখ্যা কার্ড মিলিয়ে পাঠ্যপুস্তকে / খাতায় / কর্মপত্রে অনুশীলন।

➤ **নব গণিত মুকুল পৃঃ ১৮-২২, নির্দেশিকা -- পৃঃ ১৬ -২২**
সামর্থ্য -- সংখ্যার ক্রমের ধারণা
উপকরণ -- ছবির কার্ড, সংখ্যার কার্ড

পদ্ধতি --

- পকেটবোর্ডে সংখ্যার কার্ডের গুচ্ছ থেকে ক্রমানুযায়ী শিক্ষক প্রথমে ও পরে কিছু শিক্ষার্থী কর্তৃক বড়োদলে উপস্থাপন
- ছোটোদলে কার্ডের গুচ্ছ দিয়ে, পাঠ্য পুস্তক / কর্মপত্র / খাতায় অনুশীলন

বিঃ দ্রঃ - নিরাময়মূলক শিখনের জন্য ছবির কার্ড ও কাঠির ব্যবহার

➤ **নব গণিত মুকুল - পৃঃ ২৩-২৪ নির্দেশিকা -- পৃষ্ঠা ২৩-২৮**
সামর্থ্য -- ✦ সংখ্যার তুলনামূলক ধারণা অর্জন করতে পারা। (সমান – অসমান সংখ্যা, বৃহত্তর – ক্ষুদ্রতর সংখ্যা)।
✦ চিহ্নের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে পারা।
একাধিক সংখ্যার ব্যবধান নির্ণয়ের ধারণা।
উপকরণ-- সংখ্যার কার্ড, চিহ্নের কার্ড, ছবির কার্ড

পদ্ধতি --

- পকেটবোর্ডে সম ও অসম সংখ্যক ছবির কার্ডের মাঝে চিহ্নের কার্ডের ব্যবহার
- পকেটবোর্ডে সম ও অসম সংখ্যার কার্ডের মাঝে চিহ্নের কার্ডের ব্যাবহার
- ব্ল্যাকবোর্ডে অনুরূপ সমস্যার সমাধান
- ছোটোদলে কার্ড, কর্মপত্রের ও পাঠ্য পুস্তকের ব্যবহার

➤ **নবগণিত মুকুল পৃঃ ২৯-৪৯, নির্দেশিকা -- পৃষ্ঠা ২৮ - ৪৪**
সামর্থ্য -- গাণিতিক প্রক্রিয়া ও তার প্রয়োগের ধারণা -- যোগ ও বিয়োগ
পদ্ধতি -

- যে কোন বাস্তববস্তুর ব্যবহার
- ছবি ও কার্ড পকেটবোর্ডে ও ব্ল্যাকবোর্ডে ব্যবহার করে শিক্ষক ও কিছু শিক্ষার্থী কর্তৃক বড়োদলে উপস্থাপন
- ছোটোদলে অনুরূপ কাজের অনুশীলন ও কর্মপত্র / পাঠ্যপুস্তক অনুশীলন

বিঃ দ্রঃ -- যোগ ও বিয়োগ পদ্ধতি যে পরস্পরের পরিপূরক তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করানো।

➤ **নব গণিত মুকুল পৃঃ -৫৪-৬৯, নির্দেশিকা --পৃষ্ঠা : ৪৫ - ৬৭**

সামর্থ্য : দুই অঙ্কের সংখ্যায় 'স্থানীয় মানের ' ধারণা।

দুই অঙ্কের যে কোন সংখ্যার বিভিন্ন ধর্মের অনুশীলন।

উপকরণ : সংখ্যার নাম ও জানালা কার্ড, হ্যানয় টাওয়ার, শতকিয়ার চার্ট

পদ্ধতি :

- পাঠ একক বিশেষে শতকিয়ার বড় নামের চার্ট এবং হ্যানয়টাওয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে (বড়োদলে উপস্থাপন)
- শতকিয়া চার্টের প্রতিটি সারি (Row) এবং কলামের (Column) তাৎপর্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন
- ছোটোদলে হ্যানয়টাওয়ার ও বিশেষ কার্ড ব্যবহারের পর পাঠ্য পুস্তকে / কর্মপত্রে অনুশীলন

➤ **নব গণিত মুকুল পৃঃ ৭২ -৭৩, নির্দেশিকা - পৃষ্ঠা ৬৮ -৭৬**

সামর্থ্য -- টাকা --পয়সা ব্যবহারের ধারণা

উপকরণ -- নকল টাকাপয়সা (কয়েন)

পদ্ধতি --

- প্রতিটি প্রচলিত কয়েন (মডেল) , নকল টাকা-পয়সার সঙ্গো পরিচিতি ঘটাতে শিক্ষকের বড়োদলে উপস্থাপন
- ছোটো দলে 'দোকান-বাজার' খেলার ছলে টাকা - পয়সার ব্যবহার

শ্রেণি -- দ্বিতীয়

➤ **নব গণিত মুকুল পৃঃ ৫,৬ নির্দেশিকা পৃষ্ঠা - ১ -৭**

সামর্থ্য : ✦ স্থানীয় মানের ধারণা প্রয়োগ করতে পারা, দুই অঙ্কের সংখ্যার জন্য

✦ সংখ্যার নাম শুনে বানান করে লিখতে পারা, দুই অঙ্কের সংখ্যার জন্য

উপকরণ : চার্ট -- ✦ সংখ্যা ও সংখ্যার নামের বানান সহ

✦ হ্যানয় টাওয়ার,

পদ্ধতি :-

- শতকিয়ার বড় নামের চার্ট এবং হ্যানয়টাওয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে বড়োদলে উপস্থাপনা
- শতকিয়ার চার্টে প্রতিটি সারি (Row) এবং কলামের (Column) তাৎপর্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন
- ছোটোদলে হ্যানয় টাওয়ার ও কার্ড ব্যবহারের পর পাঠ্য পুস্তকে / কর্মপত্রে অনুশীলন

➤ **নির্দেশিকা : পৃঃ ৮,**

সামর্থ্য :- ধাপে ধাপে যোগ করতে পারা

উপকরণ :- কাঠি / বীজ, পকেটবোর্ড

➤ **নবগণিত মুকুল পৃঃ ৭ -৮ , নির্দেশিকা - পৃঃ ৯ -১০**

সামর্থ্য - সংখ্যার ধর্মের ধারণা

আগের , পরের মাঝের সংখ্যা

সংখ্যার ক্রম

উপকরণ – সংখ্যার কার্ড

পদ্ধতি : -

পকেটবোর্ডে সংখ্যার কার্ডের গুচ্ছ থেকে ক্রমানুযায়ী প্রথমে শিক্ষক কর্তৃক ও পরে কিছু শিক্ষার্থী কর্তৃক বড়োদলে উপস্থাপন
- ছোটোদলে কার্ডের গুচ্ছ দিয়ে পাঠ্য পুস্তক / কর্মপত্রে / খাতায় অনুশীলন।

➤ নব গণিত মুকুল পৃঃ ২২, নির্দেশিকা পৃঃ ১১
সামর্থ্য : সংখ্যা ও অঙ্কের পার্থক্য, দুই অঙ্কের সংখ্যার জন্য
উপকরণ : এক অঙ্কের সংখ্যাকার্ড, পকেটবোর্ড
পদ্ধতি :

কার্ডের গুচ্ছ থেকে যে কোনো এক অঙ্কের সংখ্যা কার্ড পকেটবোর্ডে ব্যবহার করে দুই অঙ্কের সংখ্যা বানানোর অনুশীলন বড়োদলে প্রথমে শিক্ষক ও পরে শিক্ষার্থী কর্তৃক
- ছোটোদলে কার্ডের গুচ্ছ থেকে দুইটি / তিনটি / চারটি কার্ড ব্যবহার করে দুই অঙ্কের সংখ্যা গঠন মেঝেতে, পরে কর্মপত্রে অনুশীলন।

➤ নির্দেশিকা পৃঃ ১২
সামর্থ্য : একক / দশকে ভেঙে যোগ করতে পারা
পদ্ধতি :

যোগ করতে হবে এমন সংখ্যা গুলোকে একক-দশকে ভেঙে লিখে, একক- এককে ও দশক-দশকে যোগ করে অবশেষে যোগফল নির্ণয়।

➤ নব গণিত মুকুল পৃঃ ১৯ - ২৪, নির্দেশিকা পৃঃ ১৩ - ২৩
সামর্থ্য : তিন অঙ্কের সংখ্যার সামর্থ্য সামগ্রিক ধারণা
উপকরণ : এক অঙ্কের সংখ্যাকার্ড, হ্যানয়টাওয়ার
পদ্ধতি : দুই অঙ্কের সংখ্যার মত

➤ নব গণিত মুকুল পৃঃ ২৬ -৩০, নির্দেশিকা পৃঃ ২৪ -২৮
সামর্থ্য : চার অঙ্কের সংখ্যার স্থানীয় মানের ধারণা
উপকরণ : এক অঙ্কের সংখ্যা কার্ড, হ্যানয়টাওয়ার
পদ্ধতি : দুই অঙ্কের সংখ্যার মত

➤ নব গণিত মুকুল পৃঃ ৩১ - ৩২, নির্দেশিকা পৃঃ ২৯ -৩৭
সামর্থ্য : একই অঙ্কে, সমস্যার অঙ্কে
যোগ ও বিয়োগ উভয় প্রক্রিয়া প্রয়োগের ধারণা
উপকরণ ও পদ্ধতি ঃ দুই অঙ্কের সংখ্যার মত

➤ নব গণিত মুকুল পৃঃ ৪৭ -৫৪, নির্দেশিকা পৃঃ ৩৮ -৫৪
সামর্থ্য : গুণের ধারণা অর্জন করতে পারা
উপকরণ : কাঠি, বীজ, ছবির কার্ড

পদ্ধতি : একই সংখ্যক কাঠি / বীজ বারবার করে গুণফলে উপনীত হওয়া।

➤ নব গণিত মুকুল পৃঃ ৫৫ -৭১, <u>নির্দেশিকা</u> পৃঃ ৩৯ -৫৮

সামর্থ্য : ভাগের ধারণা অর্জন করতে পারা

উপকরণ : কাঠি / বীজ, ছবির কার্ড

পদ্ধতি :

এক একটি ছোটোদলে কাঠি / বীজের গুচ্ছ বন্টন

প্রত্যেক গুচ্ছ থেকে সমসংখ্যক ভাবে দলের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বিতরণের নির্দেশ

প্রতি ছোটোদলের শিক্ষার্থী সংখ্যা -- ভাজ্য

এক একজনের সংগ্রহে -- ভাগফল

এইরূপে পরিবেশনার পর ছবির কার্ডের ব্যবহার ও শেষে সংখ্যার সাহায্যে ব্ল্যাক বোর্ডে পরিবেশন।

➤ নব গণিত মুকুল পৃঃ ৭৩ -৭৫, <u>নির্দেশিকা</u> পৃঃ ৫৯ - ৬৩

সামর্থ্য : ভগ্নাংশের ধারণা অর্জন করতে পারা

উপকরণ : সমানভাবে ভাগে ভাঁজ করা কাগজের টুকরো

➤ নব গণিত মুকুল পৃঃ ৩৪ -৩৭, <u>নির্দেশিকা</u> পৃঃ ৬৪ -৬৯

সামর্থ্য : পরিমাপকের এককের রূপান্তর (কিমি -- মিঃ -- সেমি)

উপকরণ : মিটার স্কেল, সেমি স্কেল

➤ <u>নির্দেশিকা</u> পৃঃ ৭১ -৭৫, নব গণিত মুকুল পৃঃ ৭৯ -৮১

সামর্থ্য : সময়ের ধারণা অর্জন করতে পারা

উপকরণ : ঘড়ির মডেল

পদ্ধতি :

ঘড়ির মডেলের কাঁটা ঘুরিয়ে ঘন্টা ও মিনিটের ধারণার শিক্ষক কর্তৃক উপস্থাপন বড়োদলে

- ছোটোদলে হাতে কলমে কাজ ও কর্মপত্রে সমাধান।

➤ নব গণিত মুকুল পৃঃ ৭৫ -৭৮, <u>নির্দেশিকা</u> পৃঃ ৭৬ -৭৭

সামর্থ্য : টাকাপয়সা ব্যবহারের ধারণা

উপকরণ : নকল টাকাপয়সা (কয়েন)

পদ্ধতি :

প্রতিটি প্রচলিত কয়েন, নকল টাকা -পয়সার সঙ্গো পরিচিতি ঘটাতে শিক্ষকের বড়োদলে উপস্থাপন

-ছোটোদলে 'দোকান-বাজার' খেলার ছলে টাকা পয়সার ব্যবহার হবে।

পরিবেশ পরিচিতি
প্রথম শ্রেণি

১. পরিবেশ পরিচিতিতে প্রথম ৩ মাস মৌখিক। মৌখিক কাজের ক্ষেত্রে জানা অজানা তথ্যের সংযোগ রচিত হবে বড়োদলে প্রশ্নোত্তর ও ছোটোদলে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে। (শিক্ষক নির্দেশিকা অংশে পরিবার প্রসঙ্গে নমুনা দেওয়া আছে)

২. পরিবেশে পরিদর্শন, কর্মপত্র এবং ডায়েরি পরস্পর সম্পর্কিত। পরিদর্শনজাত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটবে কর্মপত্রে। নতুন তথ্য দিনাঙ্ক দিয়ে ডায়েরিতে লিখবে (অবশ্যই লেখার সামর্থ্য অর্জিত হওয়ার পর)। যে ক্ষেত্রে পরিদর্শন অসম্ভব সেক্ষেত্রে বড়ো চার্ট পরিদর্শনের ভূমিকা পালন করবে।

৩. পরিবেশ পরিচিতির ছড়া ও গল্প শিশুরা সাবলীলভাবে বলবে। আবেগ নয়, তথ্য সম্ভার বৃদ্ধি ছড়া ও গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৪. Activity corner এ শিশুরা সপ্তাহে দুদিন বিদ্যালয়ে বসে কাজ করবে। উদ্দেশ্য :
   - ক। মুক্তির আনন্দ উপভোগ,
   - খ। সৃজনশীলতার প্রকাশ,
   - গ। প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি।

Activity Corner-এর কাজগুলো শিশুর নাম সহ বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করা হবে।

পর্যবেক্ষণ ও সহায়তা

- প্রতিটি জেলায় যেখানে সমন্বিত শিখন উন্নয়ন কর্মসূচি (ILIP) চলছে সেখানে একই CLRC-র অন্তর্গত ILIP বিদ্যালয়ে গিয়ে শ্রেণি পরিচালনা পর্যবেক্ষণ।
- প্রয়োজনে একই CLRC র মধ্যে কোন ILIP বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা-শিক্ষক দ্বারা শ্রেণি পরিচালনার প্রয়োগ পদ্ধতি প্রদর্শন।
- প্রতি মাসে অন্তত একবার একই CLRC র অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষিকা-শিক্ষক, সম্পন্ন শিক্ষক ও জেলার গবেষক ও KRP দের মতামত বিনিময় কর্মশালায় অংশগ্রহণ।
- CLRC তে শ্রেণি পরিচালনার বিষয়ে আলোচনার সময় শিক্ষিকা-শিক্ষকরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের অসুবিধার সংশোধন।
- প্রয়োজনে এই CLRC তে আলোচনার সময় শিক্ষিকা-শিক্ষকের দ্বারা TLM প্রস্তুতি ও প্রয়োগ নিয়ে মতের আদান প্রদান
- বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণের ফলে পিছিয়ে পড়া শিশু সনাক্তকরণ করে অবরবিদ্যালয় পরিদর্শক ও RT রা নিরাময়মূলক কাজের মাধ্যমে এই শিশুদের শিখন মান উন্নয়নের সহায়তা প্রদান।
- বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণের ফলে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিখনমান সমপর্যায়ে উন্নীতকরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন' ডি কে ৭/১, সেকটর ২, বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

☎ ৯১-৩৩-২৩৩৪ ৮৯৮৩, ৯১-৩৩-২৩২১ ১২০১/২ wbbp_secretary@yahoo.co.uk

নং ১০১৭ (১৯) বিপিই/২০০৫ তারিখ - ০২/০৮/২০০৫

সভাপতি,
মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ

বিষয় : ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিকে ব্যবহার্য মূল্যায়ন-নির্দেশিকা প্রেরণ সংক্রান্ত

মহাশয় / মহাশয়া,

উপর্যুক্ত বিষয়ের উল্লেখ করে যথানির্দেশ জানানো যাচ্ছে যে, ২০০৩ এ প্রাথমিকের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পুনর্নবীকৃত হয়েছে এবং উক্ত পুস্তিকায় মূল্যায়ন সম্পর্কিত নির্দেশিকাও সংযোজিত হয়েছে। ইতিমধ্যে আর.আই.ই, (Regional Institute of Education) ভুবনেশ্বরের (এন.সি.আর.টির অধীনস্থ সংস্থা) বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা এবং বিভিন্ন জেলায় মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা ইত্যাদির ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম পাঠ্যসূচিতে নির্দিষ্ট মূল্যায়ন-নির্দেশিকায় কিছু সংশোধন, সংযোজন এবং পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে।

মূল্যায়ন-নির্দেশিকার সংশোধিত রূপটি আপনার জেলার সমস্ত বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য পাঠানো হচ্ছে।

পরবর্তীতে মূল্যায়ন সহ সঠিকভাবে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কিত অভিমুখীকরণের পরিকল্পনা রয়েছে পর্ষদের। যথাসময়ে এ বিষয় সম্বন্ধে জানানো হবে।
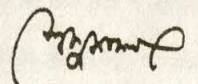
নমস্কারান্তে,

সংলগ্ন : মূল্যায়ন নির্দেশিকার পরিমার্জিত কপি

ভবদীয়

[স্বাক্ষর]

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

পঞ্চম অধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

মূল্যায়ন নির্দেশিকা

ভূমিকা :

'প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বহিঃপরীক্ষা থাকবে না। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থীকে আটকে রাখা হবে না; সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে কাম্য উপযুক্ততা অর্জনের জন্য কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণিতে এক বছর রাখা যেতে পারে।' উপরের ওই সাংবিধানিক নির্দেশ দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিককে নির্দেশ করে — (১) প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিগুলিকে পৃথকভাবে না দেখে একটি পর্যায় হিসাবেই দেখা হয়েছে (২) প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতার লক্ষ্যপূরণ। প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গো সঙ্গো কাঙ্খিত মানকে অক্ষুন্ন রাখাও জরুরি হয়ে পড়ে। সে জন্যই 'পরীক্ষা' ব্যবস্থার পরিবর্তে 'মূল্যায়ন' ব্যবস্থা পরিকল্পিত ও প্রচলিত হয়। শিক্ষাবিদগণের সিদ্ধান্তও এই যে ধারাবাহিক বা নিরবচ্ছিন্ন। ..... সার্বিক মূল্যায়ন এবং চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত আটকে না রাখা একটি বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ। যেহেতু আটকে না রাখা এবং ধারাবাহিক বা নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল, তাই ধারাবাহিক বা নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন হয়ে উঠেছে একটি অপরিহার্য বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় নির্বাচন এবং পঠন-পাঠন সামর্থ্য অর্জনের ধারণা গুরুত্ব পাবার সঙ্গো সঙ্গো মূল্যায়নকেও করতে হবে সামর্থ্যভিত্তিক। সংশোধনের বিষয়টিও একই রকম ভাবেই সামর্থ্যভিত্তিক হবে।

কিন্তু পরীক্ষা-নম্বর - পাশ- ফেল-প্রমোশন এবং লেখাপড়ায় ভালোমন্দ বিচারের এই ব্যবস্থা ইংরেজ আমল থেকেই চলে আসছে। এ অভ্যস্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার নতুন উদ্যোগকে মেনে নিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবক সকলের পক্ষেই একটি সময় লেগেছে প্রথম দিকে। ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের মন্তব্যও এ প্রসঙ্গো স্মরণীয়, শিক্ষকের সংখ্যাল্পতা এবং নতুন মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাবের ফলে এর সুফল সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে না। এমন অভিমতই তিনি প্রকাশ করেছিলেন। বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এ অবস্থার বেশ কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষত এন. সি. আর. টি'র সঙ্গো বিভিন্ন সময়ে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে এবং কর্মশালার মধ্য দিয়ে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের অভিমুখীকরণের আয়োজন করার ফলে এ বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে (১৯৮৬) বিদ্যালয়ে পরীক্ষা সংস্কার ও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে ধরা হয় এবং একে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। সমগ্র শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ফলে বহুবিধ কৃৎকৌশল এর সঙ্গো জড়িত এবং এর সঙ্গো শিক্ষিকা-শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমভাবাপন্ন ব্যক্তি, অভিভাবিকা-অভিভাবক এবং সমগ্র সমাজই যুক্ত হয়ে আছে।

মূল্যায়ন প্রধানত চারটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সেগুলি হল — তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, বিচার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সংগৃহীত তথ্যগুলি হবে যুক্তিপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য; আর শিক্ষার্থীর অগ্রগমনের জন্য উপকরণগুলি হবে সঠিক ব্যবহার্য আর প্রকৌশলগুলি হবে সুবিন্যস্ত, সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ হবে গুণগত মানোন্নয়ন নির্ভর; বিচার্য বিষয় হবে পঠন-পাঠন এবং করণীয় কর্মকান্ডের সামগ্রিক অংশগ্রহণনির্ভর। পরিণতিতে ক্রম (grading) নির্ধারণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের যাচাই।

যেহেতু প্রতিটি শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সঠিক পরিমাপ দরকার, সেজন্য মূল্যায়নের ফলাফল ঠিকমতো রাখা দরকার। কাজটি সময়সাধ্য এবং শ্রমসাধ্য। সেজন্য মূল্যায়নের মূল্য লক্ষ্য ঠিক রেখে তার প্রক্রিয়া ও তথ্য লিপিবদ্ধ করার কাজকে সহজ সরল করার চেষ্টা বারে বারে হয়েছে।

বলা বাহুল্য সঠিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার উপর অনেকটাই নির্ভর করে শিক্ষার্থীর, শিক্ষকের এবং সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষার গতিপথ নির্ধারণ।

প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

মূল্যায়ন কী ও তার প্রকৃতি :

পঠন-পাঠন এবং অন্যান্য কর্মনির্ভর বিষয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল মূল্যায়ন। শিক্ষা পরিকল্পনার শেষ এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মূল্যায়ন। শিক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিকল্পিত পঠন-পাঠন শেষে শিক্ষার্থীর আচার-আচরণে কতখানি সদর্থক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল, কাম্য সামর্থ্য কতটুকু অর্জিত হল, তা পরিমাপ করার পদ্ধতিকে শিক্ষা বিজ্ঞানে বলা হয় মূল্যায়ন। শিক্ষার অন্য অর্থ যদি

হয় তথ্য আহরণ ও তার যথাযথ পরিবেশন প্রয়াস, তাহলে মূল্যায়ন হল তার পর্যালোচনা, অর্থাৎ শিক্ষার অভিজ্ঞতা এবং তার ফলশ্রুতি। প্রকৃতপক্ষে শিখন-শেখানো একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া এবং এর পরিণতি হল মূল্যায়ন।

দীর্ঘ প্রচলিত পরীক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে এর। চিরাচরিত পরীক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে হল, শিশু শিক্ষার্থীর কেবল পুস্তক নির্ভর তথ্যের যাচাই। নম্বর দেবার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর স্তর বিন্যাস করা হয় — প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি স্থানাধিকারী বা পাশ-ফেল নির্ধারণ করা হয়। আর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পঠন-পাঠন শেষে অর্জিত সামর্থ্যের যাচাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনর্জিত সামর্থ্যের ঘাটতিপূরণ বা সংশোধনের বিষয়টি সম্পৃক্ত হয়ে থাকে।

শিক্ষা তো শুধু তথ্যকে জানা এবং সমস্যা সমাধানের বিষয় নয়, প্রকৃতপক্ষে শিশু শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রকেও প্রসারিত করা। মূল্যায়নের লক্ষ্যও হল তাই। উপরন্তু প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিশু মনের ওপর বিভিন্ন রকমের চাপ সৃষ্টি করে। একদিকে প্রাগ্রসর শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্থহীন গর্ববোধ জাগে এবং অন্য দুর্বল সহপাঠীর ওপর একটা অবহেলার ভাব। অন্যদিকে, কাম্য সামর্থ্য অর্জনে অক্ষম শিশু শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগে হীনম্মন্যতাবোধ।

মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার গুণগত মানকে সমুন্নত করার প্রয়াস। এ ক্ষেত্রেও নম্বর দেবার ভিত্তিতে মান (ক্রম বা গ্রেড) নির্ধারিত করা হয়ে থাকে (পরোক্ষ ক্রম নির্ধারণ - indirect grading)। কিন্তু তার ওপরই প্রাথমিক গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত সামর্থ্যের দুর্বলতা চিহ্নিত করে অনুশীলনের মাধ্যমে সেই দুর্বলতাগুলির সংশোধনের ব্যবস্থা করে সেগুলি দূর করে ক্রমোন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ায় হল উদ্দেশ্য।

একটি কথা, যে বিষয়ে মূল্যায়ন নেওয়া হল, সেই বিশেষ বিষয়ে চিহ্নিত করা দুর্বলতাগুলির সংশোধনই কিন্তু মূল্যায়নের শেষ কথা নয়, একটি শিশু শিক্ষার্থীর সেই বিষয়ের দুর্বলতাকে অবলম্বন করে সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থারই পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুপারিশ করার কথা। প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়নকে কেন্দ্র করেই সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা আবর্তিত হয়। সেগুলি হল, পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি (পঠন-পাঠন ও কর্মনির্ভর বিষয়), শিক্ষোপকরণ, পরিকাঠামোগত এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা, পাঠ্যগ্রন্থ, ও কর্মনির্ভর বিষয়ের নির্দেশিকা, শিক্ষিকা-শিক্ষকের যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিজেই।

বিজ্ঞান সম্মত মূল্যায়ন যে নিরবচ্ছিন্ন (ধারাবাহিক) — সার্বিক, সে বিষয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এর নিরবচ্ছিন্নতা ও সার্বিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক :

নিরবচ্ছিন্ন-সার্বিক মূল্যায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য :

নিরবচ্ছিন্ন-সার্বিক মূল্যায়নে শিক্ষিকা-শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, উভয়েই সক্রিয়ভাবে যুক্ত। একদিকে শিক্ষার্থী পঠন-পাঠন-নির্ভর বিষয় এবং করণীয় কর্মকান্ডে কুশলতা লাভের জন্য অতিনিবিষ্ট, অন্যদিকে শিক্ষিকা-শিক্ষক সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করার জন্য নতুন নতুন উপকরণ উদ্‌ভাবন ও তার প্রয়োগে রত থাকেন। প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়ন শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় — অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এতে স্ব-মূল্যায়নের আয়োজনও রাখতে হয়।

মূল্যায়ন কয়েকটি মূলনীতির উপর নির্ভরশীল — নমনীয়তা, কার্যকারিতা, দায়বদ্ধতা, সময়সীমা সম্পর্কে ধারণা এবং সুসংবদ্ধতার দক্ষতা সময়, পরিকাঠামো, প্রয়োজনীয়তা, মূল্যায়ন আয়োজনের সুবিধে এবং সংশোধন ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় ধরে মূল্যায়ন গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক বিদ্যালয়েই নমনীয়তা থাকা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর ভিত্তিতে মূল্যায়নের কার্যকারিতা নির্ভর করে। মূল্যায়ন, দুর্বলতা শনাক্ত করা এবং সংশোধনের ক্ষেত্রে শিক্ষিকা-শিক্ষককে পূর্ণ মাত্রায় দায়বদ্ধ থাকতে হবে। শিখন-শেখানো এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সীমাকে অনুসরণ করা অবশ্য প্রয়োজন। পরিশেষে যে বা যারাই এবং যে বিষয়টি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত, তার সামগ্রিক সংযোগই মূল্যায়নে যথার্থতা দিতে পারে।

মূল্যায়নের যথাযথ সংঘটনে শিক্ষিকা-শিক্ষকের করণীয় কার্যাবলী :

- মূল্যায়নের উপকরণ ও কৌশল নির্বাচন।
- নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন গ্রহণের সময়, স্থান ইত্যাদি।
- উন্নতমানের মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন তৈরী করা।
- উত্তর পত্রের মূল্যায়ন।

* শিক্ষার্থীদের ক্রম নির্ধারণ।
* গুণগত মান, সময় ধারাবাহিকতা ইত্যাদি অবলম্বন করে মৌখিক, লিখিত, দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ জাতীয় মূল্যায়ন গ্রহণ নির্দেশিকা, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া এবং মূল্যায়নের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন।
* প্রশ্নপত্রের ছক তৈরি করা।
* মূল্যায়ন পরিকল্পনার রূপায়ণ।
* মূল্যায়নের ফলাফলকে যথাযথভাবে নথিবদ্ধ করা।
* অভিভাবকদের কাছে মূল্যায়নের ফলাফল পৌঁছে দেওয়া।

ক। নিরবচ্ছিন্নতা বা ধারাবাহিকতা : 'নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন' অর্থে পঠন-পাঠন বা হাতে-কলমে কাজের সঙ্গো সঙ্গোই নিয়ত মূল্যায়ন ব্যবস্থার আয়োজন। মূল্যায়ন সফল করতে হলে শিশুর শিখনের যাচাই যান্মাসিক বা বাৎসরিক হলে চলবে না। সবসময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে, পঠন-পাঠনের সময়ে শিক্ষার্থী তথ্য আহরণ বা তার আত্তীকরণের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ছে কিনা, তার মধ্যে বিশেষ গুণাবলি এবং মূল্যবোধ গড়ে উঠছে কি না! প্রাথমিক স্তরে যেহেতু কিছু মৌলিক জ্ঞান, পারদর্শিতা ও মানসিকতার বিকাশ অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, সেদিক থেকে প্রতিটি উপ এককের পাঠশেষে মূল্যায়নের মাধ্যমে (তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন) শিক্ষিকা-শিক্ষককে দেখতে হবে শিক্ষার্থী নিয়ত এগোচ্ছে, না পিছিয়ে পড়ছে। এভাবে উপএককগুলি পঠন-পাঠন শেষে একক এবং এককগুলিকে নিয়ে বিভিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত সামর্থ্যের যাচাই করে তার অবস্থানকে নির্ধারিত করতে হবে। এটিই হল মূল্যায়নের নিরবচ্ছিন্নতা এবং মূল্যায়নের সঙ্গো পঠন-পাঠনের অবিচ্ছেদ্যতা। প্রাথমিক শিক্ষার মূল্য লক্ষ্য হল, কাম্য বা কাঙ্খিত সামর্থ্য অর্জন, পাঠ্যবিষয় সেই সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যম মাত্র। পঠনীয় বিষয় এখানে, অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরে গৌণ। .... ভাষার ক্ষেত্রে উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে। শোনা -বলা - পড়া - লেখা হল ভাষা শিক্ষার মূল সামর্থ্য এবং স্বরচিহ্নযুক্ত বর্ণ চেনা, যুক্তবর্ণ ভাঙা-গড়া বা ওই জাতীয়কাজ কোনো বিষয়কে, অর্থাৎ ছড়া, কবিতা, ঘটনার বিবরণ, গল্প, নাট্যাংশ ইত্যাদিকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে। কিন্তু এখানে পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি আনুষঙ্গিক সামর্থ্যমাত্র। মূল সামর্থ্য অর্জিত হবার পর যদি পাঠ-বহির্ভূত কোনো বিষয়ের সমস্যা দিয়ে শিক্ষার্থীকে যাচাই করা যায় এবং সে যদি সে মূল্যায়নে যথাযথ নম্বরের যোগ্যতা দেখাতে পারে, তবে বুঝতে হবে তার কাম্য সামর্থ্য অর্জিত হয়েছে।

সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থী জানতে পারে সে কতটা এগিয়েছে এবং তার ঘাটতিই বা কোথায়। সে ঘাটতি পূরণের একটি লক্ষ্যমাত্রা সে তখন ঠিক করে নিতে পারে। শিক্ষিকা-শিক্ষকের সহায়তায় সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিটি সামর্থ্যকে ক্রমোন্নতভাবে ধাপে ধাপে পরপর দেখিয়ে দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষান্তে সামর্থ্যগুলি অর্জিত হলে শিক্ষার্থী বিভিন্ন কাজে তার দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে।

খ। মূল্যায়নের সার্বিকতা : 'শিক্ষা' বলতে শুধু তথ্য জানা বা কোনো সমস্যার সমাধানই শেষ কথা নয়, শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ, অর্থাৎ তথ্য-আহরণ, আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভ্যাসের দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে সমাজে তার একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার বিষয়। সেজন্য তথ্যজ্ঞান ও কাজের দিক, ব্যক্তিত্বের বিশেষ গুণাবলির বিকাশের দিক, মৌলিক সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পঠন-পাঠন কাজ ও চরিত্রের বিভিন্ন গুণাবলি বিকাশের জন্য ক্রমাগত অনুশীলন এবং মূল্যায়নপঞ্জিতে ও প্রগতিপত্রে সাফল্য নথিভুক্ত করা। এভাবেই মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সার্বিকতা যাচাই হতে পারে। মূল্যায়নের সার্বিকতা শুধু পঠন-পাঠন বিষয়ের কাম্য অর্জনের ওপর নির্ভরশীল নয়, একই সঙ্গো স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শারীর শিক্ষার বিষয়ক কাজ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ এবং সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্বক কাজের পরিমাপ করাও এর উদ্দেশ্য। সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যেই 'কাজ' — এর কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ কেবল শিক্ষিকা-শিক্ষকের বক্তৃতার ওপর নয়, শিক্ষিকা-শিক্ষক- শিক্ষার্থী উভয়ের সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের পরিমাপেই মূল্যায়নের সার্বিকতা নির্ধারিত হতে পারে।

মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অর্জনের সহায়ক। প্রতিটি পাঠ-একক ও কর্ম-এককের মূল্যায়ন দ্বারা শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ও পারদর্শিতা শনাক্তকরা হয়, প্রয়োজনীয় সংশোধনের পথ পাওয়া যায়। পাশ বা ফেল এমনি ছাপ মেরে না দিয়ে শিক্ষার্থীর তৎকালীন কৃতিত্বের স্তর নির্দেশ করার ফলে মূল্যায়ন প্রকৃতপক্ষে স্ব-শিখনের কাজকেও সুনির্দিষ্ট করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে কতটা শেখা হল তারই মূল্যায়ন, কতটা শেখানো হল তার মূল্যায়ন নয়। অবশ্য মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে কীভাবে শেখানো হল এ বিষয়টি সম্বন্ধে একটা ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ শিক্ষিকা-শিক্ষকের পাঠ পরিচালনা পদ্ধতি যথাযথ কি না, কীভাবে শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ার উন্নতি করা যায়, একমাত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যেই তা জানা যায়। এটা জানা গেলে উপরে উল্লিখিত বিষয়ে দুর্বলতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

কেন মূল্যায়ন?

মনে রাখতে হবে, প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা ও মূল্যায়ন কিন্তু এক নয়। প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার মুখস্থ করানো বা rote learning এর উপর জোর দেওয়া হয় এবং একটি প্রান্তীয় পরীক্ষাতেই ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়। উপরন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে শিক্ষার্থীদের সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকে না এবং তাদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, অসম প্রতিযোগিতার প্রতিফলন ঘটে। চিরাচরিত পরীক্ষার সঙ্গে মূল্যায়নের পার্থক্য এখানেই যে তথাকথিত পরীক্ষার বই পড়া তথ্যজ্ঞানেরই যাচাই করা হয়। আর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশের বিচার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়নের একটি দিক যেমন এর ধারাবাহিক-নিরবচ্ছিন্নতা, তেমনি আর একটি দিক এর সর্বতোমুখীনতা বা সার্বিকতা। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন কেবল নিরবচ্ছিন্ন হবে না, কেবল মাত্র পঠনপাঠনের জ্ঞানমূলক উপাদানেই মূল্যায়নকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রসারিত করতে হবে শিক্ষার্থীর বোধ, প্রয়োগক্ষমতা, দক্ষতা, কাম্য দৃষ্টিভঙ্গি, সদভ্যাস, মানসিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও। আবার শ্রেণিকক্ষে বা পরীক্ষাপত্রের পৃষ্ঠায় শিক্ষার্থীর মৌখিক বা লিখিত উত্তরের ভিত্তিতেই একই সামর্থ্যের মূল্যায়ন করে ক্ষান্ত হলে চলবে না, ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে তার আচরণ, কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেও সামাজিক মানুষ হিসাবে এই সামর্থ্যগুলির মূল্যায়ন কাম্য। ব্যক্তিজীবনে যে মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা একটি প্রগতিশীল সুস্থ সামাজিক জীবনের পক্ষে অনুকূল, শিক্ষার্থীর মধ্যে তার বিকাশ যে অত্যাবশ্যক সে বিষয়ে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বস্তুত শিক্ষার্থীর সবলতা/দুর্বলতা চিহ্নিতকরণের মাধ্যম এবং সে অনুযায়ী সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এ মূল্যায়ন একটি দিকেই দিক নির্দেশ করছে যে, শিশু কেবল একটি পুথিপড়া যন্ত্র নয়। সে এমন এক সচল সত্তা যার সর্বাঙ্গীন বিকাশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সমাজের এক আদর্শ নাগরিকের প্রকাশ সম্ভাবনা দেখা দেয়।

প্রকৃতপক্ষে পঠন-পাঠন ও শিখনের যাচাইয়ের মাপকাঠি হল মূল্যায়ন জাতীয় পরীক্ষা। এই বিষয়কে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। এর উচ্চতম পর্যায়ে রাখা যেতে পারে মূল্যায়নকে। এর পরবর্তী পর্যায় হল অভীক্ষণ এবং শেষ পর্যায় হল তথাকথিত প্রচলিত মাননির্ধারক পরীক্ষা ব্যবস্থা।

অভীক্ষণ :

মূল্যায়ন এবং পরীক্ষার পার্থক্য বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন অভীক্ষণ সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। অভীক্ষণ (test) হল মূল্যায়নের বিভিন্ন ধরনের প্রকৌশল, যথা, মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষা, হাতে-কলমে কাজের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপস্থিতি, সময়ানুবর্তিতা, খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি। নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন প্রকৌশল (techniques) ইত্যাদিকেই অভীক্ষণ বলা যায়। পরীক্ষা হল অভীক্ষণের একটি স্থূল ধরণ মাত্র। উচ্চতর - নিম্নতর মানের দিক থেকে সর্বোচ্চস্থানে রয়েছে মূল্যায়ন, তারপর অভীক্ষণ এবং সবশেষে পরীক্ষা। শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ এবং ব্যবহারিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে যে একক ভিত্তিক মূল্যায়ন করা হয়, তাকে অভীক্ষণ বলা যেতে পারে। অভীক্ষণও মৌখিক এবং লিখিত, দু-রকমেরই হতে পারে। কাজের মাধ্যমে এবং কাজ চলতে চলতেই এ ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে কৃৎ-কৌশল। যে যে কাম্য সামর্থ্যের ওপর ওই পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে তার ওপর সংশ্লিষ্ট কিছু মৌখিক প্রশ্নও করা যেতে পারে। কিন্তু তা মৌখিক পরীক্ষা হিসেবে গণ্য না করে ব্যবহারিক পরীক্ষা হিসেবেই গণ্য করা হবে। সব ছাত্রছাত্রীকে একসঙ্গে নিয়ে কিংবা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুসারে ২, ৩ বা ৪টি দলে সমবেতভাবেও নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য অভীক্ষণ হবে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক। অভীক্ষণ বিষয়টি বিশেষভাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ, স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের হাতে-কলমে কাজের ওপরও এটির প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন :

সামর্থ্য কি ও তার প্রকৃতি

শিক্ষার্থীর বয়স, মেধার স্তর এবং আনুষঙ্গিক অবস্থা ও আর্থসামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতেই সাধারণত কর্মনির্ভর বিষয়ের (হাতে - কলমে কাজ) নির্দেশিকা এবং পঠনীয় বিষয়ের বইগুলি রচিত হয়ে থাকে। সে বই বা নির্দেশিকার অন্তর্গত যে কোনো পঠনীয় বিষয় বা করণীয় কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনই হল তার সামর্থ্য। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাঠটির নির্বাচনের উদ্দেশ্য এবং সেই পাঠ থেকে কী কী বিষয় সম্বন্ধে কতটা ফল পাবার সম্ভাবনা থাকে, সে বিষয়টিও সামর্থ্য নির্ণয়ের সূচক। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শনাক্ত করা সামর্থ্যের ভিত্তিতেই সামর্থ্য অর্জনের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

অন্যভাবে, সংশ্লিষ্ট পাঠটির পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে কিংবা হাতে-কলমে কাজ করার মধ্য দিয়ে কী কী জানা যেতে পারে বা মনে করা

যেতে পারে এবং জানানো যেতে পারে (জ্ঞানমূলক সামর্থ্য), কী কী বোঝা ও বোঝানো যেতে পারে (বোধমূলক সামর্থ্য) কীভাবে সেই জানা ও বোঝার বিষয়টিকে বাস্তবজীবনে কাজে লাগানো যেতে পারে (প্রয়োগমূলক সামর্থ্য) এবং ওই পাঠ বা কাজ থেকে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং একটি সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ গড়ে ওঠার বিষয়টিও সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভিত্তি।

যেকোনো স্তরের শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য হল, শিক্ষার্থীর কাঙ্খিত আচরণগত পরিবর্তন। পঠন-পাঠন বা হাতে কলমে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মধ্যে কাঙ্খিত সামর্থ্য অর্জনই হল মূল লক্ষ্য। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, একটি শিক্ষার্থী যে বিষয়টি জানত না, বুঝত না বা কোনো কিছু হাতে কলমে করে দেখাতে পারত না, সেটি জেনে জানাতে, বুঝে বোঝাতে বা করে দেখাতে পারলে যে যোগ্যতা সে অর্জন করবে, সেটিই তার সামর্থ্য অর্জন।

সাধারণত দেখা, শোনা, বলা, পড়া, লেখা, বুঝতে পারা, হাতে, কলমে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে পারা জাতীয় ক্রিয়াই হল অর্জিত সামর্থ্যের অভিপ্রকাশের মূল ভিত্তি।

দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়, ভাষা শিক্ষার মূল সামর্থ্য হল শোনা, বলা, পড়া, ও লেখা (সমস্ত ক্ষেত্রেই বোঝার বিষয়টি আছে) শিশু শিক্ষার্থী প্রথম যখন বিদ্যালয়ে আসে সে ঘরের ভাষাকে সঙ্গে নিয়ে আসে (তার প্রয়োজনকে ভাষার সাহায্যে জানান দেয়-কখনও একটি বাক্যে, একটি শব্দে বা অসম্পূর্ণ বাক্যে)। সেই ঘরের ভাষাকে বিদ্যালয়ের ভাষায় পরিবর্তিত করা (আচরণগত পরিবর্তন) হল শিক্ষিকা-শিক্ষকের কাজ।

ধরা যাক, পঠন-পাঠনের প্রথম দিনে শিক্ষিকা-শিক্ষক একটি ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি করলেন এবং শিশু শিক্ষার্থী বারবার অনুশীলনের সাহায্যে সেটিকে আয়ত্ত করে হুবহু সঠিক উচ্চারণ ও ছন্দ বজায় রেখে আবৃত্তি করল, তখন সেই শিক্ষার্থী 'শোনা' ও 'বলার' সামর্থ্য অর্জন করেছে বলে ধরতে হবে। এভাবে যখন বর্ণ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে শব্দ ও বাক্য সম্বন্ধে বিশদ জেনে নির্দিষ্ট কোনো অংশ পড়তে পারবে এবং শেষে প্রয়োজনস্থলে শব্দ বা বাক্য লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে, তখন সে শিক্ষার্থী পড়া ও লেখার সামর্থ্য অর্জন করেছে বলে ধরতে হবে। এছাড়াও কোনো বিশেষ বিষয়ের অন্তর্গত কোনো গ্রন্থের কোনো সমস্যার সঠিক সমাধান করতে পারবে, তখন সে সেই বিষয়ের আনুষঙ্গিক সামর্থ্য অর্জন করেছে বলে ধরতে হবে।

এখন ভাষা শিক্ষার মতো অন্যান্য বিষয়, যেমন দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি, গণিত, পরিবেশ, ইতিহাস, প্রকৃতি বিজ্ঞান, ভূগোল এবং হাতে - কলমে কাজের, অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা বিষয়ক কাজ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজেও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষার্থী সামর্থ্য অর্জন করে থাকে।

কাঙ্খিত সামর্থ্য অর্জনের ধারণা প্রাথমিক শিক্ষাক্রমকে গুণগতভাবে এক উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাবার প্রত্যাশা জাগায়।

সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থী জানতে পারে সে কতটা এগিয়েছে, কোথায় তার ঘাটতি এবং সে ঘাটতি পূরণের একটি লক্ষ্যমাত্রা সে তখন শিক্ষিকা-শিক্ষকের সহায়তায় ঠিক করে নিতে পারে।

সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিটি ক্রমোন্নতভাবে ধাপে ধাপে পরপর দেখিয়ে দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাতে সামর্থ্যগুলো অর্জিত হলে শিক্ষার্থী বিভিন্ন কাজে তার দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে।

প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়ন : পরিকল্পনা, প্রক্রিয়া ও উপকরণ

বিভিন্ন বিষয়ে পঠন-পাঠন-কর্মসম্পাদনের পাঠ্যসূচি ও কৃত্যসূচির সঙ্গে মূল্যায়নসূচিরও উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মূল্যায়নের সবদিকের একটি সাধারণ পরিচয় দেওয়া হল।

পরিকল্পনা :

ক। মূল্যায়নের বিষয় :

পাঠ্যক্রমের রূপরেখা : প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের (২০০৩) রূপরেখা নির্ণীত হয়েছে নীচে উল্লিখিত বিষয় সমূহের সমবায়ে :

(১) স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীর শিক্ষা বিষয়ক কাজ;

(২) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ;

(৩) পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ;

উপরে উল্লিখিত বিষয় বিন্যাস সম্পর্কে নবীকৃত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে (২০০৩) বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। মূল্যায়ন সম্পর্কিত শিখনসম্ভারেও এ বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যেতে পারে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের সহজ বোধগম্যতার জন্য।

এখানে (১) এবং (২) সংখ্যক বিষয় দুটি হল পঠন-পাঠন বহির্ভূত কাজ। মনে রাখতে হবে, উল্লিখিত বিষয় বিন্যস্ত তিনটির ক্ষেত্রে কিন্তু বলা হয়েছে এগুলি প্রকৃতপক্ষে কাজের সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয় বা পঠন-পাঠন বহির্ভূত বিষয়, সমস্তটাই হবে কর্মভিত্তিক, শিক্ষিকা-শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সক্রিয় সহযোগে। সেই সঙ্গে মূল্যায়নও হবে সক্রিয়তাভিত্তিক।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে প্রথমেই যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা হল স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীর শিক্ষা বিষয়ক কাজ। আমরা সকলেই জানি, সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের সমন্বয় ছাড়া কোনোরকম শিক্ষাগ্রহণই সম্ভব নয়। স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রাথমিক শর্ত হল, স্বাস্থ্য সচেতনা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা। তার জন্যে প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক কতকগুলি স্বাস্থ্য অভ্যাস গড়ে তোলা এবং স্বাস্থ্যবিধি পালনে যত্নবান হওয়া ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আর যথাযথ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন কিছু শারীর শিক্ষার আয়োজন করা, খেলাধূলা, শরীরচর্চা, যোগাসন ইত্যাদি।

এরপরই যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা হল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ। স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষার ফলে শিশুর দেহের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের উন্নতি ঘটে থাকে, নতুন নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয়। এর ফলে মস্তিষ্কের যথাযথ ব্যবহার করে নানারকম সৃজনশীল কাজেও তার আগ্রহ দেখা দেয়। নিজহাতে তৈরি জিনিস দেখে সে আনন্দ পায়, সেটি তার পঠনীয় বিষয়ে মনোযোগী হতে উৎসাহী করে। এর সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন বিষয় ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আচার-আচরণ ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ, উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ, বিদ্যালয় শুরুর কালে (প্রারম্ভিক সমাবেশ) প্রত্যেক দিনের অভিজ্ঞতার লেনদেন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন অনাবিল আনন্দের সঞ্চার হয়, অপরপক্ষে সৃজনশীল মনোভাবও গড়ে ওঠে। এর ফলে কর্ম সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধেরও সঞ্চার হয়। উপরন্তু সৃজনশীল এবং উৎপাদনাত্মক কাজের সুষ্ঠু রূপায়ণের মধ্য দিয়ে শিশু শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনে পেশাগত ইঙ্গিত সূত্রও বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। পাঠ্যক্রমের বিষয় বিন্যাসে তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনীয় বিষয়গুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে এভাবে —

(ক) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি : প্রথমভাষা (বাংলা/হিন্দি/উর্দু/নেপালি/সাঁওতালি); দ্বিতীয় ভাষা — ইংরেজি, গণিত এবং পরিবেশ পরিচিতি। পরিবেশ পরিচিতির জন্য নির্দিষ্ট কোনো বই নেই। পর্ষদ কর্তৃক প্রস্তুত শিক্ষণ নির্দেশিকার (পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচিতে নির্ধারিত বিষয় অবলম্বনে) সাহায্য শিক্ষিকা-শিক্ষকেরা পঠন-পাঠন পরিচালনা করে থাকেন।

(খ) তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি : প্রথম ভাষা (বাংলা/হিন্দি/উর্দু/নেপালি/সাঁওতালি); দ্বিতীয় ভাষা — ইংরেজি, গণিত, প্রকৃতি বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল। ইতিহাস - ভূগোল-প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ পরিচিতিরই অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

পঠন-পাঠন বহির্ভূত বিষয়ের, অর্থাৎ স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের মূল্যায়নের ভিত্তি সাধারণভাবে হবে, শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও অংশ গ্রহণ, পারদর্শিতা উন্নত করার প্রচেষ্টা, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সমন্বয়, পারদর্শিতার মানের উন্নয়ন, পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের কাজে আগ্রহ ও অংশ গ্রহণ, পরিবেশ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের সমন্বয়সাধন।

করণীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত :

হাতে - কলমে কাজের মূল্যায়ন তো পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়ের মূল্যায়নের মতো করা কখনও সম্ভব নয়, কেননা করণীয় কর্মকাণ্ড আবেগ এবং ইন্দ্রিয় সঞ্চালন বিষয়ের উপরই প্রধানত নির্ভরশীল। এর পরিমাপ করতে হবে কীভাবে? এর জন্য বিশেষ কৃৎকৌশল এবং পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে করণীয় কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলি সুনির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর মূল্যায়নও হবে ধারাবাহিক-নিরবচ্ছিন্ন এবং সদাসতর্ক পর্যবেক্ষণ নির্ভর। অনিয়মিত পর্যবেক্ষণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। কৃৎকৌশল পদ্ধতি ব্যাপক হলেও কিন্তু সহজ-সরল এবং সে কাজ হবে সমস্ত শিশু শিক্ষার্থীর আয়ত্তাধীন।

করণীয় কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীকে গুণগত মানোন্নয়নে নীচের পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন :

- গুণগত বিষয়ের শনাক্তকরণ
- গুণগত বিষয়ের বিশেষ আচরণগত সংকেত সূত্র নির্ধারণ
- পর্যবেক্ষণ এবং কৃৎকৌশলের সাহায্যে সেই সংকেত সূত্রের প্রমাণ সংগ্রহ করা
- প্রমাণগুলির নথিবদ্ধকরণ
- বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এবং ক্রম নির্ধারণ

করণীয় কর্মকান্ডের মূল্যায়ন কালে যে যে কৃৎকৌশল অবলম্বন করা যায় :

ক) পর্যবেক্ষণ :
- ✓ পর্যবেক্ষণ তালিকা
- ✓ তালিকা মিলিয়ে দেখা
- ✓ ঘটনার নথিবদ্ধকরণ
- ✓ মূল্য নির্ধারণের পরিমাপক ব্যবস্থা
- ✓ ঘটনার বিবরণ
- ✓ পারস্পরিক সংকেত সূত্র পদ্ধতি

খ) শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মূল্যায়ন : মূল্যায়ন শিট তৈরি করতে হবে

গ) শিক্ষিকা-শিক্ষকদের স্বমূল্যায়ন :
- ✓ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা
- ✓ নিজস্ব মূল্যায়ন পরিকল্পনা
- ✓ নিজে থেকে দেখে নেওয়া
- ✓ নিজস্ব প্রতিবেদনকে তালিকাবদ্ধ করা

প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে অভীক্ষণের সাহায্যে কাঙ্খিত সামর্থ্য অর্জনের মান নির্ধারণ করা হবে। এ বিষয়ে এই শিখন সম্ভারের শেষে দৃষ্টান্ত সহযোগে বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঠন-পাঠন বিষয়ের মূল্যায়নের ভিত্তি হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ-একক অবলম্বনে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন রচনা করে তার উত্তর করতে দেওয়া (প্রশ্ন রচনার কৃৎকৌশল সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে)।

(খ) মূল্যায়ন হবে পাঁচ পর্যায়ে :

এক, তাৎক্ষণিক / উপ-একক-ভিত্তিক (পঠন-পাঠন ও কাজ চলাকালীন। সংশোধনের কাজও একসাথে চলতে থাকবে)। উপ একক/ এককের শেষে দরকার মতো ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা থাকবে।

দুই, এককভিত্তিক (একটি বা একাধিক এককের - অনধিক ৩টি একক, পাঠশেষে একটি / দুটি পিরিয়ড ধরে মূল্যায়ন হবে এবং এর জন্য আলাদা রেকর্ড রাখা যেতে পারে)। এই পিরিয়ড / পিরিয়ড দুটিতে পঠন-পাঠনের কাজ না হলেও সম্ভাব্যস্থলে সংশোধনের কাজ করানো যেতে পারে।

তিন, পর্ব ভিত্তিক : প্রতিটি পর্বের শেষে পঠন-পাঠন নির্ভর ও কর্মনির্ভর বিষয়ের মূল্যায়ন হবে। প্রথম দুটি পর্বের পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়ের ফলাফলই প্রগতিপত্রে সন্নিবেশিত হবে। কেবল তৃতীয় পর্বেই (সামগ্রিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে) সার্বিক মূল্যায়নের ফল, অর্থাৎ পঠন-পাঠন নির্ভর ও কর্মনির্ভর বিষয়ের ফলাফল মূল্যায়নপত্রে উল্লিখিত হবে। লক্ষণীয় : প্রথম দুটি পর্বের মূল্যায়নের শেষে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

চার, সামগ্রিক মূল্যায়ন : বছরের শেষে প্রান্তীয় সামর্থ্য সমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে এ মূল্যায়ন ব্যবস্থা গৃহীত হবে। সামগ্রিক ব্যবস্থার প্রশ্নপত্রের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ - একক থেকে যথাক্রমে ১০ নম্বর করে প্রশ্ন দিতে হবে। যেহেতু এই পর্যায়ে মূল্যায়ন হচ্ছে প্রান্তীয় সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন, সুতরাং প্রশ্ন দিতে হবে সামর্থ্যভিত্তিক ৭ নম্বর ও বিষয় ভিত্তিক ৩ নম্বর করে (অবশ্য বিষয়ভেদে কিছুটা নমনীয় হতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বিষয় ও সামর্থ্যের নম্বর বিভাজন যথাক্রমে ৫০ শতাংশের কম হবে না।) কেবল লিখিত মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট হবে ৮০ নম্বর এবং ২০ নম্বর গড়মান (১ম ও ২য় পর্বের প্রতিটির জন্য ১০ ধরে) যোগ হয়ে হবে মোট ১০০ নম্বর।

পাঁচ, ক) দ্বিতীয় শ্রেণির শেষে একটি বহির্মূল্যায়ন গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে। (ফলাফল মূল্যায়নপত্রে লিপিবদ্ধ হবে না। ১৯৯৯ থেকে এ ব্যবস্থা চলে আসছে)।

খ) ২০০৩ এর নবীকৃত শিক্ষাক্রমে ও পাঠ্যসূচির সুপারিশ অনুসারে ৪র্থ শ্রেণির শেষে একটি মূল্যায়ন গ্রহণ করা হয়েছে ১৯-২১ এপ্রিল, ২০০৫এ। এটি 'সাফল্য নির্ণায়ক মূল্যায়ন, ২০০৫' নামে অভিহিত। এ মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির পঠন-পাঠন শেষে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের অবস্থান যাচাই করে নেওয়া। এ মূল্যায়ন সমগ্র বিষয়ভিত্তিক হলেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূল ৪টি করে সামর্থ্য নির্ধারণ করে সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন গৃহীত হয়েছে। এটি প্রতি বছর ডিসেম্বর - জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হলে সামগ্রিক মূল্যায়নের আগেই শিক্ষার্থীদের সংশোধনী দেওয়া সম্ভব হবে।

প্রক্রিয়া

এক, পর্যবেক্ষণ (নিজের বই খাতা গোছানো, বসার জায়গা ও শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখা, শরীর ও পোশাকের পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যালয়ে সহপাঠী ও শিক্ষকদের সঙ্গে ভালো আচরণ ইত্যাদি)।

দুই, করে দেখানো : শরীরচর্চা / খেলাধুলা (কসরত, যোগব্যায়াম, ব্রতচারী, নাচ — ব্যক্তিগত ও দলগত, খেলা - আন্তঃস্কুল / আন্তঃশ্রেণি ইত্যাদি)।

তিন, হাতে-কলমে কাজ ঃ সৃজনশীল / উৎপাদনাত্মক কাজ (কোনো কিছু তৈরী করা, অঙ্কন, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা, সাজানো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, উপকরণ সংগ্রহ ইত্যাদি)।

চার, মৌখিক : পঠন-পাঠন ও কর্মসম্পাদন, সবক্ষেত্রে-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, চিহ্নিত করা, নির্দেশ পালন, কথোপকথন, বর্ণনা দেওয়া, পাঠ, আবৃত্তি ইত্যাদি।

পাঁচ, লিখিত (কেবল মুখস্থ লেখার সুযোগ যাতে না থাকে, অর্জিত সামর্থ্য ভিত্তিক যাতে হয় সেটা দেখতে হবে) — বর্ণ, শব্দ, বাক্য অনুচ্ছেদ, বোধ, পরীক্ষা, হাতের লেখা ইত্যাদি)।

ছয়, পাঠ্য বইতে সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের পদ্ধতির কয়েকটি নমুনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষিকা-শিক্ষক সেগুলি পর্যালোচনা করবেন। সেগুলির সমান্তরাল অথবা স্বাধীনভাবে মূল্যায়নপত্র তৈরি করবেন।

সাত, কেবলমাত্র কাগজে প্রশ্নপত্র লেখা ছাড়াও পরিবেশে করা সম্ভব এমন অন্য কোনো মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার কথাও ভাবতে পারেন শিক্ষিকা-শিক্ষকেরা। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায়, বিদ্যালয়ের আশেপাশের বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রশ্ন করতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা শব্দ বা বাক্যে উত্তর করবে। এতে পর্যবেক্ষণের মূল্যায়ন হতে পারে।

আট, মূল্যায়ন অন্যরকমের অভীক্ষণ : (শিক্ষিকা-শিক্ষক পঠনীয় বিষয় এবং বিশেষ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের এ প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করতে পারেন)।

মূল্যায়নকে কেবলমাত্র প্রশ্নোত্তরের নীরসকাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যতদূর সম্ভব আকর্ষনীয় করা যেতে পারে। আকর্ষণীয় করার প্রক্রিয়া হিসেবে নিম্নলিখিত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

যেমন ভাষার ক্ষেত্রে —

	কর্মসূচি	মূল্যায়নের বিষয়	মূল্যায়নের ভিত্তি
ক)	গান (একক / সমবেতভাবে)	শুদ্ধ উচ্চারণ, ছন্দবোধ, ঐকতান সৃষ্টির বোধের প্রয়াস	- গ্রেড/পর্যায় বা মান
খ)	নাচ (একক / সমবেতভাবে)	শারীরিক সক্ষমতা, অঙ্গ সঞ্চালন শরীর চর্চা	- গ্রেড
গ)	আবৃত্তি (একক / সমবেতভাবে)	শুদ্ধ উচ্চারণ,ছড়া বা কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি যথাযথ সুরক্ষেপণ	- গ্রেড
ঘ)	গদ্যপাঠ / নাটিকা	শব্দ, বাক্য যথাযথভাবে বলতে পারা, বক্তব্যকে ঠিকভাবে তুলে ধরা, চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা	- গ্রেড
ঙ)	হাতের লেখার প্রদর্শনী	স্পষ্টাক্ষরে মাত্রাবোধ সহ বর্ণ, শব্দ বা বাক্য লেখা	গ্রড

(এ জাতীয় মূল্যায়ন আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করতে পারে)

ছবি অবলম্বনে মূল্যায়ন :

মৌখিক : ছবি দেখিয়ে ছবির নাম বলা : .... -গ্রেড

ছবিতে কী কী আছে তা জিজ্ঞেস করা : .... -গ্রেড

ছবি দেখিয়ে পরিচয়মূলক একটি শব্দ বলা : .... -গ্রেড

লিখিত ঃ ছবির পরিচয় দিয়ে নাম লেখা (শব্দে) : .... -গ্রেড

ছবির বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের নাম (শব্দ / ছোটো বাক্যে) : .... -গ্রেড

ছবির বিভিন্ন অংশের কাজ (ছোটো ছোটো বাক্যে) : .... -গ্রেড

প্রথম ভাষার মতো অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও এ জাতীয় বিভিন্ন রকমের মূল্যায়নের আয়োজন করা যেতে পারে।

উপকরণ :

কোনো কোনো প্রক্রিয়াতে উপকরণ তেমন লাগে না (যেমন, পর্যবেক্ষণ)।

কোনোটাতে খুব কম উপকরণ লাগে, যেমন মৌখিক। অবশ্য পকেট বোর্ড এ কাটআউট, ছবি ইত্যাদির ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনোটা শিক্ষার্থী নিজেরাই উৎপাদনশীল সৃজনধর্মী কাজের মাধ্যমে তৈরি করে নিতে পারে (যেমন, বর্ণ-শব্দ-সংখ্যা-বাক্য-কার্ড-গ্রিটিং কার্ড ইত্যাদি)।

কোনো কোনো উপকরণ সহজে সংগ্রহযোগ্য। যেমন, শুকনো পাতা, পাপড়ি, ডাল, ফুল, মাটি ইত্যাদি, বইখাতা, পেনসিল, চক-ডাস্টার, বোর্ড এবং প্রশ্নপত্র প্রভৃতি ছাড়া অন্যান্য উপকরণ হওয়া চাই কম খরচের, সহজে বোধগম্য ও ব্যবহারযোগ্য, বৈচিত্রময় এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে আকর্ষণীয় উপকরণ। শিক্ষার্থীর নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পোশাক, ব্যাগ - এসবও হতে পারে মূল্যায়নের উপকরণ। এমনকি শ্রেণিকক্ষকেও মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা যায়।

সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত উপকরণ, যেমন মনীষীদের জন্মদিন পালনের জন্য মঞ্চ সাজানোর উপকরণ, নাটকের চরিত্রের পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি।

প্রশ্ন তৈরির কৃৎকৌশল :

(ক) পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয় :

প্রশ্নের প্রকৃতি ঃ প্রাথমিকের মূল্যায়ন হল সামর্থ্যভিত্তিক আর পাঠনীয় বিষয় হল সেই সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যম। সুতরাং প্রশ্ন রচনার ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে সামর্থ্যকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে শতকরা হিসেবে সামর্থ্য ও বিষয়ের প্রশ্নের ভাগ হবে যথাক্রমে ৭০ ও ৩০। ক্রম উন্নত শ্রেণি পর্যায়ে সামর্থ্য ও বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের ভাগ হবে যথাক্রমে ৪০ ও ৬০। অবশ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় অনুযায়ী এটি নমনীয় হতে পারে।

প্রশ্নের ধরণ :

(১) নৈর্ব্যক্তিক (objective type) ৩০% প্রশ্ন
এটি সীমাবদ্ধ উত্তরধর্মী প্রশ্ন (কোনো বিকল্প প্রশ্ন দেওয়া চলবে না) - এতে একটি প্রশ্নের একটি মাত্রই উত্তর (fixed response)

- ✱ বহু পছন্দের উত্তর যুক্ত প্রশ্ন - ৩টি বিকল্প উত্তর দিতে হবে
- ✱ হ্যাঁ / না - এর উত্তর
- ✱ সত্যি / মিথ্যের উত্তর
- ✱ দুটি গুচ্ছের মধ্যে সংযোগ

(২) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (very short answer type) স্বাধীন উত্তরধর্মী প্রশ্ন : ৩০% প্রশ্ন (free response)

- ✱ একটি শব্দের উত্তর
- ✱ একটি বাক্যাংশ বা বাক্যে উত্তর
  শূন্যস্থানে শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করা

(৩) সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন (short answer type) (অন্য বিষয়ে ৪০%) :
শুধু প্রথম ও ২য় ভাষার ক্ষেত্রে ২৪%)

- ✱ ২-৪টি বাক্যের মধ্যে উত্তর সীমাবদ্ধ থাকবে

(৪) রচনাধর্মী প্রশ্ন (long answer type) কেবল ১ম ও ২য় ভাষার ক্ষেত্রে
অনুচ্ছেদ রচনার জন্য ১৬% প্রশ্ন।
(অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন দিতে হবে)।

- ✱ ৬-১০টি বাক্যের মধ্যে উত্তর সীমাবদ্ধ থাকবে

মূল্যায়ন ও মান নির্ণয় :

প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার নম্বর দিয়ে পাশ ফেল চিহ্নিত করার বিষয়ে যে সমালোচনা উঠেছে তার বড়ো কথাটা হল, এই নম্বর যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। ১০০ নম্বরে ৫৯ নম্বর দেওয়া হলে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন ওঠে, কে বলে দিল যে ওটি ৫৮ বা ৬০ হবে না? প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষকের বদল হলে নম্বরেরও পরিবর্তন হতে পারে।

দ্বিতীয় কথা, নম্বরের গড় দিয়ে, শিক্ষার্থীর ভালোমন্দ বিচার বা নৈর্ব্যক্তিক কতকগুলি সংখ্যার দ্বারা শিক্ষার্থীর গুণগত মান নির্ণয় যেমন ত্রুটিপূর্ণ, তেমনি ইংরেজি - বাংলা - গণিত - ভূগোল প্রভৃতি স্বতন্ত্র কতকগুলি বিষয়ের গড় করা গণিতেরই গড় নির্ণয় নীতির বিরোধী। আর এই হাস্যকর কাজটি কেন চলে আসছিল তার কারণ হিসেবে যা দেখানো হয় সেটি হল, আগেও এরকমই হচ্ছিল, তাই।

মান নির্ণয়ের বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে চালু হয়েছে গ্রেড বা ক্রম প্রথা। পূর্ণমান ১০০ শতাংশ ধরে তার ৫টি ক্রমোন্নত ভাগ দেখিয়ে প্রত্যেক ভাগকে একটি গ্রেড (গুণগতমান) চিহ্ন দিয়ে দেখানো এবং তার তাৎপর্য দেখিয়ে দেওয়াই এই গ্রেড প্রথা। এখানেও যে নম্বরের এবং তার উল্লেখ করা হয় সেটি গ্রেড নির্ণয়ের সুবিধার জন্য। এ ব্যবস্থাকে পরোক্ষ ক্রম নির্ধারণ পদ্ধতি বলা যায় (indirect grading)।

মূল্যায়নের মান : (পর্বভিত্তিক)

১) পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয় — প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা (ইংরাজী), গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি, পরিবেশ পরিচিতি। (ইতিহাস, ভূগোল ও প্রকৃতি বিজ্ঞান, পরিবেশ পরিচিতির অন্তর্ভূক্ত বিষয়)।

প্রতিটি বিষয়ে — লিখিত — ৮০, মৌখিক ২০, মোট ১০০ নম্বর। শুধু তৃতীয় পর্বে লিখিত ৮০+২০ (১ম ও ২য় পর্বের প্রতিটি থেকে ১০ নম্বর করে প্রাপ্ত গড় মান)।

মোট নম্বর	ক্রম বা গ্রেড	তাৎপর্য
৮০-১০০	ক	খুব ভালো
৬৫-৭৯	খ	ভালো
৫০-৬৪	গ	সন্তোষজনক
৩৫-৪৯	ঘ	গড় মানের
৩৫ এর নীচে	ঙ	সন্তোষজনক নয়

১) কর্মনির্ভর বিষয় (পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয় বহির্ভূত-স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা বিষয়ক কাজ এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্বক কাজ - ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি; পরিবেশ পরিচিতি - ১ম ও ২য় শ্রেণি)

(কেবল তৃতীয় পর্ব, সামগ্রিক মূল্যায়নে মূল্যায়নমান দিতে হবে)

ক্রম এর মান	ক্রম বা গ্রেড	তাৎপর্য
৪	ক	খুব ভালো
৩	খ	ভালো
২	গ	গড় মানের
১	ঘ	সন্তোষজনক নয়

নমুনা মূল্যায়ন পত্রে এটি পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে।

প্রগতিপত্রে (শিক্ষার্থীর অগ্রগতির স্মারকলিপি, যা দেখে অভিভাবক তাঁর ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বিষয়ে জানতে পারবেন) পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়ের নম্বরের সঙ্গে দেখানো হবে প্রতি পর্বে এবং প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত ক্রম বা গ্রেড। কর্মনির্ভর বিষয়ে কেবল ৩য় পর্বের মূল্যায়ন মান (ক্রম বা গ্রেড) দিতে হবে। তৃতীয় পর্বের গ্রেডটি হবে চার মাত্রায় - ক খুব ভালো, খ ভালো, গ গড় মানের, ঘ সন্তোষজনক নয়।

বিভিন্ন পর্যায়ের মূল্যায়নের প্রকৃতি এবং কীভাবে তা গৃহীত হয় / হতে পারে :

ক) তাৎক্ষণিক / উপ-এককভিত্তিক :

উপ-একক কী ? একটি বিশেষ সমস্যা, অভিজ্ঞতা ও উদ্দেশ্য ভিত্তিক পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একগুচ্ছ বিষয়বস্তু বা শিশুর পঠন-পাঠনকালে সহজে বুঝতে পারে এবং শিক্ষিকা-শিক্ষককে সহজভাবে শিখনকার্য করাতে সাহায্য করে, তাকে বলে পাঠ / কর্ম - একক। আর ওই এককের মধ্যে সুনির্দিষ্ট অংশকে বলা যায় উপ-একক। উপ-একক / একক-ভিত্তিক পিরিয়ড ভাগ হবার দরুন প্রতিটি বিষয়ে সারা বছরে মোট প্রাপ্ত সময় ও পিরিয়ডকে শিক্ষিকা-শিক্ষকগণ ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারেন। অবশ্য এটি শিশুর বয়স ও মানসিক ক্ষমতা ভিত্তিক হওয়া উচিত।

মূল্যায়ন পরিকল্পনা : ৪০ মিনিটের পিরিয়ড হলে প্রথম ২০ মিনিট পাঠ পরিচালনার পর ১০ মিনিটের একটি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এর জন্য পূর্ণমান ১০ বা ১৫ রাখা যেতে পারে। এ পরীক্ষায় শিশুর মৌখিক সামর্থ্য ও দক্ষতার অগ্রগতির পরিমাণ ও দুর্বলতা চিহ্নিত করাই লক্ষ্য। এজন্যে মৌখিক ও লিখিত, দুরকমের পরীক্ষাই করা যেতে পারে এবং একক বা দলগতভাবে। বাকি ১০মিনিটে সংশোধনের কাজ করা যেতে পারে, ব্যক্তিগত / দলগতভাবে।

খ) এককভিত্তিক মূল্যায়ন : পরিকল্পনা

১) একটি একক শেষে বা কয়েকটি একক একসঙ্গো নিয়ে (একসঙ্গো অনধিক ৩টি একক) মূল্যায়ন করতে হবে। এ ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে শিশু পঠন-পাঠন বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান, বোধ ও প্রয়োগের দিক এবং কর্মনির্ভর বিষয়ে কাজের মাধ্যমে পারদর্শিতা উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে যাচাই করতে হবে। কোনো ছাপানো প্রশ্নপত্র থাকবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা কাগজ বা খাতা নিয়ে আসবে। শিক্ষিকা-শিক্ষক শিক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর, ক্লাস ও তারিখ লিখে নেবার নির্দেশ দেবেন।

২) এক থেকে দেড় ঘন্টা ধরে এ মূল্যায়ন চলবে। শিক্ষিকা-শিক্ষক আগে থেকেই প্রশ্ন তৈরি করে আনবেন। প্রথমে বোর্ডে ২/৩টি প্রশ্ন লিখে দেবেন এবং উত্তর করার জন্য নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করবেন। কীভাবে প্রশ্নের উত্তর করতে হবে, এ বিষয়টি তিনি বুঝিয়ে দেবেন। এটি শেষ হলে আবার ২/৩টি প্রশ্ন দেবেন। এভাবে করতে হবে।

৩) একক ভিত্তিক মূল্যায়নের নম্বর : এককের আয়তন অনুযায়ী ২০ বা ৪০ নম্বর রাখা যেতে পারে। অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা পরীক্ষা ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৪) সংশোধন : পরবর্তী ক্লাসে (পিরিয়ডে) সংশোধনের কাজ চলতে পারে। শিক্ষিকা - শিক্ষক শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে সংশোধনের কাজ করতে পারেন। বাকি সময়ে শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের পাঠ - পরিকল্পনা করতে পারেন তিনি।

৫) প্রতি বিষয়ের মূল্যায়নের পর সংশোধন শেষে উত্তর পত্রটি বাড়িতে পাঠিয়ে অভিভাবককে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে আনতে হবে এবং শিক্ষিকা - শিক্ষককে দেখাতে হবে।

গ) পার্বিক মূল্যায়ন : প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে (৪মাসে এক একটি পর্ব) পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনার ভিত্তিতে পঠনীয় বিষয় অবলম্বনে যথাক্রমে দুটি পর্বে মূল্যায়ন গৃহীত হবে। এ দুটি পর্বের লিখিত মূল্যায়নের জন্য ৮০ নম্বর এবং মৌখিকের জন্য ২০ নম্বর মোট ১০০ নম্বর করে প্রতিটি বিষয়ের মান নির্দিষ্ট করা হবে। তৃতীয় পর্বে গৃহীত হবে সামগ্রিক মূল্যায়ন।

ঘ) সামগ্রিক মূল্যায়ন : বছরের শেষে প্রান্তীয় সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পার্বিক পরীক্ষার মতো এ পরীক্ষা গৃহীত হবে তৃতীয় পর্বে। আগের দুটি পর্বের প্রতিটির জন্য ১০ নম্বর করে মোট ২০ নম্বর এবং এর সঙ্গো মূল্যায়নের জন্য হবে ৮০ নম্বর নির্দিষ্ট। আগের পর্বের নম্বরের সঙ্গো এর নম্বরযোগ করে ক্রম বা গ্রেড নির্ধারণ করতে হবে। প্রশ্নের ক্ষেত্রেও আগের দুটি পর্বের প্রতিটি পর্ব থেকে ১০ নম্বর করে বিশেষভাবে সামর্থ্যভিত্তিক প্রশ্ন দিতে হবে।

ঙ) **বহির্মূল্যায়ন :** ১৯৯৯ সালে দুই বছরের পাঠ শেষে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বহির্মূল্যায়ন চালু হয় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে। বহির্মূল্যায়ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, প্রাথমিক স্তরে প্রচলিত ধারাবাহিক - নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নকে দৃঢ়তর করা। মূল্যায়নের বিষয় — প্রথম ভাষা (বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, ওড়িয়া ও তেলেগু - এই ৬টি ভাষায়) এবং গণিত (ওই ৬টি ভাষার মাধ্যমে)। প্রতিটি বিষয়ে একটি প্রশ্নোত্তরিকায় (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) এ মূল্যায়ন গৃহিত হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সেই বিদ্যালয়ে মূল্যায়নে বসলেও শিক্ষিকা-শিক্ষকেরা অন্য বিদ্যালয়ে নজরদারের কাজ করেন এবং মূল্যায়ন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নোত্তরিকা পরীক্ষা করে নম্বর ট্যাবুলেশন সিটে তুলে ফেলেন। পরদিন থেকেই পরীক্ষিত প্রশ্নোত্তরিকাগুলো শিক্ষার্থীদের দিয়ে তাদের দুর্বলতাগুলোর সংশোধনের কাজ করিয়ে নেন শিক্ষিকা-শিক্ষকেরা। এই প্রশ্নোত্তরিকা এক বছর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে রাখা হয় অভিভাবক -অভিভাবিকাদের দেখাবার জন্য। মনে রাখতে হবে, বহির্মূল্যায়ন ব্যবস্থা কিন্তু পাশ ফেল নির্ণায়ক তথাকথিত কোনো পরীক্ষা ব্যবস্থার সমতুল নয় এবং এখানে প্রতিযোগিতারও কোনো স্থান নেই। প্রকৃতপক্ষে এটি (বহির্মূল্যায়ন) হচ্ছে এক ধরনের সাফল্য নির্ণয়ের সূচক নির্দেশক একটি সমীক্ষা। এর মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর দুর্বলতাই চিহ্নিত হবে না, সমস্ত পঠন-পাঠন ব্যবস্থারও সমীক্ষা, কেননা এর ফলে পাঠপরিচালনা, পাঠ্যপুস্তক রচনা, শিক্ষার্থীর পঠন ও অনুশীলন, সামর্থ্য অর্জনে ঘাটতি, এমন ধরনের সমস্ত বিষয়টি স্পষ্ট হবার একটা ইঙ্গিতও পাওয়া যায় এবং সেই মতো সংশোধনের ব্যবস্থাও গৃহিত হতে পারে। আর একটি বিষয়, বহির্মূল্যায়নের মূল ভিত্তি কিন্তু শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অর্জন সাপেক্ষ। প্রশ্নোত্তরিকায় বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন থাকলেও সামর্থ্য এবং বিষয়ের শতকরা আনুপাতিক হার মোটামুটি যথাক্রমে ৬০-৪০ শতাংশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

চ) **সাফল্য নির্ণায়ক মূল্যায়ন , ২০০৫ (Diagnostic Achievement Test) :**

চতুর্থ শ্রেণির পঠন-পাঠন শেষে একটি বহির্মূল্যায়ন গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ২০০৩ এ নবীকৃত প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূক্ত সুপারিশ অনুসরণে। সেই মতো ১৯-২১ এপ্রিল, ২০০৫ এ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি, সরকার পোষিত বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের এ মূল্যায়ন গৃহীত হয়। এ ছাড়াও হাই মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষামিশনের ছাত্রছাত্রীরাও অংশ গ্রহণ করে। এ মূল্যায়নটি 'সাফল্য নির্ণায়ক মূল্যায়ন', ২০০৫ হিসেবে অভিহিত।

এ মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য হল, সমগ্র বিষয়ভিত্তিক হলেও প্রত্যেকটি মূল বিষয়ে চারটি সামর্থ্য শনাক্ত করে তার উপরই মূল্যায়নের আয়োজন এবং সেভাবেই এটি গৃহীত হয়েছে। মূল্যায়নের বিষয় হল ৬টি - প্রথমভাষা, দ্বিতীয় ভাষা - ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান। দ্বিতীয় শ্রেণির বহির্মূল্যায়নের মতোই 'সাফল্য নির্ণায়ক মূল্যায়ন', ২০০৫ এর ভাষা মাধ্যম হল বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, ওড়িয়া এবং তেলেগু।

মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নির্দিষ্ট করা সামর্থ্যের দুর্বলতাকে শনাক্ত করে সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ। শিক্ষার্থী মাত্রেই প্রতিটি সামর্থ্যে ৫০ শতাংশের কম পেলে তারই সংশোধনের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে মূল্যায়ন প্রগতি পত্রে। একই সঙ্গে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষিকা-শিক্ষিকাদের কাছে ওই দুর্বলতাগুলির সংশোধনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

এ মূল্যায়নে প্রায় ১৮-২০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগ এবং সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এ মূল্যায়ন পরিচালনায় সার্বিক সাহায্য পাওয়া গিয়েছে।

সংশোধনী পাঠ : পিছিয়ে পড়াদের জন্য কিছু বিশেষ পদক্ষেপ

ক) মূল্যায়ন ঠিক মতো গৃহীত হলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

খ) পিছিয়ে পড়াদের জন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করার সময়ে পিছিয়ে পড়ার সঠিক কারণ (কোন কোন বিষয়ে সামর্থ্য অর্জনে ব্যর্থতা সহ) আগে বুঝতে হবে।

গ) কারণগুলি এমন হতে পারে - পারিবারিক অসচ্ছলতা (আর্থ সামাজিক দিকে দুর্বল), বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ অনুকূল নয়, বইপত্রের প্রতি যত্নের অভাব, বিদ্যালয়-ভীতি ও শিক্ষিকা-শিক্ষকের সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে সংকোচ, শিশুশ্রমিক হিসেবে কাজ করা, পড়া না

পারার জন্য হীনম্মন্যতাবোধ, বিষয়ের কাঠিন্য, ধারাবাহিক অনুপস্থিতি, পাঠদান পদ্ধতির অসুবিধা ইত্যাদি কতকগুলি পঠন-পাঠন বহির্ভূত কারণ।

ঘ) পঠন-পাঠনেও দুর্বলতা আছে কি না তাও পর্যালোচনা করতে হবে।

ঙ) দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষিকা-শিক্ষকেরা অবশ্যই শ্রেণিকক্ষে পড়ুয়াদের আচরণ লক্ষ করেছেন এবং তাতে পিছিয়ে পড়ার কোনো কোনো বিষয়ও উঠে এসেছে। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষিকা-শিক্ষক আচরণগত পরিবর্তন ঘটাবার জন্য যে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং তাতে কাম্য পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে কিনা সে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন।

চ) শিক্ষিকা-শিক্ষকের শিক্ষার্থীর প্রতি নিজস্ব আচরণ তাদের পিছিয়ে পড়ার দুর্বলতাকে কতটা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে, সে বিষয়টির উপরও গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

ছ) সংশোধনী পাঠটিও হল সামর্থ্যভিত্তিক। অর্থাৎ পঠন-পাঠন এবং মূল্যায়ন যেহেতু সামর্থ্যভিত্তিক, সংশোধনের কাজটিও মূলত তাই হবে। যেমন, ভাষা ক্ষেত্রে বর্ণের সঠিক মাত্রার ব্যবহার, হাতের লেখা, বর্ণ দিয়ে শব্দ এবং নিয়ে বাক্যগঠন, বাক্যের মধ্যে ভাবপ্রকাশ ক্ষমতা ইত্যাদি।

গণিতে - সংখ্যাকে ঠিকমতো লেখা, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, সমান - অসমানচিহ্ন, এগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

পরিবেশ পরিচিতিতে – পরিবেশ - সচেতনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞান চেতনা কতটা স্পষ্ট হল, আঞ্চলিক পরিবেশ ও মানুষ সম্পর্কে ধারণা, অতীত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি।

মূল্যায়নের সাফল্য - ব্যর্থতা শনাক্তকরণ এবং সংশোধন প্রক্রিয়া :

মূল্যায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার্থীর কোনো বিষয়ে সাফল্য-ব্যর্থতা শনাক্তকরণ ও সংশোধনের মাধ্যমে শিখন-উন্নয়ন ঘটানো। প্রাথমিকের নিরবচ্ছিন্ন-সার্বিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ দুটি বিষয় হল প্রধান দুটি শর্ত। পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তার ফলে তাদের গুণগত মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে যে বাধার সৃষ্টি করে, শিক্ষিকা-শিক্ষকেরা তা নির্ধারণ করার জন্যই এ দুটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে থাকেন। এতে শিক্ষার্থীর অসুবিধাগুলিই শুধু নির্ধারিত হয় না, সেগুলি কোন পর্যায়ে আছে, তাও নিরুপিত হয়ে থাকে।

ধরা যাক কোনো একটি ছাত্র ধারাবাহিকভাবে কোনো একটি বিষয়ে ব্যর্থ হয়ে চলেছে, এ ক্ষেত্রে বিষয়টির বিশদ পর্যালোচনা ও অসুবিধাগুলির শনাক্তকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর দুর্বলতাগুলিকে সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে যথাযথ সংশোধন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নীচের বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে :

- মূল্যায়ন হবে তাৎক্ষণিক (উপ একক ভিত্তিক), একক ভিত্তিক (অনধিক ৩টি একক একটি পর্বে), পার্বিক (২টি পর্ব এবং শেষ পর্বে সামগ্রিক প্রান্তীয় সামর্থ্যভিত্তিক)।
- সংশোধনী ব্যবস্থা একেবারে প্রথম শ্রেণি থেকে জোরদার ও নিশ্চিত করতে হবে,
- করণীয় কর্মকান্ড (হাতে কলমে কাজ) বিষয়ে অর্থাৎ সক্রিয়তাভিত্তিক বিষয়ে শিক্ষিকা-শিক্ষককে আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে এবং ওই প্রক্রিয়াও কৃৎকৌশল সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে,
- দলগতভাবে শিখন-শেখানোর ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় ও সুনিশ্চিত করতে হবে,
- মূল্যায়ন ব্যবস্থার বিষয়টিকে ধারাবাহিকভাবে নথিবদ্ধকরণের ব্যবস্থা করতে হবে,
- পঠন-পাঠন বিষয়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের সামর্থ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র রচনা বিষয়ে সমৃদ্ধ হতে হবে।
- করণীয় কর্মকান্ড বিষয়ে ক্রম নির্ধারণ (grading) সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং প্রগতিপত্রে তা স্পষ্টভাবে উল্লখিত হবে,

◆ প্রতিটি মূল্যায়নের অনেক আগেই যথাযথ চিন্তাভাবনা এবং পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রশ্নপত্রের পরিকল্পনা ও ছক তৈরি করতে হবে।

◆ হাতে-কলমে কাজ সম্পর্কিত বিষয়ের (Co-scholastic area) কাজগুলি শিক্ষিকা-শিক্ষকেরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচন করে নেবেন।

◆ ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলিকে শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে বিশেষ কতকগুলি কার্যক্রমকে অবলম্বন করতে হবে এবং প্রয়োগ সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকবে,

◆ সমস্ত শিক্ষিকা-শিক্ষক সহযোগে সমস্ত শ্রেণির জন্য প্রশ্নপত্রের ভাণ্ডার (Question Bank) তৈরি করা যেতে পারে।

◆ মৌখিক মূল্যায়ন প্রথাবদ্ধভাবে না করে সরাসরি প্রস্তুতি ছাড়াই করা যেতে পারে, কেননা শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অর্জন যেখানে লক্ষ্য, সেখানে শিক্ষার্থীকে সমস্ত সময়ে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

◆ কর্মনির্ভর বিষয়ের দফা বা বিষয় নির্বাচনে অবশ্যই শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনে পেশাগত দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখা যেতে পারে। মূল্যায়নও হবে এমনভাবে যাতে শিক্ষার্থীর হাতে - কলমে কাজটি যতদূর সম্ভব সর্বাঙ্গসুন্দর এবং ত্রুটিহীন হয়। পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে মানসিক বোধ জাগানোও শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য।

মূল্যায়ন

মূল বিষয় :

১) পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয় :

এটি হবে (ক) **তাৎক্ষণিক :** উপ-একক ভিত্তিক (শ্রেণিকক্ষেই পঠন-পাঠন চলতে চলতে মূল্যায়ন ও সংশোধন-মূলত মৌখিক)

(খ) **এককভিত্তিক :** এক বা একাধিক একক ভিত্তিক (এক/একাধিক পিরিয়ড ধরে)

(গ) **পর্বভিত্তিক :** ১) প্রথম পর্ব - পূর্ণমান - ৮০ লিখিত - ২০ মৌখিক ——— মোট - ১০০ ২) দ্বিতীয়পর্ব - পূর্ণমান - ৮০ লিখিত - ২০ মৌখিক ——— মোট - ১০০

এবং (ঘ) **সামগ্রিক (প্রান্তীয় সামর্থ্য ভিত্তিক) :** লিখিত ৮০ (মৌখিক হবে না)

২০ (২টি পর্বের প্রতিটির জন্য ১০ নম্বর করে ধরে প্রাপ্ত নম্বরের ওপর শতকরা গড় হিসেবে সামগ্রিক মূল্যায়নে যোগ হবে।

মোট - ১০০

একটি দৃষ্টান্ত :

ধরা যাক, একটি ছাত্র / ছাত্রী

প্রথম পর্বে কোনো বিষয়ে ১০০-র মধ্যে ৫৭ পেয়েছে। এর শতকরা হিসেবে গড় হবে ৫.৭

দ্বিতীয় পর্বে কোনো বিষয়ে ১০০ -র মধ্যে ৪৬ পেয়েছে। এর শতকরা হিসেবে গড় হবে ৪.৬

২টি পর্বে ১০.৩ (০.৫ এর কম হলে আগের প্রাপ্ত সংখ্যা এবং ০.৫ বা তার বেশি হলে পরের প্রাপ্ত সংখ্যা ধরতে হবে)

তৃতীয় পর্বে ৮০ -র মধ্যে পেয়েছে ৬৬

সুতরাং সামগ্রিক মূল্যায়নে তার নম্বর হবে ১০ (যেহেতু ০.৫ এর কম পেয়েছে) + ৬৬ = ৭৬% > খ ক্রম / গ্রেড

এভাবে প্রতিটি বিষয়ের যেমন ক্রম বা গ্রেড দেওয়া হবে, তেমনি সমস্ত পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়ের মোট নম্বরকে মোট বিষয় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যা হবে, সেটিই হবে তার সামগ্রিক ক্রম / গ্রেড।

দৃষ্টান্ত :

ক) ধরা যাক একটি ১ম/২য় শ্রেণির পড়ুয়া এবং তার বিষয় হল - প্রথম ভাষা/দ্বিতীয় ভাষা/গণিত = প্রতিটি ১০০ হিসেবে ৩০০। সে পেয়েছে যথাক্রমে - ৬৭+ ৮১+ ৮৯=২৩৭ ÷ ৩ (বিষয় সংখ্যা)= ৭৯% 'খ' ক্রম/গ্রেড

* ৮০% পেলেই ক্রম 'ক' পেতে পারত।

খ) একটি ৩য় / ৪র্থ শ্রেণির পড়ুয়া ঃ প্রথম ভাষা - ৭২, দ্বিতীয় ভাষা - ৬৮, গণিত - ৯০, ইতিহাস - ৭১, ভূগোল - ৭৬, প্রকৃতি বিজ্ঞান - ৮৯, সব মিলিয়ে পেল ৪৬৬ ÷ ৬ (বিষয় সংখ্যা) = ৭৭.৭% = ৭৮ % > 'খ' ক্রম/গ্রেড

২। করণীয় কাজ : ক) স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা বিষয়ক কাজ
খ) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ।

মন্তব্য : প্রতিটি মূল্যায়নের মান নির্ধারিত হবে সম্পূর্ণভাবে ক্রম - এর ভিত্তিতে (গ্রেড) :
মাধ্যম - পর্যবেক্ষণ / ব্যবহারিক প্রয়োগ (হাতে কলমে) / ব্যক্তিগত নৈপুন্য ইত্যাদি।

মূল্যায়ন প্রকৃতি :

ক) **তাৎক্ষণিক :** প্রাত্যহিক কাজে নিয়োগ, পর্যবেক্ষণ, ত্রুটি সংশোধন এবং কাজটি সম্পর্কে মনে মনে একটি ধারণা ধরে রাখা অথবা সম্ভব হলে একটি রেকর্ড বইয়ে পড়ুয়াদের নাম লিখে ঘর কেটে মানের উল্লেখ রাখা। পরে সে নির্দিষ্ট কাজটি সম্পন্ন হলে ক্রম নির্ধারণ করে রেকর্ড করা। কিন্তু তার প্রতিফলন প্রগতি পত্র বা মূল্যায়নপত্রে পড়বে না।

খ) **পার্বিক :** সংবৎসরের বিশেষ শ্রেণির যদি করণীয় কাজগুলির প্রত্যেকটি (স্বাস্থ্য/শারীর শিক্ষা বিষয়ক কাজ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কাজ, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ) তিনটি দফার নিয়ম নির্দিষ্ট থাকে, তবে প্রতিটি পর্বে একটি দফার সামগ্রিক কাজের ওপর মূল্যায়ন করে গ্রেড দিতে হবে। সেটি প্রগতিপত্রে উল্লিখিত হবে ৩য় পর্ব বা সামগ্রিক মূল্যায়ন শেষে।

এক্ষেত্রে পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়ের মতো প্রথম দুটি পর্বের অর্জিত নম্বরকে গণ্য করার প্রয়োজন নেই। **প্রতিটি পর্বে আলাদা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করে ক্রম/ গ্রেড নির্ধারণ করে একটি রেকর্ড রাখতে হবে এবং ৩য় পর্বের শেষেই কেবল তিনটি পর্বের গড় হিসেব করে ক্রম বা গ্রেড** বসাতে হবে।

এখানে বিষয়গুলি যেহেতু কর্মনির্ভর, সুতরাং কিছুটা বিমূর্ত এবং কিছুটা ধারণার বশবর্তী হয়ে মান নির্ধারণের সংশয় থাকে। এ বিষয়গুলিকেও বাস্তবধর্মী করার জন্য একটি প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

পাঠ্যক্রমে কর্মনির্ভর বিষয়ের মূল্যায়ন শেষে মান নির্ধারণের জন্য চারটি ক্রম (ক - খুব ভালো, খ - ভালো, গ - গড় মানের এবং ঘ - সন্তোষজনক নয়) নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্রম নির্ধারক মান হিসেবে সেইমতো 'ক' এর জন্য ৪ (১০০%), 'খ' = ৩ (৭৫%), গ = ২ (৫০%) এবং ঘ = ১ (২৫%) ধরা যেতে পারে।

দৃষ্টান্ত, যেকোনো একটি কর্মনির্ভর বিষয়ের কাজের ধারাকে ৪টি শ্রেণিতে ভাগ করে নিয়ে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। যেমন - 'সৃজনশীল - উৎপাদনাত্মক কাজ' সম্পর্কিত : মূল কাজটি ধরা যাক, বাগান তৈরি করা,

মূল্যায়নের দফা ধরা যাক - (১) পড়ুয়ার উপস্থিতি, (২) উপকরণ সংগ্রহ, যোগান এবং অংশগ্রহণ, (৩) হাতে কলমে কাজ, আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ, (৪) বৈশিষ্ট্য - সামগ্রিক প্রভাব।

এবার শিক্ষিকা-শিক্ষক কোনো বিশেষ পড়ুয়ার বিশেষ একটি কর্মনির্ভর কাজের এভাবে মান নির্ধারণ করতে পারেন :
(১) উপস্থিতি - ক - ৪, (২) উপকরণ সংগ্রহ ইত্যাদি - খ - ৩, (৩) কাজ ও আগ্রহ - গ - ৩, (৪) কর্ম সম্পাদন ও সমাধান - খ - ৩ = মোট ক্রম হল - (৪+৩+৩+৩) = ১৩ ÷ ৪টি পর্যায় ৩.২। সুতরাং ক্রম হল - খ।

ক) বাগান তৈরি করার বিষয়টি সৃজনশীল - উৎপাদনাত্মক কাজ, ধরা যাক প্রথম পর্বে ছিল ৩

খ) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজে ওই একই প্রক্রিয়ায় হয়তো যে পেয়েছে = ৪

এবার এ দুটি বিষয়ের ক্রম হবে - ৭+ ২ (বিষয় সংখ্যা) = ৩.৫ > 'ক' (০.৫ বা তার বেশি হলে পরবর্তী মান ধরতে হবে)। এটিকে ৪ ক্রম হিসেবে ধরা হবে তখনই যদি দেখা যায় পড়ুয়াটির ব্যক্তিগত নৈপুন্য সাধারণ পড়ুয়ার থেকে অনেক উন্নত। যদি ব্যক্তিগত নৈপুন্য তেমন উন্নত না হয়, তবে এটিকে ৩ ধরে খ ক্রম করতে হবে।

৩) পরিবেশ পরিচিতি : (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) :

পরিবেশ পরিচিতির মূল্যায়ন করতে হলে দৈনন্দিন সময় সারণিতে নির্দিষ্ট পিরিয়ডে পঠন-পাঠনের ভিত্তিতে এবং পরিবেশ পরিচিতির নির্দেশিকা অবলম্বনে। শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কথা ডায়েরিতে লিপিবন্ধ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় গৃহ এবং বিদ্যালয় সংলগ্ন অঞ্চলের পরিবেশের সঙ্গো পরিচিতি ঘটাবার পর সেগুলি নথিবন্ধ করে রাখতে হবে। বিভিন্ন পর্বে মূল্যায়ন গৃহীত হবে মূলত মৌখিক ভিত্তিতে (৭০%) এবং লিখিত (৩০%) ভিত্তিতে। কেবলমাত্র সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট নম্বরের এবং গ্রেড বা ক্রম বসাতে হবে। অবশ্য প্রথম দুটি পর্বের সময়ের রেকর্ড সংশ্লিষ্ট শিক্ষিকা-শিক্ষক রাখতে পারেন।

এ বিষয়ের মূল্যায়ন পদ্ধতি হবে 'করণীয় কর্মকান্ডে' অবগণিত বিষয়ের মতো। বিষয়টি মূলত পর্যবেক্ষণমূলক কাজের সঙ্গো যুক্ত। সেজন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্যায়নের কৃতিত্ব গুণগত মানে (ক্রম বা গ্রেডে) মূল্যায়ন পঞ্জিতে নথিভুক্ত হবে।

মন্তব্য :

(১) হাতে কলমে কাজ বা পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়ের কাজ, সব ক্ষেত্রেই শিক্ষিকা-শিক্ষকসহ সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য থাকবে পড়ুয়াকে অন্তত 'খ' ক্রমে উন্নীত করা। 'ক' ক্রমটি হবে সর্বোৎকৃষ্ট। এখানে পৌঁছোলে প্রত্যাশিত সামর্থ্য অর্জনে একদিন উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছোবার ইঙ্গিত থাকবে।

(২) কোনো বিদ্যালয়ে কোনো বিশেষ শ্রেণিতে কর্মনির্ভর বিষয়ের কোনোটিতে ৩টির বেশি কাজ না করানোই সংগত।

(৩) ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উৎকর্ষ নির্ধারিত হতে পারে এভাবে —

ক) স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা বিষয়ক কাজ : স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলার বিশেষ ভূমিকা; বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও উন্নত মানের প্রদর্শন।

খ) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে — সার্বিক পুরস্কার বিতরণী বা অন্য অনুষ্ঠানে গান / নাচ / আবৃত্তি / নাটক / বিতর্ক ইত্যাদিতে উৎকর্ষ প্রদর্শন / সাজসজ্জা / অনুষ্ঠান আয়োজন, উৎপাদনাত্মক কাজের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ ও প্রশংসা অর্জন ইত্যাদি।

একক পাঠভিত্তিক মূল্যায়নের ছক

কী কী করতে হবে :

- সমগ্র পাঠ্যবিষয়টির পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা করে নেবেন
- যে একক / এককগুলির (অনধিক ৩টি একক একসঙ্গো) মূল্যায়ন করা হবে তার উল্লেখ
- মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট অংশের সামর্থ্যের উল্লেখ
- সময় : ১টি একক হলে ২০মি.
  একাধিক একক হলে - ৪০ মি./একটি পিরিয়ড
- পূর্ণমান ঃ একটি একক - ২০ নম্বর
  একাধিক একক - ৪০ নম্বর / একটি পিরিয়ড বা দুটি পিরিয়ড (মৌখিক হলে)
  (অনধিক তিনটি একক এক সঙ্গো)
- **মূল্যায়ন পদ্ধতি :**

ক) প্রশ্নপত্র বোর্ডে লিখে দিতে হবে / ২-৩ বারে,

খ) ছেলেমেয়েরা বাড়ি থেকে আনা পাতায় প্রশ্ন লিখবে এবং পরে উত্তর করবে,

গ) মূল্যায়ন গ্রহণ শেষে সম্ভাব্যস্থলে শ্রেণিকক্ষে (দলগতভাবে) / শিক্ষিকা-শিক্ষকের বাড়িতে উত্তর পরীক্ষার আয়োজন করতে হবে।

ঘ) সংশোধিত অংশটি শিক্ষার্থীকে দেখিয়ে দিতে হবে এবং তাকে দিয়েই সংশোধনের কাজটি করাতে হবে,

ঙ) উত্তরপত্র বাড়িতে পাঠিয়ে অভিভাবক/অভিভাবিকাকে দিয়ে অবশ্যই স্বাক্ষর করিয়ে আনতে হবে।

চ) একটি একক ভিত্তিক মূল্যায়ন কেবল লিখিত এবং একাধিক একক ভিত্তিতে মূল্যায়ন ১০ নম্বরের মৌখিক এবং ৩০ নম্বরের লিখিত হবে,

ছ) প্রশ্নগুলি হবে সামর্থ্যভিত্তিক,

জ) প্রশ্নপত্র রচিত হবে প্রতি দফায় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে,

ঝ) একক - ভিত্তিক মূল্যায়নের ফল নথিবন্ধ করতে হবে পার্বিক বা সামগ্রিক মূল্যায়নের মতোই। কিন্তু, তা শুধু রেকর্ড বইয়ে নথিবন্ধ করতে হবে, মূল্যায়ন পত্রে উল্লেখের প্রয়োজন নেই, অবশ্য,

ঞ) **যদি কোনো শিক্ষার্থী তিনটি পর্বের (সামগ্রিক সহ) কোনো একটিতে যোগ দিতে না পারে, তাহলে সেই পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়ের বা বিষয় সমূহের একক ভিত্তিক মূল্যায়নের প্রাপ্ত নম্বরকে শতকরা হিসেবে ধরে নম্বর ও ক্রম বসাতে হবে (মন্তব্যের ঘরে এ বিষয়টির উল্লেখ থাকবে),**

ট) পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনার নির্দিষ্ট পাঠ এককগুলির মূল্যায়ন নির্দিষ্ট পর্বের মধ্যেই শেষ করার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা যতদূর পর্যন্ত পাঠানুশীলন হবে, সেই অংশের ওপরই পার্বিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

নমুনা

একক পাঠ-ভিত্তিক মূল্যায়ন পত্রের ছক (রেকর্ড বইয়ের নথিবদ্ধ করার জন্যে)

বিষয় : বাংলা শ্রেণি : তৃতীয় শাখা : ক
শিক্ষার্থীর নাম : বতালুর রহমান, রোল নম্বর : ৭

প্রথম পর্ব : (মে – আগষ্ট)					
মূল্যায়ন সংখ্যা	মোট পাঠ একক সংখ্যা / নাম	সময়	পূর্ণমান	অর্জিত নম্বর	মোট নম্বর
১ নং	৩টি ঃ আমাদের গ্রাম। পিঁপড়ের বুদ্ধি, সমব্যথী	৪০ মিনিট	৪০ নম্বর	২২	
২ নং	১টি প্রভাত সূর্য	২০ মিনিট	২০ নম্বর	১৪	
৩ নং	২টি	৪০ মিনিট	৪০ নম্বর	২১	
মোট ও শতকরা নম্বর ঃ		১০০ মিনিট	১০০ নম্বর	৫৭	৫.৭/১০ < ৬ (সাঃ মূঃ)
দ্বিতীয় পর্ব : (সেপ্টেম্বর – ডিসেম্বর)					
১ নং	১টি নাম	২০ মিনিট	২০ নম্বর	১৬	
২ নং	৩টি	৪০ মিনিট	৪০ নম্বর	২৭	
৩ নং	২টি নাম	৪০ মিনিট	৪০ নম্বর	৩৭	
মোট ও শতকরা নম্বর ঃ		১০০ মিনিট	১০০ নম্বর	৮০	৮/১০ (সাঃ মূঃ)
তৃতীয় পর্ব : (জানুয়ারী – এপ্রিল) ওপরের দুটি পর্বে মতোই					
১ নং	২টি নাম	৪০ মিনিট	৪০ নম্বর	৩২	
২ নং	১টি নাম	২০ মিনিট	২০ নম্বর	১৪	
৩ নং	৩টি নাম	৪০ মিনিট	৪০ নম্বর	৩৪	
মোট ও শতকরা নম্বর ঃ		১০০ মিনিট	১০০ নম্বর	৮০	৮/১০

মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ

মূল্যায়ন বহি

শ্রেণি ....

বিদ্যালয়ের নাম ....

চক্রের নাম ....

শিক্ষাবর্ষ ....

জেলা : মুর্শিদাবাদ

মূল্যায়ন সম্পর্কিত নির্দেশাবলী

মূল্যায়ন : নতুন শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য হলো, পঠনপাঠনের সঙ্গে যোগ রেখে যত ঘন ঘন সম্ভব একক বা উপ একক ভিত্তিক তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থী পাঠটি কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে এবং এই নতুন জ্ঞান তার বিকাশলাভে তাকে কতটা সাহায্য করেছে, সেটাই যথার্থভাবে নিরূপণ করা এবং যে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে বা কাজে পিছিয়ে আছে তাকে সেই বিষয়ে বা কাজে উপযুক্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করা। আবার তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিশুকে প্রস্তুতি করণের সাথে সাথে কিছু সময় অন্তর তার ক্রমোন্নতির ধারাকে সুসংহত করার জন্য একটা একক শেষে অথবা কয়েকটি একক এক সঙ্গে নিয়ে একক ভিত্তিক মূল্যায়ন করতে হবে এবং ১ম দুটি পর্ব পার্বিক ও শেষ পর্বে সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হবে। পার্বিক ও সামগ্রিক মূল্যায়নের ফলাফল এই মূল্যায়ন পঞ্জীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

মূল্যায়ন পরিকল্পনা :

ক) **তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন :** ৪০ মিনিটের পিরিয়ড হলে ২০ মিনিট পাঠ পরিচালনার পর ১০ মিনিটের ১টি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এরজন্য পূর্ণমান ১০ বা ১৫ রাখা যেতে পারে। এ পরীক্ষায় শিশুর মৌখিক সামর্থ্য ও দক্ষতার অগ্রগতির পরিমাণ ও দুর্বলতা চিহ্নিত করাই লক্ষ্য। মৌখিক ও লিখিত দুরকমের মূল্যায়ন করা যেতে পারে একক বা দলগতভাবে। বাকী ১০ মিনিট সংশোধনের কাজ করা যেতে পারে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে।

খ) **এককভিত্তিক মূল্যায়ন :** একটি একক অথবা কয়েকটি একক একসঙ্গে নিয়ে (একসঙ্গে অনধিক ৩টি একক) মূলায়ন করতে হবে। কোন ছাপানো প্রশ্নপত্র থাকবে না। শিক্ষক আগেই প্রশ্ন করে আনবেন। বোর্ডে দফায় প্রশ্ন লিখে দেবেন। শিক্ষার্থী কাগজ বা খাতা নিয়ে আসবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর, ক্লাস ও তারিখ লিখে নেবার নির্দেশ দেবেন। পরবর্তী ক্লাসে সংশোধনের কাজ চলতে পারে। এককের আয়তন অনুযায়ী ২০ বা ৪০ নম্বর রাখা যেতে পারে। উত্তর পত্র সংশোধনের পর উত্তরপত্রটি বাড়ীতে পাঠিয়ে অভিভাবকের স্বাক্ষর করিয়ে আনতে হবে এবং শিক্ষককে দেখাতে হবে।

গ) **পার্বিক মূল্যায়ন :** পর্বে বিষয়ভিত্তিক একটিই মূল্যায়ন হবে। লিখিত এবং মৌখিক দুরকমের পরীক্ষাই করতে হবে। প্রথম দুটি পর্বে লিখিত ৮০ এবং মৌখিক ২০ নম্বরের মূল্যায়ন নিতে হবে।

ঘ) **সামগ্রিক মূল্যায়ন :** বছরের শেষে অর্থাৎ তৃতীয় পর্বে প্রান্তীয় সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পার্বিক মূল্যায়নের মতোই এ মূল্যায়ন গৃহীত হবে। তবে এ পর্বে কোন মৌখিক মূল্যায়ন না হয়ে আগের ২টি পর্বের প্রতিটির জন্য ১০ নম্বর হিসাবে মোট ২০ নম্বর এবং তৃতীয় পর্বের লিখিত ৮০ নম্বর মোট ১০০ নম্বর।

কর্ম নির্ভর বিষয়গুলিতে ১ম ও ২য় পর্বের রেকর্ড আলাদা ভাবে রাখতে হবে। দুটি পর্বের গড়ক্রম / গ্রেড ৩য় পর্ব বা সামগ্রিক মূল্যায়নে যুক্ত করে চূড়ান্ত ক্রম বা গ্রেড নির্দ্ধারণ করতে হবে।

প্রগতি পত্র :

প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতিটি বিষয়ের অগ্রগতির ধারা অভিভাবককে জানাতে হবে। প্রতিটি পর্বের শেষে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির গুণগত ও সংখ্যাগত মান শিক্ষক-শিক্ষিকার মন্তব্য ও সুপারিশ সহ অভিভাবকের নিকট পাঠাতে হবে এবং তার সহি সহ সংগ্রহ করতে হবে। শিক্ষাবর্ষ শেষে প্রগতি পত্র শিক্ষার্থীকে দিয়ে দিতে হবে।

মূল্যায়নের মান :

১. পঠন পাঠন নির্ভর বিষয়

মোট নম্বর	ক্রম (গ্রেড)	তাৎপর্য
৮০-১০০	ক	খুব ভালো
৬৫-৭৯	খ	ভালো
৫০-৬৪	গ	সন্তোষজনক
৩৫-৪৯	ঘ	গড় মানের
৩৫ এর নীচে	ঙ	সন্তোষজনক নয়

২. কর্মনির্ভর বিষয়

ক্রম এর মান	ক্রম (গ্রেড)	তাৎপর্য
৪	ক	খুব ভালো
৩	খ	ভালো
২	গ	গড় মানের
১	ঘ	সন্তোষজনক নয়

পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠপরিকল্পনা :

প্রতিটি শিক্ষার্থীর সুসংহত বিকাশের লক্ষ্যে পরিচালন করতে গেলে পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা থাকা একান্ত জরুরী। প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের পর্বভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠদান করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষিকার মন্তব্য ও সুপারিশ

পর্ব	শিক্ষার্থীর সবলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে মন্তব্য ও সুপারিশ	শিক্ষিকা-শিক্ষকের স্বাক্ষর	বিদ্যালয়ের প্রধানের স্বাক্ষর	অভিভাবিকা / অভিভাবকের স্বাক্ষর
১ম পর্ব				
২য় পর্ব				
৩য় পর্ব				

কর্মনির্ভর বিষয়ের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রাপ্য সামর্থ্যের ছক

ক্রম-মান	ক্রম (গ্রেড)	তাৎপর্য
৪	ক	খুব ভালো
৩	খ	ভালো
২	গ	গড় মানের
১	ঘ	সন্তোষজনক নয়

পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়ের মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রাপ্য সামর্থ্যের ছক

নম্বর	ক্রম (গ্রেড)	তাৎপর্য
৮০-১০০	ক	খুব ভালো
৬৫-৭৯	খ	ভালো
৫০-৬৪	গ	সন্তোষজনক
৩৫-৪৯	ঘ	গড় মানের
৩৫ এর নীচে	ঙ	সন্তোষজনক নয়

মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ

শিক্ষার্থীর প্রগতিপত্র

শিক্ষাবর্ষ ....

বিদ্যালয়ের নাম ....

শিক্ষার্থীর নাম ....

শ্রেণি .... বিভাগ .... রোল নং ......

পিতার নাম ....

মাতার নাম ....

অভিভাবকের নাম ....

ঠিকানা ....

....

শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পরিচয়

১। কর্মনির্ভর বিষয় (পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয় বহির্ভূত)

বিষয়	৩য় পর্ব (সামগ্রিক মূল্যায়ন)					
	উপস্থিতি	অংশগ্রহণ	কার্য ও পর্যবেক্ষণ	সামগ্রিক প্রভাব	গ্রেড / ক্রম	তাৎপর্য
১. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ						
২. প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-মূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ						
৩. পরিবেশ পরিচিতি						
মোট						

২। পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়

বিষয়	১ম পর্ব				২য় পর্ব				৩য় পর্ব			
	মৌখিক নম্বর (২০)	লিখিত নম্বর (৮০)	সামগ্রিক ১০০%	ক্রম / গ্রেড	মৌখিক নম্বর (২০)	লিখিত নম্বর (৮০)	সামগ্রিক ১০০%	ক্রম / গ্রেড	মৌখিক নম্বর (২০)	লিখিত নম্বর (৮০)	সামগ্রিক ১০০%	ক্রম / গ্রেড
১. মাতৃভাষা												
২. দ্বিতীয় ভাষা - ইংরেজী												
৩. গণিত												
৪. ইতিহাস												
৫. ভূগোল												
৬. প্রকৃতি বিজ্ঞান												
মোট ৩০০ / ৫০০												

শিক্ষার্থীর উপস্থিতি

পর্ব	১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব
মোট কাজের দিনসংখ্যা			
শিক্ষার্থীর উপস্থিতির দিনসংখ্যা			

শিক্ষিকা-শিক্ষকের স্বাক্ষর ও তারিখ

শিক্ষার্থীর মূল্যায়নপঞ্জী

শিক্ষার্থীর নাম .... শিক্ষাবর্ষ ....

শ্রেণি .... বিভাগ .... রোল নং ....

জন্ম তারিখ .... ঠিকানা ....

মাতা / অভিভাবিকার নাম ....

পিতা / অভিভাবকের নাম ....

শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পরিচয়

১. কর্মনির্ভর বিষয় (পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয় বহির্ভূত)

বিষয়	১ম পর্ব ও ২য় পর্ব	৩য় পর্ব (সামগ্রিক মূল্যায়ন)						
			উপস্থিতি	অংশগ্রহণ	কাজ পর্যবেক্ষণ	সামগ্রিক প্রভাব	গ্রেড/ক্রম	তাৎপর্য
১. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শারীর শিক্ষা বিষয়ক কাজ	প্রতিটি পর্বের রেকর্ড রাখা হয়েছে। এই দুটি পর্বের গড় ক্রম বা গ্রেড ৩য় পর্ব বা সামগ্রিক মূল্যায়নে যুক্ত করে চূড়ান্ত ক্রম বা গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে।	১.						
২. প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ		২.						
৩. পরিবেশ পরিচিতি (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য)		৩.						
		মোট						

২। পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়

বিষয়	১ম পর্ব				২য় পর্ব				৩য় পর্ব (সামগ্রিক মূল্যায়ন)				
	মৌখিক নম্বর (২০)	লিখিত নম্বর (৮০)	সামগ্রিক ১০০%	ক্রম / গ্রেড	মৌখিক নম্বর (২০)	লিখিত নম্বর (৮০)	সামগ্রিক ১০০%	ক্রম / গ্রেড	১ম ও ২য় পর্বের মোট নম্বর (২০) প্রাপ্ত নম্বর	লিখিত নম্বর (৮০)	সামগ্রিক ১০০%	ক্রম / গ্রেড	তাৎপর্য
১. মাতৃভাষা – বাংলা													
২. দ্বিতীয় ভাষা - ইংরেজী													
৩. গণিত													
৪. ইতিহাস													
৫. ভূগোল													
৬. প্রকৃতি বিজ্ঞান													
মোট ৩০০ / ৬০০													

শ্রেণি	শিক্ষিকা-শিক্ষকের মন্তব্য	স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষিকা / শিক্ষকের স্বাক্ষর
১ম পর্ব			
২য় পর্ব			
৩য় পর্ব			

পর্ব	১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব
মোট কাজের দিনসংখ্যা			
শিক্ষার্থীর উপস্থিতির দিনসংখ্যা			